



চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী রবি অথবা সোমবার বৃটেনে পবিত্র ঈদুল ফেতর উদযাপিত হবে। সাপ্তাহিক দেশ এর সকল পাঠক, সংবাদদাতা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ঈদুল ফিতরের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। প্রতিবছর ঈদ আসে আমাদের জীবনে আনন্দ, ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে। তাই এ দিন সকল কালিমা আর কলুষতাকে ধুয়ে মুছে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে চলুন পরস্পর শ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হই।

- সম্পাদক

## ছুটির নোটিশ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সাপ্তাহিক দেশ অফিস আগামী ২৬ জুন থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ১০ জুলাই হতে অফিস যথারীতি খোলা থাকবে এবং ১৪ জুলাই পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

- সম্পাদক

## ঈদের জামাত কখন কোথায়

পৃষ্ঠা ২৪

# এবার মুসল্লির ওপর সন্ত্রাসী হামলা চারদিকে আতঙ্ক

১ বাংলাদেশী নিহত : আহত ১০  
স্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার



ড্যারেন অসবর্ন

দেশ রিপোর্ট : নর্থ লন্ডনের ফিসবারি পার্ক মুসলিম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন মসজিদের বাইরে মুসলিমদের ওপর সন্ত্রাসী হামলায় হতাহতদের প্রতি সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য দেখিয়ে পুষপ অর্পণ করেছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। রোববার দিবাগত রাতে ওই মসজিদে তারা বি নামাজ আদায় করার পর একদল মুসল্লির ওপর বিশাল

আকারের একটি সাদা ভ্যান উঠিয়ে দেয় ড্যারেন অসবর্ন (৪৭) নামে এক সন্ত্রাসী। সে তিন সন্তানের জনক। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লন্ডন পুলিশ এ হামলাকে সন্ত্রাসী হামলা বলে আখ্যায়িত করেছে। হামলায় নিহত হয়েছেন বাংলাদেশি মাকরাম আলী ইরন (৫২)। বাংলাদেশে তার বাড়ি

পৃষ্ঠা ২৪

- 'আমি সব মুসলিমকে হত্যা করতে চাই'
- বিশ্বনাথে ইরনের বাড়িতে শোকের মাতম
- ইস্ট লন্ডন মসজিদের সম্মুখে সলিডারিটি সমাবেশ
- টাওয়ার হ্যামলেটসে মসজিদে বিশেষ নিরাপত্তা



ইরন মিয়ান দুই বোনের আহাজারি



**Human Relief Foundation**  
Charity No.1126281 & SC038671

**LAS 10 DAYS**  
Let's make it count.

FRSB  
give with confidence



**PAY YOUR FITRANA & ZAKAT TODAY**

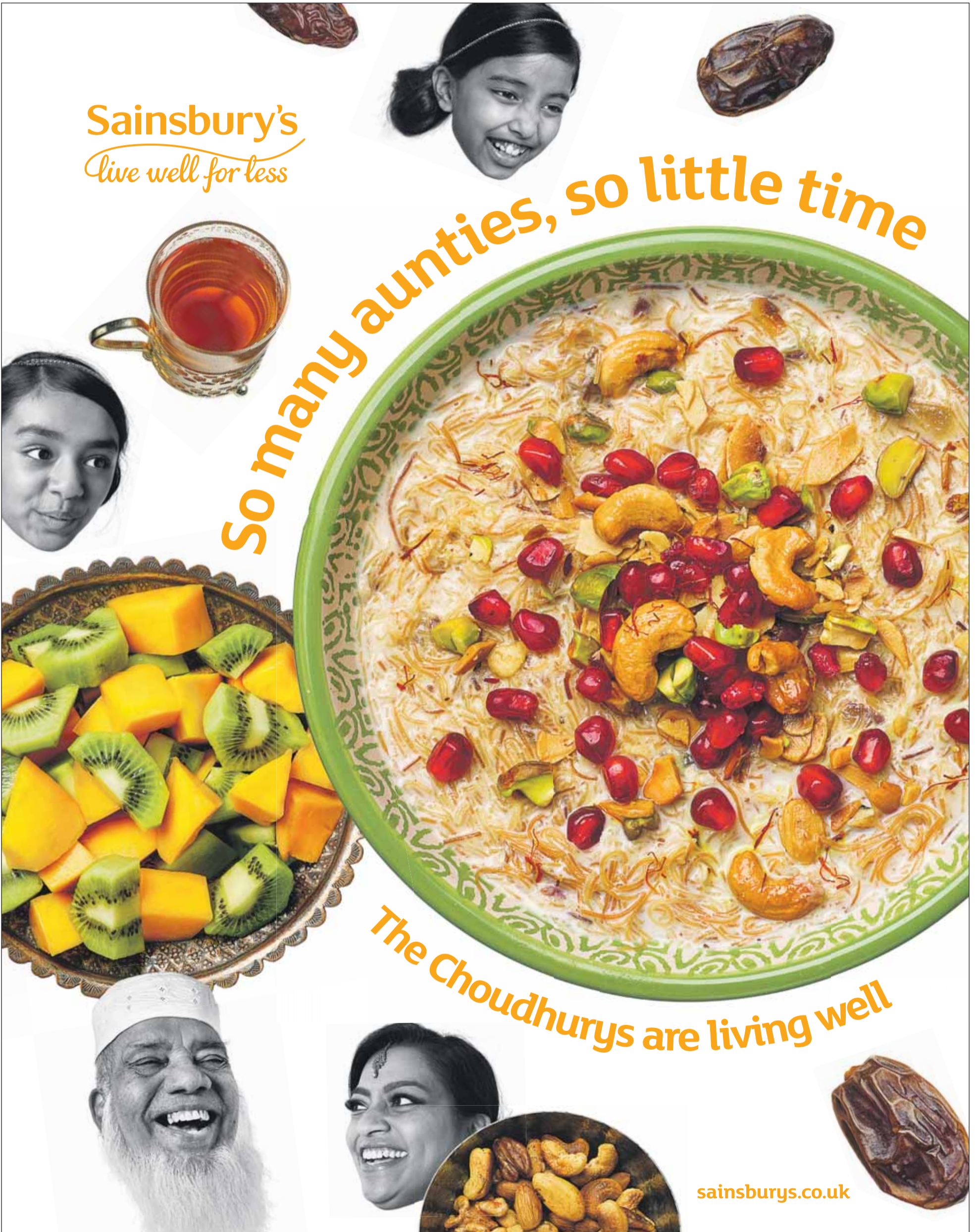
**0207 377 6759**  
london@hrf.org.uk



Sainsbury's  
*live well for less*

So many aunties, so little time

The Choudhurys are living well



sainsburys.co.uk



বৃটেনের  
যেখানে বাংলাদেশী  
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

# দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide  
FREE Bengali newsweekly

WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

## কনজারভেটিভ-ডিইউপি জোট গঠনে অনিশ্চয়তা

## নতুন পার্লামেন্টে ভাষণ দিলেন রানি



দেশ ডেস্ক: বৃটেনের আগাম নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডেমোক্রেটিক ইউনিট পার্টির (ডিইউপি) সঙ্গে জোট বাঁধার পরিকল্পনা করছিল থেরেসা মে'র নেতৃত্বাধীন কনজারভেটিভ পার্টি। জোট গঠন নিয়ে

দুই দলের মধ্যে আলোচনাও শুরু হয়েছিল। তবে পারস্পরিক আলোচনায় কিছু সমস্যা উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে ডিইউপি। দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা বলছেন, টোরিদের সঙ্গে জোট গঠন নিয়ে আলোচনা 'প্রত্যাশা অনুযায়ী এগোয়নি'। সরকারে

তাদের উপস্থিতিকেও 'নিশ্চিত মনে করার কারণ নেই' বলে জানিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার এ খবর দিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান। ব্রিটিশ রানির ভাষণের ঠিক আগের দিনই ডিইউপির পক্ষ থেকে কনজারভেটিভ পার্টির সঙ্গে জোট বাঁধায় অনিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে। এতে করে হাউস অব কমন্সে থেরেসা মে'র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের বিষয়টিও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সরকার গঠনের জন্য ডিইউপি'র কাছ থেকে 'কনফিডেন্স অ্যান্ড সাপোর্ট' নীতির ভিত্তিতে সমর্থন প্রত্যাশা করছে কনজারভেটিভ পার্টি। এই নীতির আওতায় হাউজ অব কমন্সে যেকোনও ধরনের অনাস্থা ভোটে টোরিদের সমর্থন করতে হবে ডিইউপি সংসদ সদস্যদের। এছাড়া, বাজেট ও সরকারের ব্যয়েও কনজারভেটিভদের সমর্থন দেবে ডিইউপি সংসদ সদস্যরা। বিনিময়ে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিগত সিদ্ধান্তে ডিইউপিকে সমর্থন করবে কনজারভেটিভ পার্টি। ডিইউপির পক্ষ থেকে



দেশ ডেস্ক: বৃটেনের নতুন পার্লামেন্টে ভাষণ দিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। হাউস অব লর্ডসে ২১ জুন বুধবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে ভাষণ শুরু করেন তিনি। পার্লামেন্টের বার্ষিক অধিবেশন শুরুর দিনে তিনি থেরেসা মে'র নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু সরকারের পক্ষে ২৭টি খসড়া আইন প্রস্তাব করেন। এরমধ্যে আটটি ব্রেক্সিট সংক্রান্ত বিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বাৎসরিক অধিবেশনের শুরুতে সরকারের পক্ষে রানি যে বিল ও নীতি উপস্থাপন করেন তাকে কুইন্স স্পিচ বলা হয়। গত ১৯ জুন এই ভাষণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে এর কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র আভাস দেন ভাষণটি পিছিয়ে যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে'র মুখপাত্রের বরাত দিয়ে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান তখন জানায়, সরকার গঠনে উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেটিক

## মোহাম্মদ বিন সালমান সৌদির নতুন যুবরাজ

দেশ ডেস্ক, ২৩ জুন: ২০১৫ সালে বাদশাহ সালমান দেশটির সিংহাসনে আরোহণের আগে তার ছেলে মোহাম্মদ বিন সালমানের নাম বিশ্বের খুব কম মানুষই জানতো। কিন্তু ২০১৫ সালের পর থেকে বিশ্বের অন্যতম তেল রফতানিকারকে দেশের বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে



## জিএসসি সাউথ ইস্ট রিজিওনের নির্বাচন ৯ জুলাই

গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় জেনারেল সেক্রেটারী সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়ছর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে

## জাতিসংঘের বাংলাদেশি কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

দেশ ডেস্ক, ২১ জুন: নিউইয়র্কে জাতিসংঘে কর্মরত এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভিসা জালিয়াতি ও

## গ্লেনফিল টাওয়ারে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে ধূমজাল

### একটি রুম থেকে ৪২ জনের মৃত দেহ উদ্ধার

দেশ ডেস্ক: ব্রিটিশ পপ তারকা লিলি অ্যালেন বলেছেন, লন্ডনের গ্লেনফিল টাওয়ার আশুর্ন নিহতদের সংখ্যা কমিয়ে বলছে কর্তৃপক্ষ ও সংবাদ মাধ্যম। টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। লিলি অ্যালেন দাবি করেন, নিহতের সংখ্যা ১৫০-এর কাছাকাছি হবে। তিনি বলেন, 'পুলিশ সদস্য ও ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা গোপনে আমাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।' এদিকে, পুড়ে যাওয়া বহুতল ভবনটির একটি কক্ষ থেকে একসঙ্গে ৪২টি মৃতদেহ উদ্ধারের কথা জানা গেছে। ভবনটির বেঁচে যাওয়া এক বাসিন্দা বিষয়টি ইউটিউবে পোস্ট করা ভিডিওতে এ তথ্য জানিয়েছেন। লন্ডনভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম দ্য মিরর জানায়, পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া ভবনে তল্লাশীচালিয়ে এ ভয়াবহ দৃশ্যটি দেখতে পায় ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা। ওই বাসিন্দা আরো বলেন, 'আমার এক বন্ধু ফায়ার ব্রিগেডের হয়ে কাজ করেন, ঠিক আছে? গতকাল ফোনে তিনি আমাকে বলেন তারা একটি



কক্ষে ৪২টি মৃতদেহ পেয়েছেন। লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের এক মুখপাত্র বলেন, তারা ৪২টি মৃতদেহ পাওয়ার

## যুবলীগ নেতা জামাল খান দুর্ঘটনার শিকার



দেশ ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক সম্পাদক জামাল খান সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। গত ২০ জুন মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে পূর্ব লন্ডনের ক্যানন স্ট্রিটে পুলিশের গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। দুর্ঘটনায় তার

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!

**100% Free ESOL courses for taxi drivers**

Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.

To book your ESOL exam please call **02070961188**

**EASTEND TRAINING**  
Home of Lifelong Learning

Training Venue: **Osmani centre**

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

Free Life in the UK courses available  
No pass no fee for trinity B1 courses  
Terms and conditions apply.

**M: 07539 316 742**

**221 Whitechapel Road, (2nd Floor) London E1 1DE**

শতাধিক ট্রেইনার ও  
ম্যানেজারের প্রশিক্ষক  
আবদুল হক চৌধুরী  
সার্বিক সহযোগিতায়  
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ



ABDUL HAQUE CHOWDHURY



# হাওরবাসীর কণ্ঠে কেবলই বাঁচার আকুতি

ঢাকা, ২১ জুন : সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলের ফসলহারা প্রত্যন্ত গ্রাম গুলোতে ঈদের আনন্দ নেই। পরপর কয়েক বছর শিলাবৃষ্টি, অতিবর্ষন আর গেল চৈত্র মাসের বন্যার কারণে বছরে একটি মাত্র বোরো ফসল ঘরে তুলতে না পারার ফলে ওই অঞ্চলের মানুষের ঈদের আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে। পবিত্র রোজায় চরম কষ্টে দিনযাপন করে কোন রকম সংসার চালাতে তাদের কণ্ঠে কেবলই শুধু বাঁচার আকুতি। সারা বছর পরিশ্রম করে গোলাঘরে ধান ভর্তি করে প্রতিবছর যারা ঈদের আনন্দে মেতে ওঠতেন, চলতি বছর ফসল ডুবির কারণে তাদের ঘরে অন্যান্য বছরের মতো এবার ঈদের আনন্দ নেই। অনেকেই ছেলে মেয়ে ও পরিবার পরিজনকে নতুন জামা কাপড় কিনে দিতে পারছেন না।

জামালগঞ্জের বৃহত্তর ফসলী এলাকা পাকনা হাওরের ফেনারবাঁক গ্রামের বাসিন্দা তিন সন্তানের জননী স্বাধীনা বেগম বলেন, বানে (বন্যায়) আমার ঈদের খুশি নিচ্ছেগা, ধনীরাই কোন ধান পায়নাই আমার গরীবেরতো কিছুই নাই। ঘরে কোন খাওন নাই, সরকারী কোন সাহায্যেও পাইনাই আমার ছোট-ছোট অবুঝ দুধের বাচ্চা কাচ্চা নিয়া উনা-উফাসে চলতাছি। ঈদ কি জিনিষ আমার মনে নাই, জীবন বাঁনোই দায়। রোপাবালী গ্রামের শ্রমী হারা ৫৫ উর্জ বয়সের রংমালা বেগম বড় অক্ষিপ করে বলেন, তার শ্রমী মারা যাবার পর চরম দুর্দীনে কাটছে তার সংসার জীবন। আয় রোজগারের কোন মানুষ নেই, অন্যের

ঘরে কাজ করে জীবন চলছে, সরকারী কোন সাহায্য কখনো তিনি পাননি। অভাবের কারণে তার দুই কন্যা সন্তান মেয়ের বাড়িতে রেখেছেন, ঈদের আনন্দ বলতে তাঁর কাছে কিছুই নাই বলেই চোখ মুচতে লাগলেন। উদয়পুর গ্রামের রেজুয়ান আহমদ বলেন, রোজাই



রাখতাছি খুব কষ্টে আর এই বছর আমার ঈদের খুশি নাই। আমার ফসলতো গেছেই জৈষ্ঠ্য মাইয়া বানে গোরামের ৪৫ টা গরু মইরা আমার এখন গোয়াল শূন্য হইছি। সরকারে যে সাহায্য দিছে আমার গোরামে মাত্র কয়েকজনে পাইলেও বেশীর ভাগ মানুষ এখনো পায়নি। কত কষ্টে আমরা আছি ঈদ নামের একটা দিন আছে, হাসি খুশি করমু মুখে হাসিও আয় না। ঘরে গিয়রা ছোট ভাই বোনদের মুখের দিকে চাইলে ছোকে পানি আয়। কেউরে তো নতুন জামা কাপড় কিনে দিতে পারছি। কেউর ঘরে ধান-চাল নাই আমার গোরামে ঈদের আনন্দ নাই। রাজাপুর গ্রামের আছিয়া

বেগম বলেন, আমার এইবার ঈদ নাই গো, ফসল তলাইয়া যাওয়ায় কোন ধান পাইনাই। কোন রকম খাইয়া-না খাইয়া বাঁচা আছি। বাচ্চা-কাচ্চারে নয়া কাপড় কিনা দিতে পারিনাই, লেখাপড়া করাইতে সমস্যা দেখা দিছে। কিয়ে করি এই চিন্তায় বালা লাগেনা, আমার কিয়ের

ঈদ। অমরার খবর কে লয়। আমরা শুধু এখন বাঁচতে চাই। পাকনা হাওর ও হালির হাওরের বেশ ক'জন কৃষক ও জেলেরা এই প্রতিবেদককে বলেন, আমরা যদি এখন হাওরে মাছ ধরতে পারতাম তা হইলে কুনো মতে জীবন বাঁচত। বিলের (জলমহালের) ইজারাদাররার কারণে গরীবরা মাছও ধরতে পারিনা। কই যাই, কি করি, এই চিন্তায় ভাল লাগেনা।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দিগন্ত বিস্তৃত যে জলা ভূমি রয়েছে, বছরের ছয় মাস সেখানে জলের রাজত্ব আর ছয় মাস ফসলের আনন্দ। এখানকার হিজল-করচ বাগে বসে অতিথি পাখির মেলা। পাহাড়

ঘেড়া আর হাওর বেষ্টিত এই জনপদের নাম সুনামগঞ্জ। দেশের আট-দশটা জনপদের থেকে একে বারেই ভিন্ন। বাংলাদেশের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের অনেকাংশই আসে এই অবহেলিত সুনামগঞ্জের হাওর থেকে। প্রবাদে আছে, বালু-পাথর, মাছ-ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ। এখানকার হাওরের প্রাণী, উদ্ভিদের বন ও মৎস্য সম্পদ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অবদান রাখছে। সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলের প্রায় ২০ লাখ সুবিধা বঞ্চিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠির কান্না আজো কেউ শোনেনা। সীমাহীন বৈষম্য আর উন্নয়ন বঞ্চিত এ অঞ্চলের মানুষগুলো ডুবে আছে অন্ধকারে। চরম অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার এ অঞ্চলের মানুষের প্রাকৃতিক দুর্ভোগই হচ্ছে জীবন সঙ্গী। এর মধ্যে পাল্লা দিয়ে মোকাবেলা করতে হচ্ছে জোতদার ইজারাদারদের শাসন। রক্ত চক্ষু আর অন্যায় ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে নিরীহ মানুষজন। এ ভাবেই সংকটের পর সংকটে চিরকাল দিনাতিপাত করছেন তারা। বছরের একটি সময় এ অঞ্চলের মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। তাদের হাতে কোন কাজ থাকে না, ফলে দেখা দেয় চরম খাদ্য সংকট। উন্নয়ন, শিক্ষা আর প্রযুক্তির আলো থেকে আজো তারা অনেক দূরে। বিশাল হাওরাঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষেরা এ ভাবেই যুগের পর যুগ মুখ খুবেড়ে পড়ে আছেন ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-শোক আর অবহেলায়। ফসলহারা হাওরবাসীর কণ্ঠে কেবলই শুধু বাঁচার আকুতি।

# বিএনপির মুখে গুম খুনের কথা হাস্যকর : ওবায়দুল

ঢাকা, ২১ জুন : আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যারা আওয়ামী লীগের ২১ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছিল, তাদের মুখে গুম খুনের কথা মানায় না। আমাদের ২১ হাজার নেতা-কর্মীর রক্তের দাগ বেগম জিয়া এবং তার নেতাদের হাতে আছে। সে রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। তারা (বিএনপি) আবার গুম খুনের কথা বলে। তাদের মুখে এটা শোভা পায় না। তাদের মুখে এটা হাস্যকর। ওবায়দুল কাদের আজ বুধবার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গাজীপুরের কালিয়াকৈর চন্দ্রা এলাকায় মহাসড়কের যানজট পরিস্থিতি ও রাস্তা সংস্কার কাজ পরিদর্শন এবং হাইওয়ে পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, কে গুপ্ত হত্যা বাংলাদেশে শুরু করেছিল? আমাদের অনেক নেতা-কর্মীর ফ্যামিলি আজ পর্যন্ত তাদের লোকজনকে খুঁজে বেড়ায়, তাদের ছেলে সন্তানকে খুঁজে বেড়ায়। রক্তে বাংলাদেশ রক্ত নদী হয়ে গেছে বিএনপির আমলে। খুনে খুনে খুনের দরিয়া হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। তারা আবার গুম খুনের কথা বলে। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, ঈদ যাত্রাকে স্বস্তিদায়ক করতে আমরা যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি খুব বেশি প্রাকৃতিক দুর্ভোগ না হলে ঘরমুখো জনগণকে স্বস্তি দিতে পারবো। জনদুর্ভোগটা রাস্তার সহনীয় মাত্রায় রাখতে পারবো। সেরকম



প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি। সবাইকে ধৈর্য ধারণের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, কেউ উলটো পথে গাড়ি চালাবেন না। মালিকদেরও বলি, উলটো পথে গাড়ি চালাল যেন না করে, সে ব্যাপারে আপনারা সজাগ থাকবেন এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালাল বন্ধ করতে হবে। ওবায়দুল কাদের বলেন, ঈদের সময় ঘরমুখো মানুষের স্বস্তি দিতে হবে, যাত্রাপথ নিরাপদ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেও এসব মনিটর করছেন। শেখ হাসিনা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সবাইকে নিয়ে সমন্বিতভাবে জনগণের যাত্রাপথ স্বস্তিদায়ক করতে হবে। আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রাস্তায় সক্রিয় আছি। এসময় সড়ক ও জনপথ বিভাগের ঢাকা বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. সবুজ উদ্দিন খান, হাইওয়ে পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি মো. আতিকুল ইসলাম, গাজীপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ, গাজীপুর সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ডি এ কে এম নাহীন রেজা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## Express Builders

স্বল্প মূল্যে শতভাগ সন্তুষ্টি সহকারে যেকোনো কাজের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

- পেইন্টিং ■ ডেকোরিটিং ■ প্লাস্টারিং
- টাইলিং ■ উড ফ্লোরিং ■ কার্পেটিং
- কিচেন ■ বাথ ফিটিং ■ গার্ডেনিং ■ প্লামিং
- ড্রাইভওয়ে ■ পার্টিশন ■ লেকট্রিক

Shajahan: 07459 822 862, 07833 438 317

FOR LOCAL PEOPLE DISTANCE LEARNER ONSITE

## GREEN VISION TRAINING CENTRE, LONDON

২০১২ সাল থেকে কমিউনিটিতে সুপরিচিত গ্রীন ভিশন ট্রেনিং সেন্টার এর সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- B1 (ISE 1) English courses for Private Hire Drivers
- B1 English courses for British citizenship and ILR
- A2 English courses for Spouse visa extension
- Property Inspection Report for Immigration Purpose
- Life in the UK Test Preparation & Training

Please Contact:  
Tel: 0203 129 2648 | Mob: 07912 351 329 / 07883 087 170  
Email: info@gvec.co.uk | Web: www.gvec.co.uk  
241A Whitechapel Road, 3rd Floor, Unit 2, (Above Ponchokhana Restuarant), London, E1 1DB

## Plumber 24/7

### Bathroom & Kitchen installation specialist

- Washing Machine No Fix No Fee, ■ All types of Boiler Repairs, ■ BTaps, Tanks, Cylinders, over flows ■ Drain blockages, ■ Washing Machine, Freeze, Cooker, Freezer
- Electric, Plumbing, Heating, Gass Safty Checks

Mobile- 07957 148 101  
Local engineer for you

## LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES

- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES

- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965 Business Development Centre, UNIT 7  
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF  
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

Highfield ncfе. ASDAN





# Londonium Solicitors

## POLICE STATION & CRIMINAL DEFENCE - LEGAL AID

- Arrest and Police Station Representation
- Homicide
  - Murder
  - Manslaughter
- Drug Offences
- Sexual Offences
- Fraud and Business Crime
- Benefit Fraud
- Confiscation ad Asset Recovery / Restraint / Forfeiture
- Criminal Appeals
- Domestic Violence
- Serious Violence and Assault
- Burglary, Theft & Criminal Damage



## Road Traffic Offences

- Speeding
- Failing to provide driver identity
- Driving without insurance / permitting driving without insurance
- Permitting someone to drive without insurance
- Driving without a licence
- Failing to stop after an accident
- Failing to report an accident
- Driving without due care and attention
- Dangerous Driving
- Drink Driving
- Drug Driving
- Using a Mobile Phone whilst Driving



## Other services

- Immigration
- Civil Litigation
- Lost or Delayed Luggage Claims
- Employment
- Cruise Claims
- Flight Delay Claims
- Civil Penalty
- Personal Injury Claims
- Holiday Sickness Claims
- Public law
- Landlord & Tenant
- Commercial Conveyancing

Unit 14-15, 1st Floor  
1-13 Adler St. London E1 1EG  
T: 020 7377 5055, F: 0207377 5005  
E: info@londoniumsolicitors.co.uk  
www.londoniumsolicitors.co.uk



**AKM Quamruzzaman (Zaman)**  
LL.M Int'l Maritime Law (Swansea, UK)  
LL.M in Human Rights (LMU, UK)  
PG Dip in Commercial Arbitration (UOL)  
LL.B (Hons), UK  
Dip in PIL, UK  
Dip in Commercial Law, UK  
Barrister of the Lincoln's Inn (NP)  
Solicitor & Commissioner for Oaths  
**Mobile: 07903 116 371**

We are here



সুন্দর, মনোরম, পরিকল্পিত ও  
যানজট মুক্ত নগরীতে বসবাসের  
কথা ভাবছেন?

রাজউক পূর্বাচল সংলগ্ন ও ঢাকা সিলেট হাইওয়ের পাশে

পূর্বাচল

# প্রবাসী পল্লী

প্রকল্পে প্রট হস্তান্তরের কাজ চলছে ...

মাসিক কিস্তিতে  
সর্বনিম্ন কাঠাপ্রতি

৩,১২৫/-

এককালীন বিনিয়োগে  
সর্বনিম্ন কাঠাপ্রতি

৩,০০,০০০/-

যোগাযোগ করুন-

+88 ৭৪৬৯৮৭২১৩২  
+88 ৭৮১৮৫৫৯০৪২  
+88 ৭৯০৪৮৫৭১১৫



## প্রবাসী পল্লী গ্রুপ

প্রবাসী ও স্বদেশীদের জন্যে

ইউকে অফিস : ৯৬ এ মাইল ইন্ড রোড, লন্ডন, ই-১ ৪ইউএন, ইউকে। ফোন : +88২০৭৭৯১১১১০  
বাংলাদেশ অফিস : বাড়ি # ৩৭, রোড # ০৪, ব্লক # এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩। ফোন- ০০৮৮-০২-৯৮৫৯৬১৬

www.probashipalligroup.com

# mrprinters

digital • design • print • promotional items

**QUALITY PRINTING AT TRADE PRICES SINCE 1991**

Our excellent customer service and high quality printing make us the most reliable printing partner for all the projects you need done.

## SPECIAL OFFERS

**Roller Banners**

from **£39**

With Stand & Carry Case.  
VAT & design extra.  
Limited period only

**5000 A5 Leaflets**

from **£65**

Printed full colour, single side on  
130gsm gloss.



**50,000 A4 Menus**

from **£600**

Printed full colour on 130gsm gloss.  
Excludes design and delivery



**creative** flair...

- Concepts
- Corporate ID
- Illustration
- Print
- Display
- Web

vibrant...

- Menus
- Stationary
- Flyers
- Leaflets
- Posters
- Folders
- Brochures
- Calendars
- NCR Bill Books
- Wedding Cards
- Magazines
- Books

**print**

**big impact...**  
displays

- Posters
- Vinyl Banners
- Pull-up Banners
- Pop-up Stands
- Prints on Canvas
- A Boards

020 8507 3000 | info@mrprinters.co.uk | www.mrprinters.co.uk  
07958 766 448 | Unit 4, 24 Thames Road, Barking, Essex IG11 0HZ



# অর্থমন্ত্রী বেঁচে থাকলে আরো বাজেট দেবেন : তোফায়েল

ঢাকা, ২১ জুন : প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সরকারি দলের সদস্যরা বলেছেন, এ বাজেট বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ার পথকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। তারা বলেন, বর্তমান সরকার গত ৯ বছর সফলভাবে বিশাল আকারে ৮টি বাজেট বাস্তবায়ন করে দেশের সকল খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। বিশেষ করে দেশের সব এলাকা এবং শহর আর গ্রামীণ উন্নয়নে সমতা আনার চেষ্টায়ও অনেকাংশে সফল হয়েছে।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে আজ সকাল ১০টা ৫৭মিনিটে অধিবেশনের শুরুতে মন্ত্রীদের জন্য প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-উত্তর টেবিলে উপস্থাপন শেষে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনা শুরু হয়।

গত ১ জুন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট আলোচনার ১০ম দিনে আজ বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, সরকারি দলের ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শমভূ, মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, ড. হাছান মাহমুদ, বজলুল হক হারুন, একাধিক হোসেন, বেগম ওয়াসিকা আয়শা খান, মমতাজ বেগম, জাতীয় পার্টির ফখরুল ইমাম, স্বতন্ত্র সদস্য রশ্মি আলী ফরাজী ও উষাতন তালুকদার আলোচনায় অংশ নেন।

বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুর বাজেট বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, 'অর্থমন্ত্রী বেঁচে থাকলে এবং আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে তিনি আরও বাজেট দেবেন। কারণ তার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আস্থা রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। জিয়া উদ্দিন বাবলু যে ভাষায় অর্থমন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন আমি এ ভাষা আশা করিনাই। সমালোচনা করার অধিকার সবার আছে। কিন্তু সমালোচনা হবে গঠনমূলক। যখন বয়স নিয়ে কথা বলেন, আপনাদের নেতা এরশাদের বয়সের কথা চিন্তা করেন না? যার নেতৃত্বে আপনি দল করেন। তার বয়সতো অর্থমন্ত্রীর চেয়ে ৫ বছর বেশি। বাবলু কি করে ভুলে গেল তার (এরশাদ) বয়স ৮৬ এর বেশি?'

আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর চেয়ে বেশী। বাবলু যদি বলত, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অনেক বয়স হয়েছে, আপনি আগে পদত্যাগ করেন। তাহলে কথাটা খুব ভাল ছিল।'

তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির সময়ে ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে দেশের রাজস্ব আয় ছিল ৫ হাজার ২৯২ কোটি টাকা, বিএনপি আমলে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রাজস্ব আয় দাঁড়ায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের



সময়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব আয় ২ লাখ ৪৮ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শক্রমে প্রস্তাবিত বাজেট যখন পাস হবে তখন এটি সর্বকালের সেরা বাজেট হিসেবে জনগণের কাছে প্রশংসিত হবে। বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রধান্য দিয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ১৪৫টি খাতকে চিঁত করা হয়েছে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে দারিদ্র্য হার ৪৩ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশে নেমে এসেছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদে এই হার ১৩ শতাংশে এবং ২০৩০ সালে হতদরিদ্র ৩ শতাংশে নিচে নেমে আসবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ব্যবসা বান্ধব সরকার। ২০০১ সালে রপ্তানী ছিল ৭ বিলিয়ন ডলার, বিএনপি ৫ বছরে বাড়িয়েছে ৩ বিলিয়ন ডলার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বেড়েছে ৪ বিলিয়ন ডলার, বর্তমানে তা ৩৪ বিলিয়ন ডলার এবং এবার তা ৩৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে

বলে আশা করা যায়। বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে রিজার্ভ ছিল ৪ বিলিয়ন ডলার।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রাম-শহরের আয় বৈষম্য কমিয়ে সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আয় বৈষম্য না কমানো গেলে ধনী-দারিদ্র্যের বিভাজন বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, রাজস্ব আয় বাড়তে সাধারণ মানুষকে আঘাত না করে করের পরিধি বাড়িয়ে এনবিআরকে আরও দক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বাজেটের টাকা সঞ্চালনের জন্য ঢালাওভাবে ভ্যাট-ট্যাক্স আরোপ না করে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার পরামর্শ দিয়ে তিনি ব্যাংক আমানতের ওপর প্রস্তাবিত আবগারী শুল্ক প্রত্যাহার, মেডিটেশনকে ভ্যাট অব্যাহতি ও সঞ্চয়পত্রের সুদ না কমানোর

আহ্বান জানান।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী বলেন, ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও যাত্রী চলাচল বৃদ্ধির কারণে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সম্প্রসারণের কাজ বাস্তবায়নে জনো জাইকার সাথে মন্ত্রণালয়ের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে পরামর্শক কোম্পানী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কক্সবাজার বিমান বন্দরকে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপ দেয়া হয়েছে। এই বিমান বন্দরের রানওয়েকে ৯ হাজার ফুটে উন্নীত করার কাজ চলছে। কক্সবাজার বিমান বন্দরে 'আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প কাজ শেষ হলে কক্সবাজার বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হিসেবে কাজ করবে। বাগেরহাট মংলা বন্দরের কাছাকাছি খানজাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।



**HFA HALAL FOOD AUTHORITY**

**Symbol of Authenticity**

**Certifiers & authenticators for Halal meat, ingredients, additives, pharmaceuticals, cosmetics & foodstuffs.**

**Our certification is recognised by JAKIM (Malaysia), MUI (Indonesia), MUIS (Singapore), ESMA (UAE), GIDMES (Turkey), CICOT (Thailand), and in USA, Europe, Australia and Africa.**

**Eid Mubarak to all from HFA!**



Finchley House (7th Floor), 707 High Road, London N12 0BT

020 8446 7127 | info@halalfoodauthority.co.uk | halalfoodauthority.co.uk

HFA | @HFA\_UK

**একাউন্টেন্ট প্রয়োজন?**  
তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্ত

**T&A ACCOUNTANTS**

**Our Popular Services**

- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

**69 Vallance Road London E1 5BS**

**Direct Line: 07528 118 118 07428 247 365 T 02034117843**

**HM Revenue & Customs**  
Registered Agent With HM Revenue & Customs

**We are registered licence holder in public practice**

E: info@tajaccountants.co.uk  
W: www.tajaccountants.co.uk

**FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY 'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!**

**Paying too much?**

Example, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্ত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতে দেখানো বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।

আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।

Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com

**Serving for last 8 years (We do not help CAB/TRADE Insurance)**

**TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)**

**Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776**  
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ  
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker  
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker  
(Please find us in you tube and Google by typeing (e3 cheap car insurance broker))

**Kowaj Jewellers**  
020 7729 2277  
22ct. Gold Specialist

**খোঁয়াজ জুয়েলার্স**

**Mohammad Kowaj Ali Khan**  
Owner of Kowaj Jewellers

পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে খোঁয়াজ জুয়েলার্স স্বর্ণের জগতে একটি অপূর্ব নাম। দীর্ঘ এক যুগ যাবত সুনামের সাথে কমিউনিটির মানুষকে সেবা দিয়ে আসছে।

**আপনার পছন্দের অলংকারটি আজই বেছে নিন।**  
**310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG**  
**Tel: 020 7729 2277**



ঈদ  
মোবারক

Bless   
and  
be Blessed  
This Ramadan

আপনার ঈদের  
আনন্দকে ছড়িয়ে  
দিন বঞ্চিতদের মাঝে



SAVE LIVES NOW

03000 999 786

www.alkhair.org

ঈদ গিফট  
প্যাক  
৩০ পাউন্ড



@AKF\_Social

akflondon

alkhairfoundation

AlkhairFoundation







## ব্রেস্কিট বিপাকে ব্রিটেন

পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিপুল জয় হস্তগত করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) সাথে ব্রেস্কিট নিয়ে শক্ত দর কষাকষিতে বসার বাঞ্ছা করেছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে। কিন্তু ঘটনা ঘটেছে বিপরীত। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে চূড়ান্ত হতাশাব্যঞ্জক ফল করার পরে ক্ষুদ্র একটি দলের সহায়তায় কনজারভেটিভ পার্টির সরকার টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হলেও রাজনৈতিকভাবে হীনবল হয়ে পড়েছেন থেরেসা মে। মধ্যবর্তী নির্বাচনটির গায়ে কঠোর-ব্রেস্কিটের পক্ষে-বিপক্ষের একটি তকমা তিনি নিজেই লাগিয়ে দিয়াছিলেন। নির্বাচনী ফলাফলে এই তকমা তাঁর জন্য বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। এক্ষেত্রে কঠোর ব্রেস্কিটের হুমকি-ধামকি দেওয়া দূরের কথা, ইইউ নেতৃবৃন্দের কথাবার্তা বরং ব্রিটেনের জন্য বিব্রতকর হয়ে ওঠছে।

সোমবার ইইউ হতে ব্রিটেনের বাইর হয়ে যাওয়ার আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে। দুইপক্ষের আলোচনা কিছুটা ফলপ্রসূও হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে ব্রিটেনের ক্ষেত্রে। পার্লামেন্ট নির্বাচনে এককভাবে সরকার গঠনে ব্যর্থ হওয়ার পরে দল ও

দেশের মধ্যে থেরেসা মে'র গ্রহণযোগ্যতা স্বভাবতই অনেকটা কমে গেছে। বিভিন্ন মহল হতে তাঁর পদত্যাগের দাবিও উঠেছে। ব্রেস্কিটের মতো ঐতিহাসিক একটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নৈতিক অধিকার থেরেসা মে এই মুহূর্তে ধারণ করেন কিনা তা নিয়েও কথা উঠেছে। এমতাবস্থায় ব্রেস্কিট সেক্রেটারি ডেভিড ডেভিস যখন ইইউ-এর ব্রেস্কিটবিষয়ক প্রধান মধ্যস্থতাকারী মাইকেল বার্নিয়ারের সহিত প্রথমবারের মতো আলোচনায় বসেন, তখন পাল্লাটি যে ব্রিটেনের দিকে হেলে ছিলো না তা বলাই বাহুল্য। আলোচনায় বসলেও তার ধারাবাহিকতার অনিশ্চয়তাও আরেকটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠেছে। কেননা, থেরেসা মে'র এখনকার সরকারটি আদৌ স্থায়ী হবে কিনা তা নিয়ে ঘোরতর কনজারভেটিভদের মধ্যেও অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে। বিষয়টি কেবল ব্রিটেন নহে বরং ইইউ'র হিসাবের মধ্যেও রয়েছে। ইইউ'র নেতৃবৃন্দের কথাবার্তাতেও নির্বাচনের পরে ব্রেস্কিট প্রসঙ্গে ব্রিটেনের অবস্থান দুর্বল হওয়ার অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ব্রিটেনের নির্বাচনী

ফলাফলের দিকে ইঙ্গিত করে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন বলেছেন, ইইউ'র সঙ্গে থাকতে চাইলে ব্রিটেনের জন্য ইইউ'র দ্বার খোলাই থাকবে। তবে এই দ্বারটি ব্রিটেনের জন্য 'নতুন একটি দ্বার' হবে বলে জানিয়েছেন ইইউ'র ব্রেস্কিটবিষয়ক সমন্বয়কারী গাই ভারহফস্টাড।

ইইউতে থাকার সুবাদে ১৯৮৪ সাল থেকেই ব্রিটেন বার্ষিক পাঁচ বিলিয়ন পাউন্ড রেয়াত সুবিধা ভোগ করে। সংস্থার অভিন্ন মুদ্রা ইউরো হতেও নিজেদের দূরে রেখেছে ব্রিটেন। ইইউ সদস্য নয় এমন দেশের জন্য একক ভিসা ব্যবস্থাতেও ব্রিটেন নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেনি। গাই ভারহফস্টাড জানিয়েছেন, ইইউ'র সঙ্গে এখন থাকতে চাইলে ব্রিটেনকে এই সকল বিষয়াদি পরিত্যাগ করে থাকতে হবে। ব্রিটেন হতে শেষাবধি ইইউ ছাড়বে। কিন্তু থেরেসা মে'র মধ্যবর্তী নির্বাচনের হঠকারী সিদ্ধান্ত কেমন করে ব্রেস্কিট প্রসঙ্গে ব্রিটেনের অবস্থান দুর্বল করে দিয়েছে তা ইইউ নেতৃবৃন্দের কথাবার্তায় স্পষ্ট হচ্ছে।

## সহজিয়া কড়চা

# পাহাড় ও মানুষের কথা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

আমাদের পাহাড় তার বুকের চাপ চাপ মাটি ধসিয়ে চাপা দিয়ে মানুষ হত্যা করেছে, সে দুঃখে মানুষ কাঁদে। কিন্তু পাহাড়ের দুঃখে কাঁদবার কেউ নেই। পাহাড়ের দুঃখে শুধু পাহাড় একাই কাঁদে। তবে সে কাঁদে নিঃশব্দে। সে কান্নার আওয়াজ কারও কানে যায় না। অথবা দেশের মানুষের কান নেই বলে তার কান্না শোনে না, চোখ নেই বলে পাহাড়ের দুঃখের চেহারাটি দেখতে পায় না। মানুষ পাহাড়ের ক্ষতি করে বলে পাহাড়ও মানুষের ক্ষতি করে। তাহলে পাহাড়ও কি প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষের মতো? রাজনৈতিক নেতাদের মতো? মানুষ প্রতিদিন পাহাড়ের ক্ষতি করে, পাহাড় করে বছরে এক দিন। যখন সে আঘাত ও অত্যাচার সহ্যে সইতে আর তিষ্ঠতে পারে না, তখন পাহাড় মানুষের ওপর তার রাগ ঝাড়ে। পাহাড়ের নির্মমতা মানুষের চোখে পড়ে, কিন্তু পাহাড়ের প্রতি মানুষের নির্মমতা মানুষের চোখে পড়ে না। এবার পাহাড়ে যে ভূমিধস হয়েছে, তার সঙ্গে শুধু রানা প্লাজা ধসেরই তুলনা চলে। রানা প্লাজা নিজে ধসে পড়েনি। মানুষ তাকে ধসে পড়তে বাধ্য করেছিল স্তম্ভ নাড়াচাড়া না করলেও। পাহাড়ও নিজে ধসতে চায়নি। মানুষ তাকে বাধ্য করেছে ধসে পড়তে। বাংলার মাটিতে যা ঘটে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তা ঘটে না। বাংলাদেশেই সব কটি জেলায় সিরিজ বোমা একসঙ্গে বিক্ষোভিত হয়। এবার একক নয়, এবার সিরিজ পাহাড়ধস হলো। পাহাড় দেখিয়ে দিল-আমরাও ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানুষের ওপর আঘাত হানতে পারি এবং সে আঘাত খুবই নির্মম। পাহাড় জানিয়ে দিল, মানুষের মতো আমরাও নিষ্ঠুর এবং আমরাও নরঘাতক।

পাঁচটি জেলায় একযোগে পাহাড়ধসে দেড় শতাধিক মানুষের প্রাণহানির ঘটনা বিরল। বর্ষা মৌসুমে টানা বর্ষণ এই নতুন নয়। কমবেশি প্রতিবছরই হয় এবং তা হচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে। দুর্গম অঞ্চলের পাহাড় ধসে না, পাহাড় ধসে লোকালয়ের।

গত দশ বছরে চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার প্রভৃতি জেলায় পাহাড়ধসে হাজারখানেক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। সবচেয়ে ভয়াবহ পাহাড়ধস ঘটে ২০০৭ সালে। মাটিচাপায় ১২৭ জন মানুষ নিহত হন। পরিবেশকর্মীদের পরামর্শে গুরুত্ব না দিলেও সেবারের পাহাড়ধসের পর সেনাসমর্থিত সরকার কিঞ্চিৎ সচেতন হয়। তারপর পাহাড় সম্পর্কে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করে বলে শোনা যায়। পাহাড়ধস প্রতিরোধে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য টিম গঠনের কথাও শোনা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই টিমের দেখা কেউ পেয়েছে, এমন কথা পাহাড়ে বসবাসকারীরা হালফ করে বলতে পারবেন না। যদি বলা হয় লোকচক্ষুর আড়ালে অতি গোপনে সেই

টিমের লোকেরা কাজ করেন, তা করতে পারেন এবং তা অবিশ্বাস্য নয়। পর্যবেক্ষণ টিমের সদস্যরা বলতে পারেন, আমরা লোক মাত্র কয়েকজন, আমাদের সাধ্য নেই হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে প্রবল পাহাড়ধস ঠেকাই। সে কথাও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু পাহাড়ের ঢালুর বিপজ্জনক জায়গায় গাছপালা কেটে বসতি গড়ে উঠেছে-সেই দৃশ্য কি তাঁদের চোখে পড়েনি? পড়ে থাকলে সে ব্যাপারে তাঁরা কাকে রিপোর্ট দিয়েছিলেন? রিপোর্ট দিয়ে থাকলে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নিয়েছিল? বেতন-ভাতা দিয়ে রাষ্ট্র যখন লোক নিয়োগ দেয়, তখন তা দেয় তাঁদের দিয়ে কাজ করানোর জন্য। যুরে বেড়ানোর জন্য নয়। ভূবিজ্ঞানীরা বলবেন, বাংলাদেশের পাহাড় কঠিন শিলায় গঠিত নয়। তা হতেই পারে। আমাদের পাহাড়গুলো কঠিন শিলাই হওয়া উচিত ছিল, যেখানে কোদালের কোপ বসানো সম্ভব নয়। তাহলে রাতের অন্ধকারে পাহাড়ে মাটি

আমাদের উচ্চ আদালতের চেয়ে প্রভাবশালীরা বেশি ক্ষমতাবান। আইন-আদালত অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তাঁরা রাখেন। বেআইনি কাজকর্ম করতে তাঁদের লাজলজ্জার লেশমাত্র নেই। পাহাড় নাকি এখন অনেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

পাহাড় রক্ষায় পরিবেশকর্মীরা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে আলোচনা করেছেন, প্রখর রৌদ্রে ও প্রবল বর্ষণের মধ্যে রাস্তায় মানববন্ধন করেছেন, প্রশাসনের পায়ে ধরেছেন, কোনো কাজ হয়নি। তা যদি হতো তাহলে এক দশকে এক হাজার মানুষ বেঘোরে প্রাণ দিত না। পরিবেশবাদীরা সরকার থেকে জামাই-আদর আশা করেন না। তাঁরা চান তাঁদের পরামর্শের যথাযথ মূল্যায়ন করুক সরকার। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, পরিবেশকর্মীরা প্রশাসন থেকে যে আচরণ পান, তা বাংলার কোনো সতিনের ছেলেও তার সংমার কাছ থেকে পায় না।

চেয়ে কম নয়।

পাহাড়ি এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পনাবিদদের যে দূরদর্শিতা থাকা দরকার, তা লক্ষ করা যায়নি গত চার দশকে। আশির দশক থেকে পাহাড়ি এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণে ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয়নি। রাস্তাঘাট বানাতে গিয়ে পাহাড়ের কার্শি কাটা হয়। তাতে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়ে যায়। সরেজমিনে দেখে আমাদের মতো অনভিজ্ঞ লোকেরও ধারণা হয়, সড়ক নির্মাণে পাহাড়ের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।

সাধারণত সড়কের পাশেই মানুষ গৃহ নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করে। বসতি স্থাপন করতে গিয়ে যথেষ্ট অনাচার হয় পাহাড়ের প্রতি। দরিদ্র সহায়-সম্বলহীন মানুষদের থেকে সচেতনতা আশা করা যায় না। পাহাড়ে গর্ত করে মাটি চুরি করা হয়। মাটি চোরদের ঠেকানোর কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। স্থানীয় প্রশাসন তো কিছুই করে না, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদেরও ওসব ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই। তাঁরা ব্যস্ত প্রকল্পের বরাদ্দ প্রভৃতি নিয়ে।

রিলিফ চোর আগেও ছিল, এখনো আছে। বরং সংখ্যায় বেড়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ হয়েছে বনের কাঠ চোর, নদীর বালু চোর, পাহাড়ের মাটি চোর প্রভৃতি। প্রশাসনের ঘুষখোর আর বিভিন্ন ঘরানার চোর যখন হাত মেলায়, তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রয়োজন হয় না। মানবসৃষ্ট দুর্যোগ তখন মানুষের ক্ষতি করবেই।

বাংলাদেশ ধনী দেশ হতে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে সে ধাবিত উর্ধ্বশ্বাসে। বাংলায় এখন আর ছিঁচকে চোর নেই বললেই চলে। সিঁদেল চোরের প্রজাতিটিও বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু জাতীয় সম্পদ চোরের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে ব্যাপকভাবে।

ভেনেজুয়েলা, মরক্কো বা গুয়াতেমালার পাহাড়ধস আর বঙ্গীয় পাহাড়ধসের পার্থক্য পর্বতসমান। ভূমিকম্পেও পাহাড়-পর্বতধস হয়। তাতে মানুষের দোষ নেই। কিন্তু যে দেশে পাহাড়ে গাছপালা ও মাটি কেটে সাবাড় করা হয়, সেখানকার পাহাড়ধসের জন্য দায়ী বিধাতাও নন, পাহাড়ও নয়। জনমানবহীন দুর্গম এলাকায় কেন পাহাড়ধস হয় না। লোকালয়ের নিকটবর্তী পাহাড়ই কেন ভেঙে পড়ে ঘুমন্ত মানুষের ওপর?

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তার ব্যবস্থাপনায় আমরা অনেকটা সক্ষমতা অর্জন করেছি। সেনাবাহিনীর সদস্যরা জীবন দিয়ে ওই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণকাজ চালান। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ঠেকানোর ক্ষমতা মানুষের নেই, তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা মানুষের সাধ্যের মধ্যে। আমাদের পাহাড়ধসকে ষোলো আনা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা যায় না। এটা আমাদের পাপের শাস্তি। এবারের পাহাড়ধসে উদ্ধার অভিযান চালাতে গিয়ে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যদের যে প্রাণহানি ঘটেছে, তা নতুন বিপদ। সুতরাং বড় বিপর্যয় রোধ করতে হলে পাহাড়ে মানবিক অনাচার বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

পাহাড় রক্ষায় পরিবেশকর্মীরা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে আলোচনা করেছেন, প্রখর রৌদ্রে ও প্রবল বর্ষণের মধ্যে রাস্তায় মানববন্ধন করেছেন, প্রশাসনের পায়ে ধরেছেন, কোনো কাজ হয়নি। তা যদি হতো তাহলে এক দশকে এক হাজার মানুষ বেঘোরে প্রাণ দিত না।

চুরি সম্ভব হতো না।

পাহাড়কে মানুষ আগে আঘাত হেনেছে, তারপর প্রতিশোধ নিতে পাহাড় আঘাত করেছে মানুষকে। বেআইনিভাবে যথেষ্ট পাহাড়ের মাটি কাটা রোধ করা যায় না, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পাহাড়ের গাছপালা কেটে সাবাড় করছে যারা, তাদের শায়স্তা করার ক্ষমতা ও দক্ষতা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নেই, তা অবিশ্বাস্য; বিশেষ করে সেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, যা হাজার হাজার বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীর কোমরে দড়ি বেঁধে শ্রীঘরে ঢোকাতে সক্ষম। ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ধসে ১২৭ জন নিহত হওয়ার পর সরকার গঠন করে 'পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটি'। পরিবেশবাদীদের পরামর্শ সরকার শুনতে বাধ্য নয়, কিন্তু উচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়ন সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। পরিবেশবাদীদের আরজির পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট পাহাড় কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু তা কার্যকর করতে পারেনি প্রশাসন। মনে হয়

পরিবেশবাদীরা যে সরকারের শত্রু নন, সরকারকে সহায়তাকারী কর্মী মাত্র, তা বোঝার মতো বোধ নীতিনির্ধারণকদের আছে বলে মনে করার কারণ নেই। তা যে নেই, তার প্রমাণ রামপাল কয়লাভিত্তিক সুন্দরবনের নিয়তি যা-ই হোক, আমরা বিদ্যুৎ চাই।

পাহাড় ও বনভূমি সব শ্রেণির মানুষের কাছে নিরাপদ নয়। পাহাড়-বনভূমি রক্ষা করতে পারে তারাই, যারা পাহাড় ও বনভূমির মর্ম বোঝে। তারাই বোঝে হাজার বছর ধরে যাদের জীবন পাহাড়ের প্রাকৃতিক জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত। যারা পাহাড় চেনে, পাহাড় যাদের চেনে। সমতলের অচেনা মানুষ পাহাড়ে গিয়ে অনাচার শুরু করলে পাহাড়ের পক্ষে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। এবার পাহাড়গুলোতে যা ঘটেছে, তাকে শ্রেফ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বললে অসত্য বলা হয়। পাহাড়কে নিরপরাধ বলব না, কিন্তু তার অপরাধের পরিমাণ যা, আমাদের অপরাধ তার

সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।



অটোমেক এর পক্ষ থেকে আমাদের সকল গ্রাহক  
শুভাকাজী ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই

# ঈদ মোবারক

ঈদ আমাদের জীবনে নিয়ে আসুক  
অনাবিল আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধি।

ঈদুল ফিতর আমাদেরকে ভ্রাতৃত্বের  
বন্ধনে আবদ্ধ করুক

## জুয়েল আসুক

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অটোমেক এক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট

**AUTOMEC**  
VEHICLE MANAGEMENT



# গান্ধি ক্যাশ এন্ড কারি

দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত এশিয়ান কমিউনিটির সেবায় নিবেদিত

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা

Tel: 020 8593 2286 / 020 7537 6001

Open: Mon-Sat: 9am - 6.30pm Sun: 10am - 5pm

[www.gandhiorientalfoods.co.uk](http://www.gandhiorientalfoods.co.uk)

আমাদের তিনটি ক্যাশ এন্ড কারি

## GANDHI CASH & CARRY

Ripple Road  
GOF House, Unit 5,  
A13 Approach (Rima House)  
Ripple Road, Barking,  
Essex IG11 0RG

Thomas Road  
GOF House  
42-44 Thomas Road  
London E14 7BJ

Mile End Road  
Gandhi Cash & Carry  
231/233 Mile End Road  
London E1 4AA

We accept major debt/credit cards



মাছ-মাংস,  
শাক-শব্জি, চাউল,  
তেল, মসলাসহ  
পরিবারের  
প্রয়োজনীয় সকল  
পণ্য সামগ্রী





# বায়তুস-সালাম মসজিদ

## নির্মাণকাজ চলছে, নিজেকে সম্পৃক্ত করুন

বায়তুস-সালাম মসজিদ মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের বাদে ভাটাউছি গ্রামে নির্মাণাধীন একটি মসজিদ। এই গ্রামে কাছাকাছি কোনো মসজিদ না থাকায় গ্রামবাসীকে অনেকদূর হেঁটে যেতে হয়। মসজিদটি প্রতিষ্ঠা হলে গ্রামবাসী পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে নামাজ পড়ার সুযোগ পাবেন।

মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ করতে কমপক্ষে ৩০ লক্ষ টাকা দরকার। গ্রামে বিত্তবান মানুষের সংখ্যা একেবারে কম হওয়ায় লন্ডন প্রবাসী দানশীল ব্যক্তিবর্গের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।

আপনি তিনটি ক্যাটাগরিতে দান করে মসজিদের সাথে কেয়ামত পর্যন্ত নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিতে পারেন। আপনার নিজের নামে, পিতা-মাতা বা যেকোনো আপনজনের নামে দান করতে পারেন। যারা দান করবেন তাঁদের নাম মসজিদের লাইব্রেরী রুমে একটি বোর্ডে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে।

এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি গ্রামের মসজিদ হলেও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক সুবিধা-সুবিধা রেখে নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মসজিদটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের নামাজের সুব্যবস্থা থাকবে। থাকবে একটি লাইব্রেরী রুম। যেখানে গ্রামের তরুণ সমাজ ও বয়স্ক পুরুষ-মহিলাদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।



“

দু'চোখ বন্ধ হলেই আমাদের গন্তব্য হবে সাড়ে তিন হাত মাটির বিছানা। শূন্য হাতে এসেছি, ফিরতেও হবে শূন্য হাতে। দুনিয়ার জীবনের অটেল ধন-সম্পদ, বিলাসবহুল ঘরবাড়ি কিছুই আমাদের সাথে যাবে না। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত করেই জানি, মসজিদ-মাদ্রাসায় সাদকায়ে জারিয়া দিয়ে গেলে কবরে বসে এর সওয়াব পেতে থাকবো কেয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুনিয়ার সদকার বিনিময়ে পরকালে মাফ করে দিতে পারেন। ”

### আপনি যেভাবে শরীক হবেন

- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ১ লক্ষ টাকা
- আজীবন সদস্য ৫০ হাজার টাকা
- দাতা সদস্য ২৫ হাজার টাকা

“

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মসজিদ নির্মাণ করলো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (বোখারী -৪৩৯)  
তাহলে আমরা কি চাইব না-পরকালে আমাদের একটি ঘর হোক। যে ঘরটিতে আমরা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবো। ”

## সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

Account Name: Baitus Salaam Mosque

Account No : 5818001005902

Bank Name: Sonali Bank

Branch: Shahbaz Pur, Barlekha, Moulvi Bazar

(London Spoke person: 07940 782 876)





## বিশ্বনাথ এইড ইউকের উদ্যোগে সংবর্ধনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বিশ্বনাথ এইড ইউকের সহ সভাপতি ও টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলার আয়াস মিয়ান সম্মানে সংবর্ধনা ও এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

হিসেবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আবুল কালাম আজাদ, বিশ্বনাথ ইউনিয়ন

সম্পাদক নজরুল ইসলাম, ব্যবসায়ী গোলজার আহমদ খান, এমদাদুর রহমান, ইছহাক আলী, মাদানী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক হাফিজ হোসেন আহমদ, দশঘর প্রগতি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মনির আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আখলাকুর রহমান, কামাল উদ্দিন, বিশ্বনাথ স্পোর্টিং ট্রাস্টের সভাপতি দুদু মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মদরিছ আলী মফজ্জুল, কবি শাহ সোহেল, বিশ্বনাথ এইড এর লাইফ মেম্বর আকলুছ মিয়া, কদর আলী, মদরিছ আলী মফজ্জুল, দৌলত হোসেন, তৈয়বুর রহমান, আব্দুস ছোবহান, আজির উদ্দিন, মাওলানা নাছির উদ্দিন, কমিউনিটি নেতা হামদু মিয়া, আব্দুল হামিদ, শেখ মোদাফির হোসেন মধু, আবুল হোসেন, হাবিবুর রহমান, আমির উদ্দিন, যুব নেতা আফজাল হোসেন, হাবিবুর রহমান, জামিল খান, হেভেন খান, বিশ্বনাথ স্যোশাল ডেভেলপমেন্ট এর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, সহ সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম। সভায় বক্তারা বিশ্বনাথ এইড ইউকের উদ্যোগে বিভিন্ন জনহিতকর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ট্রেজারার জাকির হোসেন কয়েছ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত রফি, সাবেক ট্রেজারার মোহাম্মদ ছোবহান, ট্রাস্টি ফারুক মিয়া মিয়া প্রমুখ। শেষে সুনামগঞ্জের বন্যা দুর্গতদের সাহায্যার্থে ফান্ড রেইজ করা হয়। এতে প্রায় ১ হাজার পাউন্ডের তাৎক্ষণিক প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## সিলেট সদর এসোসিয়েশন উত্তরের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত



যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেট সদর উপজেলার উত্তর অংশের বাসিন্দাদের নিয়ে নবগঠিত 'সিলেট সদর এসোসিয়েশন উত্তর' এর উদ্যোগে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ জুন সোমবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের আহ্বায়ক ফয়জুর রহমান লস্করের সভাপতিত্বে এবং সাবেক কাউন্সিলার ও মেয়র

সেলিম উল্লাহর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে বক্তব্য রাখেন মোঃ আব্দুস সাত্তার, দিলাল মিয়া চৌধুরী, ফারিস আহমদ, শাহিদ আহমদ জয়াদ, নূরুল ইসলাম, সেলিম খান প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং প্রবাসে এলাকার বাসিন্দাদের সাথে সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে এই সংগঠন কাজ করে যাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



হয়েছে। ৭ জুন বুধবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি মিছবাহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসনাতের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে নব-নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকারকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ এইড ইউকের সাবেক সভাপতি খালেদ খান, সহ সভাপতি আব্দুর রহিম রঞ্জু ও ট্রাস্টি বখতিয়ার খান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্রিটেনে প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশী এমপি রুশনারা আলী। বিশেষ অতিথি

ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, বিবিসিসিআই এর ডাইরেক্টর মনির আহমদ, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের ট্রেজারার আজম খান, বাংলাদেশী স্কুল গভর্নর এর সভাপতি শাহনুর খান, শাহজালাল ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর ড. মুজিবুর রহমান, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, কমিউনিটি নেতা আফছুর মিয়া ছোট মিয়া, সাংবাদিক রহমত আলী, আব্দুল হান্নান, মোঃ ছোবহান বারী, আইনজীবী ওয়াহিদ আলী, বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান গৌছ খান, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সাধারণ

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

**দেশ**

সত্য বলতে আপনাকে

বুটেনজুড়ে

প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে

সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গোসারী শপে

**WE BOOK UMRAH FULL PACKAGE**

TICKET ● HOTEL 3-5 STARS ● VISA ● TRANSPORT  
EXPERIENCED MUALLIM TOUR GUIDE AROUND MECCA AND MADINA

TAKING BOOKINGS FOR UMRAH  
SPECIAL OFFER FOR ADVANCED BOOKINGS

**ZAM ZAM TRAVELS**  
MONEY TRANSFER AND CARGO

388 GREEN STREET, LONDON, E13 9AP

0208 470 1155

zamzamtravelsuk@gmail.com

## READY FLAT FOR SELL IN SYLHAT CITY

### সিলেট শহরে রেডি ফ্ল্যাট বিক্রি

সিলেট শহরের এমসি কলেজের কাছে মেজর টিলা বাজার সংলগ্ন প্যারাগন প্রোপার্টির গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি রেডি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। ক্যাশ বায়ারকে সাথে সাথে সমজে দেয়া হবে। এখন মাসে ভালো ভাড়া মিলছে।



#### বৈশিষ্ট্য:

- ১) নিচ তলায় ২২শ স্কোয়ার ফিট-এমন সাইজে পাওয়া কঠিন
- ২) সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ দৃষ্টি নন্দন ডিজাইন
- ৩) সুন্দর পরিবেশের পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্প-রয়েছে নিজস্ব পার্ক এবং খোলামেলা জায়গা-সিলেট শহরে এমনটি খুব বেশী নেই
- ৪) কার পার্কিংসহ বিক্রি হবে
- ৫) ক্রেতাকে সাথে সাথে ভূমির মালিকানা সহ দলিল করে দেয়া হবে

#### Flat 2200.sq ft - 4 bedroom

- 1 sitting
- 1 Daining
- 1 kitchen
- 1 store
- 3 baranda
- 1 servent room
- 4 bath
- car parking
- Ground floor flat

If you really INTERESTED plz Contact:

London, Mohammed Jubair:  
07944792624 (if needed pass text)  
Sylhet, Mesbahul islam Ch-0088  
01711363130

ফ্ল্যাট-এ যা আছে:  
২২শ স্কোয়ার ফিট  
৪ বেড, ১ সিটিং, ১ ডায়নিং, ১ কিচেন,  
১ স্টোর, ৩ বারান্দা, ৪ বাথ, ১এক্সট্রা  
রুম, কার পার্কিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর



## হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র নতুন কমিটি ঘোষণা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত



হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সভা গত ১১ জুন রোববার পূর্ব লন্ডনের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি এমএ আজিজের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুকিত চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ওয়াহিদ সিরাজী। সভায় সংগঠনের সভাপতি এমএ আজিজ ইফতার মাহফিল ও সভায় আগত সকল সদস্য ও অতিথিদের স্বাগত জানান এবং অতীতে যেভাবে সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করেছেন একইভাবে হবিগঞ্জের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভবিষ্যতেও সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সাধারণ সম্পাদক মুকিত চৌধুরী বিগত বছরগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন। সভার সভাপতি চলতি কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনকল্পে গঠিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটির প্রধান ক্যামডেন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র ওমর ফারুক আনসারীর কাছে দায়িত্ব অর্পন করেন। ইফতার পূর্বে সাব-কমিটি প্রধান ওমর ফারুক

আনসারীসহ কমিটির সদস্য গাজীউর রহমান গাজী, এমএ আওয়াল ও সামসুদ্দিন আহম্মদ নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেন। এসময় সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে উদার মনোভাব নিয়ে আগামী দুই বছর ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। বিগত কমিটিতে সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়া তথা গ্লোবাল হবিগঞ্জবাসীর সংগঠনে পরিনত করা এবং আর্থ-মানবতার সেবায় নিরলসভাবে অব্যাহত ভূমিকা রাখার জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সমাজসেবক এম এ আজিজকে সভাপতি, মুকিত চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক, সামসুদ্দিন আহম্মদকে কোষাধ্যক্ষ এবং আলাউর রহমান অলিকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে আগামী দুই বছরের জন্য ৬১ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মোখলেছুর রহমান চৌধুরী, ব্যারিস্টার এনামুল হক, ব্যারিস্টার মাহমুদুল হক, ব্যারিস্টার আশরাফুল আলম চৌধুরী, শহীদুল আলম চৌধুরী বাচ্চু, নূরউদ্দিন বুলবুল, কামাল চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মোমিন আলী, জুবায়ের আহমেদ, মোঃ ইকবাল ফজলু, জালাল আহমেদ, মোঃ মাসুক মিয়া,

মোঃ গিয়াস উদ্দীন, অলিউর রহমান শাহীন, মারুফ চৌধুরী, মোঃ ফজিলত আলী খান, দেলোয়ার হোসেন হীরু, মোঃ লিয়াকত চৌধুরী, দেওয়ান সৈয়দ শাহনেওয়াজ, দেওয়ান হাবীব চৌধুরী, সৈয়দ মোস্তাক আহমেদ, বাকী বিল্লাহ জালাল, শাহরিয়ার ফেরদাউস, দেওয়ান আব্দুর রব মোর্শেদ, খায়রুজ্জামান জাহাঙ্গীর, নিজাম উদ্দিন লিঙ্কন, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ সফর আলী, মোঃ আবু তাহের সজল, আফজাল খান, এ্যাকাউন্টেন্ট ইমরুল হোসেন, মোঃ আল আমিন মিয়া, মোঃ তাজুদ্দিন, কাজী তাজ উদ্দীন আকমল, মোঃ সোহেল আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে পবিত্র মাহে রমজানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা এবং নবগঠিত কার্যকরী কমিটির সফলতা কামনা করে মাওলানা ওয়াহিদ সিরাজীর পরিচালনায় বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মেয়র জন বিগসের শুভেচ্ছা

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র জন বিগস পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সবাইকে বিশেষ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি এই শুভেচ্ছা জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই দিনটি আসে দীর্ঘ এক মাস রমজান পালনের পর। এজন্য এর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই মাস থেকে আমরা চ্যারেটি এবং সংখ্যমের শিক্ষা নেই। আশা করি এর শিক্ষা আমাদের জীবনকে মহিমাম্বিত করবে। এছাড়া ঈদ আমাদেরকে পরিবার এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে মিলিত হবার সুযোগও এনে দেয়। তাই আমাদের বারায়



বসবাসকারী সকলের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করি। সবাইকে আবাবারো ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## চরমহল্লা ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

ছাতক উপজেলা চরমহল্লা ইউনিয়নের যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের সংগঠন চরমহল্লা ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে সংগঠনের সভাপতি নজরুল ইসলাম (মাসুক) এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রাজু মিয়া পরিচালনায় গত ১২ জুন স্পিটাল ফিল্ড কমিউনিটি সেন্টারে এক দোয়া ও ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়। উক্ত মাহফিলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সংগঠনের উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার ফজলুল হক ও সংগঠনের সদস্য রশিদ মিয়ায় জন্য মহান রাবুল আল আমিনের নিকট তাঁর রোগ মুক্তির জন্য দোয়া কামনা করা হয়। উক্ত



সংগঠনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত মাহফিলে বক্তব্য রাখেন মাহবিব আলী, নূরুল আলম, আতিকুর

রহমান, জয়নাল আবেদীন, আব্দুল হাই, জমিদ উদ্দিন, মুশাহিদ আলম, শামিম আলম, রাজা মিয়া, আবুল খয়ের নাছির উদ্দিন, কাশান মিয়া, আজিজুর রহমান সহ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)  
Direct: 0207 702 7460

Open  
7 days  
a week  
10am-8pm

### TRAVEL SERVICES

- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

### CARGO SERVICES

- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি



বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং  
ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা  
করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell  
BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD  
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063  
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ  
বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার  
ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে  
আমরা সহযোগিতা করি।

STP is-04-cont

## S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERSION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE



No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY  
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE  
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL



Mob 07863 289758  
07985 262 696  
Email:  
s-m-building  
@hotmail.com

সুখবর

সুখবর

সুখবর

মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের চ্যারিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারণের সুবিধার্থে  
মুসলীম ম্যারিজ সাটিফিকেট এবং ডিভোর্স সাটিফিকেট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।  
Good News: We arrange Marriage Certificate & Divorce Certificate

ব্যবস্থাপনায়- মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে



বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)  
M: 07949 872 154, 07484 639 461

চেয়ারম্যান- মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল - জামেয়া  
ইসলামিয়া মদীনা তুল উলুম মাদ্রাসা, নয়া নম্বহাটি- ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।  
(সাবেক) ইমাম ও খতীব - লাইম হাইস জামে মসজিদ, লন্ডন

ফোন: 07533 412 951, Email: shamsul1977@hotmail.co.uk  
170 Cannon Street, London E1 2LH



মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

STP is-50-07



# মৌলভীবাজার ক্রিকেট ক্লাব লন্ডনের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

# বিএনপি নেতা মাহবুব কাদির মিলনের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও ইফতার মাহফিল



গত ১২ জুন সোমবার মৌলভীবাজার ক্রিকেট ক্লাব লন্ডন এর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও নতুন কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নব-গঠিত কমিটির সভাপতি নাসির আহমেদ শাহীনের সভাপতিত্বে ও আবদুল আলীম সিপন ও সায়েম আহমেদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা রাজনীতিবিদ মাহিদুর রহমান, সাংবাদিক কটনিতিক মুশফিকুল ফজল আনছারী, বিশিষ্ট আইনজীবী

গিয়াস উদ্দীন রিমন, তরুণ সংগঠক রাজনীতিবিদ নাসিম আহমেদ চৌধুরী, দেওয়ান মোকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ ও সোয়ালিহীন করীম চৌধুরী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বদরুল আলম, সৈয়দ করিম ছায়েম, আব্দুল আলিম সিপন, রাসেল আহমদ, রাহাত কাদির, রিনকু হুসাইন, খোকন মিয়া, সুহাগ আহমদ, রাজাক আহমদ, মাসুম আহমদ, রুবেল আহমদ, ক্লাবের নতুন কমিটি মধ্যে সভাপতি নাসির আহমদ সাহিন, সহ-সভাপতি বদরুল আলম, সাধারণ সম্পাদক

সৈয়দ করিম ছায়েম, টিম ম্যানেজার আব্দুল আলিম সিপন, টিম ক্যাপ্টেন রাহাত কাদির, সহ অধিনায়ক রিংকু হুসাইন, টিম ম্যানেজার খোকন মিয়া, সুহাগ আহমদ প্রমুখ। উল্লেখ্য, 'মৌলভীবাজার ক্রিকেট ক্লাব লন্ডন' ইউকে বিভিন্ন শহরে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সভায় মৌলভীবাজার ক্রিকেট ক্লাবের উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেট সদর দক্ষিণ সুরমা বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে গত ১৫ জুন বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে যুক্তরাজ্য বিএনপি'র কার্যনির্বাহী সিনিয়র সদস্য, সিলেট জেলা ছাত্রদলের সংগঠনী নেতা, দক্ষিণ সুরমা উপজেলার কৃতী সন্তান, মাহবুব আলী খান স্মৃতি সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক মরহুম মাহবুব কাদির মিলনের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডন মহানগর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক, সিলেট সদর দক্ষিণ যুবদলের সাবেক সভাপতি আবেদ রাজার সভাপতিত্বে ও লন্ডন মহানগর বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক, সাবেক যুবদল নেতা খালেদ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার এম এ সালাম, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মুজিবুর রহমান মুজিব, যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সহ-সভাপতি এম লুৎফ রহমান, মোঃ গোলাম রাব্বানি, সাবেক সহ-সভাপতি শাহ আক্তার হোসেন টুটুল, জাবি ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি পারভেজ মলিন্দাক, যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম-সম্পাদক সহিদুল ইসলাম মামুন, যুগ্ম-সম্পাদক কামাল উদ্দিন, যুক্তরাজ্য বিএনপি'র

সিনিয়র সদস্য আলহাজ্ব সাদিক মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান মাহতাব, আতিকুর রহমান চৌধুরী পাণ্ডু, সাংগঠনিক সম্পাদক খসরুজামান খসরু, ইফতার মাহফিলে সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সহ দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ, সহ ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সরফরাজ আহমেদ সরফু, যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সদস্য দক্ষিণ সুরমা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আমিনুর রহমান আকরাম, কামাল চৌধুরী, হাবিবুর রহমান, তরিকুর রশিদ চৌধুরী শওকত, নিউহ্যাম বিএনপি'র সভাপতি মুস্তাক আহমদ, ইফতার মাহফিলে সাধারণ সম্পাদক এস এ লিটন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোয়ালোহীন করিম চৌধুরী, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আফজল হোসেন, যুক্তরাজ্য যুবদল নেতা দেওয়ান আব্দুল বাছিত, আবদুল হক রাজ, মুস্তাক আহমেদ, রাজিব আহমদ, নাছিম আহমদ, শাহজাহান হোসেন সেনাজ, শেখ কামাল উদ্দিন তারেক, ওবায়দুল হক চৌধুরী এমাদ, জাকির হোসেন খান, শেখ মনছুর আহমদ, সাহেল শাহ, তুহিন মোল্লা, কাওছার আহমদ, মিসবাহ উদ্দিন, শাহ উস্তাক আহমদ, শেখ মুস্তাফিজুর রহমান মতি, মুজাহিদ আলী সুমন, সহিদুল ইসলাম সুয়েদ, মোশারফ হোসেন, শাহজান আহমদ, মোশারফ আহমদ, হাসান জাহেদ, রেজানুর রহমান চৌধুরী রাজু ও সাকিব আহমদ প্রমুখ। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলায়াত করেন লন্ডন মহানগর বিএনপি'র দপ্তর সম্পাদক নজরুল ইসলাম মাসুম এবং দোয়া পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সাবেক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক নেতা মাওলানা



## বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

**Instant Cash Service**

ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক  
পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক  
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক  
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক

বারাকাহ সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা  
রাত ৮টা পর্যন্ত ইন্সট্যান্ট ক্যাশ সার্ভিস

**SEND MONEY TO BANGLADESH EVERY DAY 10AM TO 8PM**

**Whitechapel**  
131 Whitechapel Road  
London E1 1DT, 020 7247 2119  
(Opposite East London Masjid)

**Manor Park**  
425 High St North Manor Park  
London E12 6TL, 020 8552 6067  
(Opposite Baitur Rahman Masjid)

প্রতি মুহুর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত  
তথ্য জানতে লগ্ন অন করুন  
[www.barakah.info](http://www.barakah.info)

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির  
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

**Taka Rate Line : 020 7247 0800**

SPECIALIST IN IMMIGRATION LAW



**WHITE HORSE**  
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC

MD LIAQUAT SARKER  
(LLB Hons)

**Specialist in Immigration LAW**

**OUR SERVICES**

<p><b>IMMIGRATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Family visit Visa</li> <li>Spouse visa, fiancée,</li> <li>Student Visas</li> <li>All Points Based Routes Power of Attorney</li> <li>British nationality</li> <li>Deportation and Removal matters</li> <li>Bail applications</li> <li>Asylum</li> <li>Human Rights</li> <li>Appeal &amp; Judicial Review</li> <li>Application for regularising status &amp;</li> <li>All EU Immigration matters.</li> </ul>	<p><b>OTHER AREAS OF LAW</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Notarial Services</li> <li>Family</li> <li>Company Law</li> <li>Business law</li> <li>Civil Litigation</li> <li>Personal Injury</li> <li>Islamic will &amp;</li> <li>All EU Immigration matters.</li> <li>Property &amp; Housing Disrepair</li> </ul>
---	---

96 White Horse Lane, London E1 4LR m : 07919 485 316  
Email: info@whitehorselaw.com t : 020 7118 1778  
Web: www.whitehorselaw.com f : 0207681 3223

Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.  
Principal Solicitor: Muhammad Karim



## দশঘর ইউনিয়ন প্রগতি ট্রাস্টের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর ইউনিয়নের প্রবাসীদের নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দশঘর ইউনিয়ন প্রগতি ট্রাস্টের ইফতার ও দোয়া মাহফিল সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৪ জুন বুধবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি সাইদুল ইসলাম নানুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মনির আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার মুজিবুর রহমান মধু মিয়া, সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মুকিত, নেছাওর আলী, ফাউন্ডার ট্রাস্টি মহবুব হোসেন, গিয়াস উদ্দিন, ফাউন্ডার সেক্রেটারি আফর মিয়া ছোট মিয়া, সাবেক উপদেষ্টা কয়ছর আলী, ট্রাস্টি আব্দুল হক হাবিব, সাবেক সেক্রেটারি



আখলাকুর রহমান, আনর মিয়া শাহজাহান, কামাল উদ্দিন আহমদ, সাবেক ট্রেজারার আব্দুস শহিদ হারুন, ইসি মেঘার সুবান আলী বারী, তানভীর আহমদ, আব্দুল তাহিদ,

শরফরাজ খান চপল, সেলিম আহমদ, ট্রাস্টি নেছার আলী লিলু, ফারুক মিয়া, হামদু মিয়া সাদিক আলী, আলী আহমদ, তোফায়েল, রফিকুল ইসলাম, তাজ উদ্দিন, নেয়ার আলী,

ময়নুল ইসলাম, আব্দুল আহাদ, এমদাদুল হক সিকদার, আব্দুল হামিদ, হুমায়ুন কবির, আতাউর রহমান। এছাড়া অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মদকবির হোসেন, মানিক মিয়া, রাজন, রিপন, জয়নুল হক, লাকি মিয়া, আসুর মিয়া, এমডি সাজিদ, আব্দুল মতিন ও আমির উদ্দিন প্রমুখ। আলোচনা সভার সমাপনী বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি সাইদুল ইসলাম নানু সংগঠনের উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি সংগঠনের মরহুম ট্রাস্টিবৃন্দের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। শেষ পর্যায়ে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## HiQ Builders

(All kind of building works undertaken with guarantee)

ব্রিক এন্ড ব্লক ওয়ার্কস,  
প্লাস্টারিং এন্ড স্কিমিং,  
বাথরুম, কিচেন, ফিটিং,  
টাইলিং, পেইন্টিং,  
ডেকোরেটিং,  
প্লাস্ট্রিং এবং  
গার্ডেনিং এর কাজ করে থাকি।



আজই যোগাযোগ করুন:

মোবাইল: 07951 728 788

FREE ESTIMATES

(WD: 24-31)

## ওয়েডিং হলের শেয়ার বিক্রি

পূর্ব লন্ডনে একটি ওয়েডিং হলের শেয়ার বিক্রি হবে। ব্যবসা ভাল। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact :

Mob - 07404 372 518

20-22

# OFFICE UNITS TO LET Whitechapel Market £100 to 150 weekly

07939131131 / [info@oliverstern.co.uk](mailto:info@oliverstern.co.uk)

Ground Floor Units Available at 234 Whitechapel Road London E1

# OLIVER STERN

(WD:19-22)

## HARIS BUILDERS

যোগাযোগঃ এম হারিছ আলী  
Mob : 07946 028 893

- Extension ■ Plumbing ■ Tiling
- Loft Conversions.
- Kitchen Fittings
- Major Redecorating
- Restaurant Decorating

(12-cot.



## কাজের লোক আবশ্যিক

পূর্ব লন্ডনের ডেগেনহ্যামে একটি ব্যস্ত ফ্রাইড চিকেন শপের জন্য একজন অভিজ্ঞ কাজের লোক আবশ্যিক। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07984 425 612

(WD: 24-27)

## A plot of Land on Sale in Amersham area

Size of the plot is  
0.133acr, 5778sft

Please Call on 07504 321 442

## প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

**আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি**

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ট্রোক, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরনের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।



**Dr. Mizanur Rahman**  
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD

**Secretary**  
British Bangladesh Traditional  
Dr. Association in The UK



**Dr. Ahmed Hossain**  
MA, D.Hom(England)

**Chairman**  
British Bangladesh Traditional  
Dr. Association in The UK

271a Whitechapel Road  
(2nd Floor, Room G)  
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424  
Mob : 07723 706 996  
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

[www.homoeoherbal.co.uk](http://www.homoeoherbal.co.uk)

খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।



## ইতালীয়ান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের বার্ষিক ইফতার মাহফিল



ইতালীয়ান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র বার্ষিক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ জুন রোববার ইস্ট লন্ডনের বার্কিং রিপ্রে সেন্টারে ইফতার মাহফিলে গ্রিনফেল টাওয়ার ট্রাজেডির জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং বিশ্ব মুসলিম শান্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। ইফতার মাহফিল পূর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ সেলিম চৌধুরী। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক রেজাউল করিম মুধার পরিচালনায় পবিত্র কুরআন থেকে

তেলাওয়াত করেন মোঃ রুহুল আমিন। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্কিং এন্ড ডেগেনহ্যাম এর মেয়র আব্দুল আজিজ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল কুরআন একাডেমী লন্ডনের চেয়ারম্যান ড. হাফিজ মুনির উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিএলএ মেম্বর উনোশ দেশাই, ডেপুটি লিডার কাউন্সিলর সাইমা আশরাফ, কাউন্সিলর ডারেরন রডওয়েল, কাউন্সিলর ফারুক আহমেদ, লেবার লিডার ফয়জুর

রহমান, গোলাম মাওলা টিপু, শাহগীর বক্তা ফারুক ও সৈয়দ ফিরোজা গনি। সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা হাবিবুর রায়হান শহীদ, মোঃ জাকির হোসেন সিনিয়ার সহ-সভাপতি, মোঃ আবু নোমান সহ-সভাপতি, মোঃ মফিজ উদ্দিন- সাংগঠনিক সম্পাদক। ইফতার মাহফিলে ইতালীয়ান বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সকল কর্মকর্তা তাদের নিজ নিজ দায়িত্বে হোম মেইড ইফতারি নিয়ে আসেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## নরসিংদী ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিল



নরসিংদী ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র বার্ষিক ইফতার মাহফিল ক্রয়ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি ছিলেন আশরাফ সিদ্দিকী। পরিচালনা করেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আহমেদ। বক্তব্য রাখেন সভাপতি আবদুল মান্নান, সিনিয়ার সহসভাপতি জাহাঙ্গীর হায়দার। ইফতার মাহফিলে আরো উপস্থিত

ছিলেন জনাব আরিফুল ইসলাম ভূইয়া, জনাব সৈয়দ নুরজ্জামান, জনাব আবদুল মান্নান, শাহীন খান, মুস্তাফিজুর খন্দকার, মানিক মিয়া, আব্দুর রহিম ছাবি, অঞ্জন পাল, আবদুল্লাহ আল মানজিল, আবুল কালাম, কামাল হোসেন, আফাজ উদ্দিন, মোঃ খোকন, মাহবুবুল হাসান শাহাব, মোঃ শরীফ রানা, আশরাফ হোসেন, হিমেল, মোঃ শরীফ মিয়া, মোঃ ভূইয়া, হেলাল টালুকদার, মোঃ রমিজ উদ্দিন,

রায়হান আলম, সনেট ভূইয়া, আলমগীর চৌধুরী, খাইরুল বাশার সাজ, মোঃ ফারুক, বরকত আলী, মোঃ আবু সাঈদ, ইফদেখার আহমেদ, জিলানী ভূইয়া, আবদুল মোমেন ভূইয়া, মোঃ বদরুল হক, সাইদ মিয়া, বালক মোল্লা, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ রিপন মিয়া, মুরাদ হোসেন, শরীফুল হাসান, আমিন আকবর আবিব, পায়েল খন্দকার, আশরাফুল হক সহ আরো অনেকে। - সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## সুন্দরবন ফাউন্ডেশন ইউকে'র উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত



সুন্দরবন ফাউন্ডেশন ইউকে'র উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটস্ট্র একটি হলে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আবু সুফিয়ানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন আবুল আউয়াল তারেক। ইফতার মাহফিলে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটস এর স্পিকার কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার, চ্যানেল আই ইউরোপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রেজা আহমেদ ফয়সল চৌধুরী সোয়েব, জেএমজি কার্গোর চেয়ারম্যান এবং ফাউন্ডেশনের চিফ অ্যাডভাইজর মোঃ মনির আহমেদ, মাহবুব এন্ড কোঃ এর প্রিন্সিপাল এবং ফাউন্ডেশনের অ্যাডভাইজর মোঃ মাহবুব মোরশেদ,

বন্দর বাজার ক্যাশ এন্ড কারির প্রোপাইটার মোঃ নজরুল হক, সিটি লর্ড এর প্রোপাইটার এবং ফাউন্ডেশনের অ্যাডভাইজর মোঃ হাসান রানা, ব্যারিস্টার নজির আহমেদ, একাউন্টেন্ট আসাবুল হোসেন, নুরে মদিনা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা শফিকুর রহমান বিপ্লবী, ব্যারিস্টার মুহিত খান, শাপলা সিটির শেখ মুহিতুর রহমান বাবুল এবং জাহাঙ্গীর আলম, লাষ্ট মিনিট ডক কম এর সিইও সিপার আহমেদ, প্রিন্ট আর্ট ফর ইউ এর সিইও আফাজুর রহমান, থ্রিমিয়ার প্রপার্টিজ এর চেয়ারম্যান মামুন চৌধুরী প্রমুখ। ইফতার মাহফিলে সুন্দরবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জেএমজি এবং মাহবুব এন্ড কোঃ গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## যুক্তরাজ্য জাতীয় পার্টির ইফতার ও দোয়া মাহফিল

জাতীয় পার্টি যুক্তরাজ্য ও লন্ডন শাখার উদ্যোগে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ জুন বৃহস্পতিবার স্থানীয় অভিজাত গ্রাউন্ড রসই এর হলে মুহাম্মদ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও কাউন্সিলার সামছুল ইসলাম সেলিমের পরিচালনায় মাহফিলে পবিত্র কুরআন থেকে অনুবাদসহ তেলাওয়াত করেন দলের সহ সভাপতি নাসির উদ্দিন হেলাল। এ সময় মুজিবুর রহমান সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আত্মায়ক কমিটির কথা উপস্থিত সবাইকে অবহিত করেন। সভায় জানানো হয়, শীঘ্রই অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ণ কমিটি ঘোষণা করা হবে। নাম ও পদবী অবহিত করেন মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, জাতীয় পার্টির ইউরোপিয়ান কো-অর্ডিনেটর কাউন্সিলার সামছুল ইসলাম সেলিম, ইউকে আত্মায়ক সাহেদ আহমদ ও সদস্য সচিব। এসময় যুক্তরাজ্য জাপার কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে সভায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা এমএ মুস্তাকিম এবং মহিয়সী মনোয়ারা আহমদ সভার সভাপতি মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, দলের আত্মায়ক কাউন্সিলর সামছুল ইসলাম সেলিম ও সদস্য সচিব সাহেদ আহমদের হাতে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে জাপায় যোগদান করেন। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ নাহাস পাশা- সভাপতি লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব, রেজা আহমদ ফয়সল শুয়েব চৌধুরী- সিইও চ্যানেল আই ইউরোপ, হাফিজ আলম বখশ সিইও এটিএন

বাংলা ইউকে, ইছবাহ উদ্দিন সভাপতি গ্রেটার সিলেট ডেভেলোপমেন্ট ও ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল সাউথ ইস্ট ব্রাঞ্চ, আশিকুর রহমান- সভাপতি প্রবাসী জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকে, ইয়াফর আলী সভাপতি ব্রিটিশ

ট্রান্সব্রীজ বেঙ্গলী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, আব্বাসুজ্জামান সেক্রেটারি প্রবাসী আলীনগর ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, সৈয়দ জহুরুল হক ফিল্যান্স সাংবাদিক, নাহিন মাহমুদ সহ সভাপতি গোলাপগঞ্জ

গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ও শাহ মনির আহমদ। অন্যায়ের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট এবাদ হোসেন নির্বাহী সদস্য জাপা কেন্দ্রীয় কমিটি, মুহাম্মদ আব্দুল হাই সহ সভাপতি, নাসির উদ্দিন হেলাল সহ সভাপতি, সায়েফ রহমান- যুগ্ম সম্পাদক, সাহাব উদ্দিন যুগ্ম সম্পাদক, জয়নাল উদ্দিন ট্রোজারার, সাইদুল ইসলাম খান সভাপতি লুটন শাখা, ফারুক মিয়া সহ সভাপতি লন্ডন মহানগরী, কামাল আহমদ চৌধুরী সেক্রেটারি লুটন শাখা, আজম আলী আত্মায়ক জাতীয় পার্টি লন্ডন, শাহ সাহিদুর রহমান সদস্য সচিব জাপা লন্ডন, জবরুল ইসলাম- যুগ্ম আত্মায়ক জাপা লন্ডন, আহমদ হোসেন যুগ্ম আত্মায়ক জাপা লন্ডন, হারুন মিয়া, মাসুদ আহমদ, আব্দুল কাদির প্রমুখ। বক্তারা বলেন, জাপাকে শক্তিশালী করার জন্য পল্লীবন্ধুর নির্দেশে দেশে-বিদেশে কমিটি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। প্রয়োজনে জাতীয় পার্টি আগামীতে এককভাবে নির্বাচন করতে পারে। বক্তারা বলেন দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লীবন্ধুর পদক্ষেপগুলো পরবর্তী সরকারগুলো বাস্তবায়ন করলে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হত। উপস্থিত সকল অতিথি জাতীয় পার্টির কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শেষে পল্লীবন্ধুর সুস্বাস্থ্য ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে মাওলানা আশরাফ উদ্দিনের পরিচালনায় বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



বাংলাদেশ কেটার্স এসোসিয়েশন, ফজলুল হক ফজলু সভাপতি গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে, আবুল কালাম আজাদ ছোটন সাবেক সভাপতি নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট, মুহাম্মদ আবু হোসেন সভাপতি বাংলাদেশ টিচার্স এসোসিয়েশন, কামাল জাহাঙ্গীর মিয়া সভাপতি রয়াল

হেলপিং হ্যান্ডস, মখন মিয়া সেক্রেটারি গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট, দিলোয়ার হোসেন সহ সভাপতি গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যান্ডস, ফারুক মিয়া সহ সভাপতি জগন্নাথপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মাওলানা আশরাফ উদ্দিন কোষাধ্যক্ষ গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট, মাইজ উদ্দিন সাবেক সহ সভাপতি



## বাংলাদেশী-ইতালিয়ান ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইন টাওয়ার হ্যামলেটসের ইফতার মাহফিল



বাংলাদেশী-ইতালিয়ান ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইন টাওয়ার হ্যামলেটস'র ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ জুন শনিবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে সংগঠনের সভাপতি জাকির হোসেন জাহাঙ্গীর এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মীর হাফিজুর রহমান বাবুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল হোসেন জসিম, সহ সভাপতি ফয়ছল আলম, আব্দুস সত্তার মিন্টু, আব্দুর রহমান সগির, রাহাত মিয়া, সুব্র জোয়ারদার, কামাল আহমেদ, লুতফুর রহমান, আলী রেজা খান, সাধাত হোসেন, সৈয়দ জামান

স্ট্রাট, আমির হোসেন, প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল হান্নান, উপদেষ্টা আব্দুর রহিম, নজরুল ইসলাম। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগস, স্পিকার কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার, ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম, সাবেক কাউন্সিলার হেলাল আব্বাস, মতিনুজ্জামান, মামুনুর রশিদ, কমিউনিটি নেতা ফারুক মিয়া প্রমুখ। মাহফিলে রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা পেশ করেন মাওলানা সৈয়দ নাসিম আহমদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## রুশনারা আলী এমপির সাথে শাহ ডেভোলাপার হাউজিং প্রজেক্টের ডাইরেক্টরবৃন্দের মতবিনিময়

বেথনাল গ্রীন ও বো আসনের এমপি রুশনারা আলীর সাথে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাইপাস সংলগ্ন নির্মাণাধীন হাউজিং প্রকল্প শাহ ডেভোলাপমেন্ট লিমিটেডের ডাইরেক্টরবৃন্দের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ জুন শুক্রবার ইস্ট লন্ডনের ক্যাবল স্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড ট্রেডার্সে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও শাহ ডেভোলাপার এর চেয়ারম্যান খন্দকার ফরিদ উদ্দিন। প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর এম এ বাসিতের পরিচালনায় আলোচনায় অংশ নেন, প্রবীণ কমিউনিটি নেতা ও শাহ ডেভোলাপমেন্ট এর অন্যতম ডাইরেক্টর হাফিজ মজির উদ্দিন, লোকমান আহমেদ, খন্দকার মহিউদ্দিন, খন্দকার রায়হান উদ্দিন, আলহাজ্ব ফয়ছল আহমদ, রফিকুল ইসলাম, দিলওয়ার হোসেন, মিসবাহ জামাল প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় উল্লেখ করা হয়, দীর্ঘ কয়েক বছর পূর্বে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, সৌদি আরব ও জাপানে বসবাসরত ৩৬জন প্রবাসী সমন্বয়ে শাহ ডেভোলাপার লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় অনেক প্রবাসী তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি, ব্যাংক লোনসহ নানাভাবে মূলধন

প্রবাসীদের উপযুক্ত বিনিময়মূল্য পরিশোধ না করে দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পর্যবসতি করেছে যা- কোনমতেই কাম্য হতে পারে না। তাই এ ব্যাপারে নিরুপায় হয়ে তারা তার কাছে সহযোগিতা কামনা করছেন। তারা প্রত্যাশা করছেন যে, রুশনারা আলী যদি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ



সংশ্লিষ্ট অ্যান্যানের নিকট বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপন করেন তবে হয়তো একটা সুরাহা হতে পারে। রুশনারা আলী এ ব্যাপারে তার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তার পক্ষ থেকে যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অ্যান্যান ব্রিটিশ এমপিদের কাছেও বিষয়টি উপস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। শেষে রুশনারা আলী সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে বিপুল ভোটে এমপি নির্বাচিত হওয়ায় তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। রুশনারা আলীও তাকে সহযোগিতার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট অ্যান্যানের নিকট বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপন করেন তবে হয়তো একটা সুরাহা হতে পারে। রুশনারা আলী এ ব্যাপারে তার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তার পক্ষ থেকে যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অ্যান্যান ব্রিটিশ এমপিদের কাছেও বিষয়টি উপস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। শেষে রুশনারা আলী সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে বিপুল ভোটে এমপি নির্বাচিত হওয়ায় তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। রুশনারা আলীও তাকে সহযোগিতার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## গ্রেনফিল টাওয়ারে অগ্নিদগ্ধ হয়ে হতাহতের ঘটনায় জিএসসির শোক প্রকাশ

ওয়েস্ট লন্ডনের গ্রেনফিল টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ডে বহু মানুষের হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকে। একই সাথে রোববার রাতে ফিসবারী পার্ক মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা ও নিহতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ। এক শোক বাতায় নেতৃবৃন্দ নিহত পরিবারবর্গের

প্রতি সমবেদনা এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। পাশাপাশি এই অগ্নিকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের প্রতি আহবান জানান। এ ঘটনায় নিহত বাংলাদেশী ৫ সদস্যের পরিবারের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোক সন্তুষ্ট পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর



সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এদিকে সম্প্রতি ম্যানচেস্টার ও লন্ডন ব্রিজে ন্যাকারজনক সন্ত্রাসী হামলার

তীব্র নিন্দা জানান গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ। একইভাবে এই দুই সন্ত্রাসী ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন সংগঠনের চেয়ারপার্সন নুরুল ইসলাম মাহবুব, জেনারেল সেক্রেটারি সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়ছর ও ট্রেজারার ফিরোজ খান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিলে বক্তারা পূর্ব মুড়িয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে মানবসেবায় উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে

মানবসেবার জন্য উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে পূর্ব মুড়িয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে। গত ১৩ জুন মঙ্গলবার পূর্ব মুড়িয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে আয়োজিত মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেন বাংলাদেশে সেন্টার ইউকে ও বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক দেলওয়ার হোসেন। তিনি বলেন, মানবতার সেবা করাও একটি বড় ধর্ম। পূর্ব মুড়িয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অসহায় দরিদ্র মানুষকে মানবিক সাহায্যের যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তার জন্য ট্রাস্টের সকল সদস্যকে তিনি অভিনন্দন জানান।

ট্রাস্টের সহ সভাপতি শাকিব আহমেদ কাওছার এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ছাদিক রহমান বকুল এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ট্রাস্টের সদস্য হাফিজ কুন্ মিয়া। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ট্রেজারার মামুনুর রশীদ, কামরুল হাসান মুন্না, জুবায়ের আহমদ ও মুহিত উদ্দিন। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মুসলেহ উদ্দিন নাঙ্গু, হাফিজুর রহমান মুকুল, সাবির আহমেদ খোকা, নাসির উদ্দিন চিনু ও ফরহাদ আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## সেন্ট ডানস্টন ব্রাঞ্চ লেবার পার্টির ইফতার মাহফিল ও স্যোশাল গেদারিং

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সেন্ট ডানস্টন ব্রাঞ্চ লেবার পার্টির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও স্যোশাল গেদারিং পূর্ব লন্ডনের স্টিফোর্ড সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩ জুন মঙ্গলবার। সংগঠনের সভাপতি শাহানুর আহমদ খানের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক সামছুল ইসলাম এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাহবুব রহমান। পরে লন্ডন ব্রিজ, ম্যানচেস্টারে এবং ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে নিহতদের স্মরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবং তাদের

পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা হয়। উপরন্তু এধরনের ন্যাকারজনক ঘটনাকে প্রতিহত করার

হচ্ছে একটির শান্তির ধর্ম, ইসলামে সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই। সেহেতু প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা বিশ্ব

মিয়া, কাউন্সিলার রাজিব আহমদ, মি: এ্যাডাম আলনাট, আব্দুস সুবহান, শেখ আলীউর রহমান, সানু



জন্য জনসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা এবং কমিউনিটি কোহিশনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃতীয় বারেরমত নির্বাচিত এমপি রুশনারা আলী, জিএলএ মেম্বার উম্মেশ দেশাই এবং ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম।

সভায় চেয়ারপার্সন তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে পবিত্র মাহে রমজান ও ইফতারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করে বলেন, ইসলাম

মানবতার শান্তি ও কল্যাণ চায়। তিনি বলেন, আজকের এই মহতি মাহফিলের অনন্য একটি বিউটি হচ্ছে মুসলিম ও অমুসলিমদের অংশগ্রহণে কমিউনিটি কোহিশন ও শান্তিপূর্ণ স্ব-অবস্থানের একটি অন্যতম প্রয়াস। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি বলেন, সেন্ট ডানস্টন ব্রাঞ্চ লেবার পার্টি দীর্ঘ দিন ধরে স্থানীয় কমিউনিটির ইস্যুগুলোতে অন্যতম মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে আসছে। নেতৃবৃন্দ সাম্প্রতি নির্বাচনগুলোতে এই ব্রাঞ্চ লেবার পার্টির প্রার্থীদের বিজয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কাউন্সিলার ডেপুটি স্পিকার আয়াস

## জগন্নাথপুর উপজেলা প্রবাসী এসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিল

জগন্নাথপুর উপজেলা প্রবাসী এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল সম্পন্ন হয়েছে রোববার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্তোরাঁতে। সংগঠনের সভাপতি আতাউর রহমান তালুকদার এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাজী আলতাফ হোসাইন এর পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা রফিক উল্লাহ। বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা আখলাকুর রহমান, কাউন্সিলার



জয়নাল চৌধুরী, শেখ দবির, আমিনুর রহমান আকরাম, মোহাম্মদ হাকিম মুহাম্মদ ফারুক উদ্দিন প্রমুখ। সভায়

বক্তারা সংগঠনের উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



# মৌলভীবাজারে ৫০ হাজার মানুষের ঝুঁকিপূর্ণ বসবাস

সিলেট, ২০ জুন : প্রতিবছরই বর্ষায় শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। পাহাড় ধসে বাড়িঘর হয় বিধ্বস্ত। বাড়ে হতাহতের পরিসংখ্যান। বর্ষায় পাহাড়ি টিলা বেষ্টিত এ জেলার কয়েকটি উপজেলার বাসিন্দাদের এমন বেহাল দশা। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটানোর আগে কিংবা পরে তাদের নিয়ে নেই কোনো ভূমিক। সংশ্লিষ্টদের এমন উদাসীনতা আর অবাধে পাহাড় কাটায় প্রতিবছরই চলছে এ বিপর্যয়। আর এ কারণেই বর্ষা মৌসুমে চরম ঝুঁকিতে পড়েন পাহাড়ের চূড়া কিংবা পাদদেশের বসতিরা। শুষ্ক মৌসুমে অবাধে পাহাড় কেটে তৈরি হয় বসতঘর। বিক্রি হয় মাটি। এরপর নানা কৌশলে প্রভাবশালীরা দখলে নেন সরকারি ওই পাহাড়ি টিলা। ওই স্থানে বসতঘর বানিয়ে লোক বসান। গৃহহীন অসহায় লোকগুলো একটু মাথা গোজার ঠাঁই পেয়ে আশ্রয় নেয় এমন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে। ওই সময়ে ওখানে পাহাড় কেটে ঘর বানাতে বারণ করে না কেউ। পাহাড় কাটার অভিযোগ পেলেও রহস্যজনক কারণে তা বন্ধ করতে তৎপর হন না প্রশাসনের লোকজন। আর পাহাড় ধসে আহত কিংবা নিহত হলে শুরু হয় যতব মায়াকান্না। এমন অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। গত সোমবার জেলার বড়লেখা, জুড়ী ও কুলাউড়া উপজেলার পাহাড়ি এলাকা ঘুরে দেখা গেল এমন দৃশ্য। একই অবস্থা জেলার কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গলেও। পাহাড়ের চূড়া আর পাদদেশে অসংখ্য বসতঘর। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওখানে বসবাস অনেকের। বসতিরা জানালেন, ওখানকার অধিকাংশ বসতি ভূমিহীন, হতদরিদ্র ও অসহায়। ৩ যুগেরও বেশি সময় ধরে ওখানেই বসত গড়েছেন তারা। স্থানীয়দের তথ্যানুযায়ী, এই ৩ উপজেলায় এরকম ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাসকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। আর কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গলে প্রায় ১৫ হাজার। এলাকার বাসিন্দারা জানান, প্রতিবছরই শুষ্ক মৌসুমে অবাধে চলে পাহাড় কাটা। এ সময় তা বন্ধে রহস্যজনক কারণে প্রশাসন থাকে নির্বিকার। আর বর্ষা মৌসুমে টানা ভারিবর্ষণ হলেই আগের কাটা পাহাড়ের অবশিষ্ট অংশ ধসে পড়ে। আর এ সময় পাহাড়ের চূড়া ও পাদদেশে

বসবাসকারীরা দুর্ঘটনা কবলিত হন। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক দিয়ে পাহাড় ও হাওরবেষ্টিত এ জেলায় এরকম দুর্ঘটনা এড়াতে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে রকম ভূমিকা থাকার কথা সে রকম ভূমিকা নেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। কোনো অঘটন ঘটলেই দৌড়ঝাঁপ শুরু হয় স্থানীয় প্রশাসনের। কিন্তু দুর্ঘটনার আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয়দের সচেতন করতে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এই ৩টি উপজেলার স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলেন, প্রতিবছরই পাহাড়ে বসবাসকারীরা স্থানীয় প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় আইন-কানূনের তোয়াক্কা না করে অবাধে পাহাড় কেটে বিক্রি করেন মাটি। তারা সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পাহাড়ি টিলা কেটে চূড়া ও পাদদেশে নির্মাণ করেন ঝুঁকিপূর্ণ বসতঘর। তাদের এমন আচরণে উজাড় হচ্ছে পাহাড়ি বনবৃক্ষ ও জঙ্গল। এমন নির্মমতায় বাসস্থান হারাচ্ছে বন্যপ্রাণি। হুমকির মুখে পড়ছে পাহাড়ি টিলা বেষ্টিত এ অঞ্চলের পরিবেশ। প্রকাশ্যে পাহাড়ি টিলার মাটি কেটে বসতবাড়ি নির্মাণ হলেও রহস্যজনক কারণে সংশ্লিষ্টরা রয়েছেন নির্বিকার। জুড়ীতে শুষ্ক মৌসুমে পাহাড় কাটা হলেও এখন তা চোখে পড়ে কম। তবে আগের কাটা পাহাড়ের পাদদেশে বা চূড়ায় নির্মিত বসতবাড়িগুলো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। এলাকাবাসী জানান, শুষ্ক মৌসুমে অবাধে এসকল এলাকায় পাহাড় কাটা হলেও এখন বর্ষা মৌসুম থাকায় কিছুটা কম হলেও থেমে নেই ওই চক্র। এসব প্রভাবশালী টিলার মাটি বিক্রি করার পর আইনি বামেলা এড়াতে ওই স্থানে বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য কৌশলে ভূমিহীন অথবা হতদরিদ্র মানুষকে সেখানে নিয়ে আসে। আর কোনো স্থানে ব্যক্তিমালিকানাধীন অথবা সরকারি পাহাড়ি টিলার পাদদেশে বসতবাড়ি নির্মাণ করে থাকা লোকজনকে ওই প্রভাবশালীচক্র নানাভাবে প্রলোভনে ফেলে এবং প্রশাসনকে ম্যানেজ করার দায়িত্ব নিয়ে অভয় দিয়ে তারা এসকল অসহায় লোকদের পাহাড়ি টিলা কাটতে উদ্বুদ্ধ

করে বলে অভিযোগ রয়েছে। মৌলভীবাজারের বড়লেখার বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়ের চূড়ায় অন্তত বিশ হাজার মানুষ ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন। বর্ষায় অতি বর্ষণে পাহাড় ধসে প্রাণহানির ঘটনা ঘটলেই কেবল তখনই প্রশাসন দৌড়ঝাঁপ শুরু করে। অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়াতে প্রচারণা আর নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে তা অব্যাহত না রাখায় হতাহতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। জানা যায়, ২০১৫ সালের ১৯শে জুলাই রাতে পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী আবদুল হাসিবের বসতঘর মাটিচাপা পড়লেও অলৌকিকভাবে ছয় মাসের শিশু সন্তানসহ পরিবারের ছয় সদস্য বেঁচে যায়। এর কয়েক দিন আগে ওই এলাকায় আরেক ব্যক্তি পাহাড় চাপায় প্রাণ হারান বলে জানান স্থানীয়রা। ২০১৪ সালে শাহবাজপুর চা বাগানে পাহাড় ধসে একই পরিবারের তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বড়লেখা, জুড়ী ও কুলাউড়া উপজেলায় ইতিপূর্বে মাটি কাটতে গিয়ে অন্তত ১৮-২০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। স্থানীয়রা জানান, গত কয়েক দিনের মুঘলধারে ভারি বৃষ্টির কারণে দুর্গম এলাকার পাহাড়ি চূড়ায় ও পাদদেশে নির্মিত অনেক বসতঘরের আশপাশের মাটি ধসে গেছে। ১৮ই জুন (রোববার) ভোররাতে বড়লেখার মধ্যডিমাই গ্রামের মৃত আবদুস সাত্তারের স্ত্রী ও মেয়ে বসতঘরের টিলা ধসে মারা যান। এ খবর পেয়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্টরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারা দুর্ঘটনা এড়াতে পাহাড়ের চূড়া ও পাদদেশে বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার আহ্বান জানান। উপজেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাইকিং ও গণসচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা করছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতিবছরই এমন দুর্ঘটনা ঘটলেও ওই সকল এলাকায় এখনো বন্ধ হয়নি পাহাড় কাটা। ওই সকল এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই অবাধে পাহাড় কেটে তা গাড়ি দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। তারা জানান, জুড়ী উপজেলার ভিজিটাল ও পুটি ছড়া ফরেস্ট টিলা। কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার, কর্মধা ও পুথিমপাশা ইউনিয়নে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা। বড়লেখা উপজেলার কাঁঠালতলী,

বিওসি কেছরিগুলা, ডিমাই, উত্তর ডিমাই, মধ্য ডিমাই, দক্ষিণ ডিমাই, হাতি ডিমাই, উত্তর শাহবাজপুর, সায়পুর, কলাজুরা, হাকাইতি, কাশেমনগর, জামকান্দি, মোহাম্মদনগর, পূর্ব মোহাম্মদনগর, সাতরাকান্দি, মুড়াউলসহ বিভিন্ন এলাকায় বছরজুড়ে নির্বিচারে পাহাড়ি টিলার (সরকারি খাস ভূমি) মাটি কাটা অব্যাহত থাকে। বর্ষা মৌসুমে অনেকটা বন্ধ থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে দোদার চলে পাহাড় কাটা। পাহাড়ের পাদদেশে ও চূড়ায় ঝুঁকিপূর্ণ বসতঘর ও পাহাড় কাটায় জেলার মধ্যে এগিয়ে বড়লেখা উপজেলা। শতাধিক পাহাড় কাটার স্পটই এমন পরিসংখ্যান জানান দেয়। এছাড়াও জেলার কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গলেও পাহাড় কেটে পাদদেশে তৈরি হচ্ছে ঘরবাড়ি, আবাসিক হোটেল, রিসোর্ট। এতে পাহাড় ধসের ঝুঁকিতে রয়েছেন ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দারাও। তবে স্থানীয় ওই সকল উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, যে কোনো সময় প্রাণহানিসহ বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা এড়াতে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। তারা সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। পাহাড় কাটা বন্ধে তারা স্থানীয়ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যথাযথ আইন প্রয়োগেও কঠোর রয়েছেন। দুর্গম ওই পাহাড়ি এলাকার নানা জটিলতার কারণে সঠিক জরিপ না থাকায় সরকারি জায়গায় ঝুঁকি নিয়ে বসতবাড়ি নির্মাণ করে থাকা দরিদ্র লোকদের আশ্রয় প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা যাচ্ছে না। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমলে নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তারা বিষয়টি অবগত করেছেন।

## সিলেটে অপহরণ চক্রের সদস্য গ্রেপ্তার

সিলেট, ২০ জুন : সিলেটের আশ্রয়খানায় এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনায় অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। আশ্রয়খানা এলাকার একটি হোটেল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজু নামধারী সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক সিলেট নগরীর আশ্রয়খানার ব্যবসায়ী এনামুল হক সোহাগকে অপহরণ করে তার পরিবারের কাছ থেকে ২ লাখ ৯৮ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায় করা হয়। মুক্তিপণ আদায়ের পর আবারো ছেড়ে দেয়ার সময় মুক্তিপণ ৫ লাখ টাকা

দেয়ার সময় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ অপহরণকারীদের মূলহোতা রাজু নামে একজনকে আটক করে সিলেট কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত অপহরণকারী চক্রের সদস্যরা হলো-সিলেট নগরীর পুরান মেডিকেল কলেজ বাসিন্দা রাজু আহমদ। কোতোয়ালি থানার ওসি গৌছুল আলম জানান, সিলেট নগরী থেকে অপহরণকারী চক্রের মধ্যে একজনকে আটক করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। পরে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা হয়েছে বলে তিনি জানান।

## লাউয়াছড়ায় পাহাড় ধস

সিলেটের সঙ্গে ট্রেন চলাচল ৪ ঘণ্টা ব্যাহত

সিলেট, ২০ জুন : প্রায় ৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। এর আগে গতকাল সকাল পৌনে ৯টার দিকে আখাউড়া-সিলেট সেকশনের লাউয়াছড়া বনের মাগুরছড়া নামক স্থানে পাহাড় ধসের এ ঘটনা ঘটে। পাহাড়ের টিলা ধসে রেল লাইনের ওপর পড়ায় সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরে রেলওয়ে শ্রমিকরা রেললাইনের ওপর থেকে মাটি সরানোর পর ভানুগাছ স্টেশনে আটকে থাকা আন্তঃনগর কালনী ট্রেন বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটের সময় ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। আটকে পড়া জয়ন্তিকা ট্রেনসহ অন্য স্টেশনে

আটকে পড়া ট্রেনগুলোও গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে কমলগঞ্জের ভানুগাছ রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার শাহাব উদ্দিন ফকির বলেন, রেল লাইনের ওপর থেকে মাটি সরানোর পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার পর ট্রেন চলাচলে এখন কোনো সমস্যা নেই। সকালে পাহাড় ধসের এ ঘটনায় ঢাকাগামী আন্তঃনগর কালনী ট্রেন ভানুগাছ স্টেশনে, আন্তঃনগর জয়ন্তিকা ট্রেন শমশেরনগর স্টেশনে ও সিলেটগামী আটকে থাকা আন্তঃনগর কালনী ট্রেন বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটের সময় ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। আটকে পড়া জয়ন্তিকা ট্রেনসহ অন্য স্টেশনে

## থানা হাজতে সাইদুরকে মারধরের রহস্য পরিবারের অজানা

সিলেট, ১৯ জুন : সিলেটে থানা হাজতে সাইদুরকে পেটানোর রহস্য খুঁজে পাচ্ছে না পরিবার। আর বিষয়টি সাইদুরের আইনজীবীরা আদালতকেও জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে আইনজীবীরা আদালতের কাছে সাইদুরের উপর নির্যাতনের বিবরণ জানতে চান। আইনজীবীরা জানিয়েছেন- কোম্পানীগঞ্জের থানা বাজার থেকে সাইদুর রহমানকে আটক করা হয় ১০ই জুন। এবং তাকে সিলেটের আদালতে প্রেরণ করা হয় ১৩ই জুন। তিন দিন সাইদুরকে থানা হাজতে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনের ফলে সাইদুর রহমান সিলেটের কারণে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। কোম্পানীগঞ্জে থানা হাজতে সাইদুর রহমানকে নির্যাতনের ঘটনায় ইতিমধ্যে গোটা উপজেলাজুড়ে তোলপাড় চলছে। হালিমা আক্তার নামের এক কলেজ ছাত্রী নারী নির্যাতন মামলার প্রেক্ষিতে সাইদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায় পুলিশ। নারী নির্যাতন মামলায় হালিমা আক্তার জানিয়েছেন- কলেজে যাওয়ার আসার সময় সাইদুর রহমান তাকে প্রায় সময় উত্ত্যক্ত করে। অবশেষে একদিন সে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। এরপর আরও কয়েকবার ধর্ষণ করে বলে হালিমা উল্লেখ করেন। হালিমা এজাহারে আরো উল্লেখ করেন- '১০ই জুন সাইদুর রহমান তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করতে চাইলে সাক্ষীরা তাকে থানা বাজার থেকে তাকে উদ্ধার করেন। পরে থানা পুলিশ তাকে ও আসামি সাইদুর রহমানকে আটক করে থানা হাজতে নিয়ে যায়।' হালিমা নিজেই এজাহারে এসব কথা জানালেও কোম্পানীগঞ্জ থানার এসআই আমিনুর রহমান ফরোয়ার্ডিং কপিতে উল্লেখ করেছিলেন- ১২ই জুন সাইদুর রহমানকে থানা বাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তাকে আদালতে

প্রেরণ করা হয়েছে। আসামি সাইদুর রহমানের মামা বিল্বাল আহমদ গতকাল মানবজমিনকে জানিয়েছেন- সাইদুরকে ১০ই জুন থানা হাজতে নেয়া হয়। এরপর হাজতে থাকা অবস্থায় হালিমাকে বিয়ে করার জন্য সাইদুর রহমানের কাছে খোদ পুলিশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু কলেজছাত্রী হালিমাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিল না সাইদুর রহমান। কিন্তু সে এই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় হাজতে টানা তিন দিন আটকে রেখে তার উপর নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের চি এখন তার শরীরে। কারণে গেলেও হাঁটতে পারছে না। এ কারণে তাকে কারা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে- সাইদুর রহমানের আইনজীবী অ্যাডভোকেট একেএম সামিউল আলম গতকাল মানবজমিনকে জানিয়েছেন- সাইদুর রহমানকে তিন দিন আটকে রেখে নির্যাতনের ঘটনা লিখিতভাবে আদালতে জানানো হয়েছে। আদালত এই বিষয়টি নজরে নিয়েছেন। আগামী ২১শে জুন আদালত চাইলে সাইদুরের জবানবন্দী রেকর্ড করতে পারেন। একই সঙ্গে ওইদিন সাইদুরের জামিন ও রিমান্ড শুনানি হবে বলে জানান তিনি। এদিকে কোম্পানীগঞ্জের আলোচিত এ নারী নির্যাতন মামলার ইতিমধ্যে তদন্ত কর্মকর্তা বদল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নতুন তদন্ত কর্মকর্তা আরিফ উল্লাহ আদালতে সাইদুরের রিমান্ড চেয়েছেন। আদালতে দেয়া আর্জিতে সাইদুরের পরিবার আরো জানায়, হালিমা আক্তারকে পুলিশ ১০ই জুন উদ্ধার করে। এরপর টানা তিনদিন হালিমাকে কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসির বাসায় রাখেন। তাকে থানা হাজতে মহিলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে না রেখে ওসির বাসায় রাখার বিষয়টি রহস্যজনক বলে উল্লেখ করা হয়।

বুটেনের সর্বাধিক

প্রচারিত সাপ্তাহিক

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

# দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বিজ্ঞাপনে বিশেষ অফার

যোগাযোগ করুন

প্রতি শুক্রবার সকল মসজিদে সপ্তাহজুড়ে গ্রোসারী শপে

07940 782 876, 020 3540 0942



## পরলোকে ভারতের রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ



দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন : মারা গেছেন ভারতের রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অধ্যক্ষ স্বামী আনন্দশানন্দ। গত রোববার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরে বার্ষিকজনিত রোগে ভুগছিলেন স্বামী আনন্দশানন্দ।

স্বামী আনন্দশানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের ১৫তম অধ্যক্ষ। তাঁর জন্ম ১৯১৯ সালের ১০ মে, বাংলাদেশের ঢাকায়।

স্বামী আনন্দশানন্দের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক টুইটার বার্তায় নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'স্বামী আনন্দশানন্দের প্রয়াণ খুব কাছের কাউকে হারানোর সমান। জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় আমি তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। কলকাতা গেলেই আশীর্বাদ নিতে তাঁর কাছে যেতাম।' পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক টুইটে শোক জানিয়ে লিখেছেন, 'সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী এক জীবন তাঁর। মানবতার অপূরণীয় ক্ষতি হলো।'

## পর্তুগালে দাবানলে ৬২ জনের মৃত্যু



দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন : পর্তুগালের মধ্যাঞ্চলে ভয়াবহ দাবানল অন্তত ৬২টি প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, যাদের বেশির ভাগই সড়কে গাড়িতে থাকা অবস্থায় পুড়ে মারা যায় বলে গতকাল রোববার সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। দাবানলে আহত হয়েছে অগ্নিনির্বাপণ বাহিনীর কয়েকজন সদস্যসহ অন্তত ৫৯ জন।

দাবানলে মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনিও কোস্তা। তিনি বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যেসব দাবানল দেখেছি, এর মধ্যে এবারের দাবানলকেই সবচেয়ে প্রাণঘাতী বলে মনে হচ্ছে।' শুক্র রাতে এই দাবানলের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন তিনি। শনিবার পর্তুগালের কয়েকটি অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ বয়ে যায়। সেসব অঞ্চলে তাপমাত্রা

ছিল ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। ওই দিন বিকেলে পেরুরোগো গ্রানজি পৌরসভায় দাবানলের সৃষ্টি হয় এবং দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে। ওই দাবানলের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক শ অগ্নিনির্বাপণ কর্মী ও ১৬০টি যানবাহন পাঠানো হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ গোমস বলেন,

দাবানলে মৃত্যু হওয়া ৩০ জনের লাশ গাড়িতে পাওয়া যায়। আরও ১৭ জনের লাশ পাওয়া যায় অন্যান্য যানবাহনে।

রোববার দেশটির গণমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়, দাবানলের আগুন তখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আনার মতো অবস্থায় ছিল না।

## ধরা পড়ল 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'

দেশ ডেস্ক, ১৮ জুন : বন্য পশুর দেহের বিভিন্ন অংশ দিয়ে তাবিজ-কবচ বানান তিনি। সেগুলো অনলাইনে দেশ-বিদেশে বিক্রি করেন। এভাবে ফুলফেঁপে উঠেছে ব্যবসা। ভারতের মধ্যপ্রদেশের খরগোনে একটি মন্দিরে পুরোহিতের কাজও করেন তিনি। এসব কর্মকাণ্ডের জন্য ওই পুরোহিতকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো বা ডব্লিউসিসিবি। তাঁর ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছু বন্য পশুর দেহের অংশ।

গত রোববার কলকাতার সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়, লোকেশ জাগিরদার নামের ওই পুরোহিত 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' নামে পশুর দেহের বিভিন্ন অংশ দিয়ে তৈরি তাবিজ-কবচ অনলাইনে দেশ-বিদেশে বিক্রি করতেন। পাশাপাশি তিনি জীবনীশক্তির্ধরক আয়ুর্বেদিক ওষুধও বানাতেন।

লোকেশ জাগিরদারকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে তোলা হয়েছে। বিচারক তাঁকে দুই দিনের পুলিশ হেফাজত দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়াতে তাবিজ-কবচ বিক্রি করতেন তিনি।

## নারীদের শৌচাগারে বিস্ফোরণে নিহত ৩



দেশ ডেস্ক, ১৮ জুন : কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটায় একটি শপিং মলে নারীদের শৌচাগারে বিস্ফোরণে তিন নারী নিহত

হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ১১ জন। গত শনিবারের এই বিস্ফোরণকে সন্ত্রাসী হামলা বলছে কর্তৃপক্ষ। বোগোটায় মেয়র এনরিক পেনালোসা বলেন, নিহত তিন নারীর মধ্যে একজন ফরাসি। ২৩ বছরের ওই নারী শহরের দক্ষিণে একটি স্কুলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতেন। বাকি দুজনের বয়স ২৭ ও ৩১। তবে তাঁরা কোন দেশের, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

শহরের সেন্ট্রো অ্যান্ডিনো মলে এই হামলার ঘটনা কাপুরুষোচিত বলে মন্তব্য করেছেন মেয়র এনরিক। কর্তৃপক্ষ জানায়, শপিং মলটির নারীদের শৌচাগারে একটি ছোট আকারের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। রোববার আন্তর্জাতিক বাবা দিবস উপলক্ষে শনিবার সন্ধ্যায় সেখানে বিপুলসংখ্যক লোক এসেছিল। কেন এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বা কারা দায়ী, তা এখনো জানা যায়নি।

## মালির পর্যটনকেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলা

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন : মালির একটি পর্যটনকেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। হামলায় দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। দেশটির নিরাপত্তামন্ত্রী এই তথ্য জানিয়েছেন। আজ সোমবার বিবিসি অনলাইনের প্রতিবেদনে জানানো হয়, পর্যটনকেন্দ্রটি পশ্চিমা নাগরিকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়।

মালির নিরাপত্তামন্ত্রী সালিফ ত্রাওরে বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, 'এটা জঙ্গি হামলা। হামলার পর মালির বিশেষ বাহিনী তৎপরতা চালায়। জিম্বিরা ছাড়া পেয়েছেন। তবে দুঃখজনকভাবে এই হামলায় দুজন নিহত হয়েছেন।'

লা কামপেমেন্টে কাঙ্গা নামের বিলাসবহুল পর্যটনকেন্দ্রটি রাজধানী বামাকো থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত।

হামলায় অংশ নেওয়া অন্তত চারজন হামলাকারী নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে বলে জানায় দেশটির কর্তৃপক্ষ।

নিরাপত্তামন্ত্রী বলেন, 'আমরা দুই হামলাকারীর মরদেহ উদ্ধার করেছি। অপর দুজনের মরদেহ খোঁজ করছি।'

হামলাকারীদের মধ্যে একজনের কাছে একটি মেশিনগান ও বিস্ফোরকভর্তি বোতল পাওয়া গেছে।

হামলার ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেসামরিক নাগরিক রয়েছেন। মালির নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বার্তা সংস্থা রয়টারকে বলেন, পর্যটনকেন্দ্রটি থেকে অন্তত ৩২ জন অতিথিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বেশ কয়েক বছর ধরে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে মালির সরকার।

## দুই ছাত্রীর পোশাক খুলে নিলেন শিক্ষিকা

দেশ ডেস্ক, ১৮ জুন : ছবিটি প্রতীকী। সময়মতো স্কুলপোশাকের টাকা জমা দিতে পারেননি দুই ছাত্রীর বাবা। তাই সবার সামনে তাদের স্কুলপোশাক খুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। ভারতের বিহার রাজ্যের বেগুসারাই জেলার বেসরকারি একটি স্কুলে এ ঘটনা ঘটেছে।

হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে জানা যায়, লাঞ্চিত দুই শিক্ষার্থী আপন বোন। তারা বেগুসারাই জেলার সিক্রাউলা গ্রামের বি আর এডুকেশন একাডেমি নামে ওই স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। এই স্কুলে কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের স্কুল পোশাক সরবরাহ করে। পোশাক বাবদ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দুই শিশু শিক্ষার্থীর বাবা চুনচুন শাহর অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুলের অধ্যক্ষ ও শ্রেণীশিক্ষিকাকে আটক

করা হয়েছে। দুই শিশু শিক্ষার্থীর বাবা চুনচুন শাহর অভিযোগ, গত শুক্রবার তিনি মেয়েদের স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিলেন। এ সময় স্কুলের একজন শিক্ষিকা তাঁকে দেখা করতে বলেন। ওই শিক্ষিকার সামনে গেলেই তৎক্ষণাৎ মেয়েদের স্কুলপোশাকের টাকা জমা দিতে বলেন। এ সময় তিনি আরও কয়েক দিন সময় চান। কিন্তু শিক্ষিকা এতে আপত্তি করেন। তিনি বাবা ও অন্য সবার সামনে দুই শিক্ষার্থীর স্কুলপোশাক খুলে ফেলেন। এতে

বাবা চুনচুন শাহ মেয়েদের নিয়ে অধ্যক্ষের কাছে যান। তিনি অধ্যক্ষকে পুরো বিষয়টি জানান। কিন্তু অধ্যক্ষ তাঁর কথায় কোনো গুরুত্ব দেননি। এ কারণে তিনি ওই শিক্ষিকা ও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন।

## দুই জাহাজের সংঘর্ষ নিখোঁজ সাত মার্কিন নাবিকের লাশ উদ্ধার

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন : জাপানের উপকূলের কাছে দুই জাহাজের সংঘর্ষে নিহত সাত মার্কিন নাবিকের লাশ মিলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী গতকাল রোববার এ খবর দিয়েছে। পণ্যবাহী একটি জাহাজের সঙ্গে গত শনিবার ভোরের কিছুক্ষণ আগে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস ফিটজেরালড অনেকটা দুমড়ে-মুচড়ে যায়। তখন জাহাজটির কিছু অংশ আংশিক তলিয়ে যায়। এ দুর্ঘটনার পর থেকে ফিটজেরালডের সাত নাবিক ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় নিখোঁজ ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর গতকাল এক বিবৃতিতে জানায়, উদ্ধারকর্মীরা তল্লাশি চালিয়ে ওই জাহাজের নিমজ্জিত অংশের একাধিক কামরায় সাত নাবিকের লাশ খুঁজে পান। জাপানের ইয়োকোসুকার একটি হাসপাতালে নিয়ে তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করা হবে। দুই জাহাজের ওই সংঘর্ষের পর থেকে জাপান-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে উদ্ধারকর্মীরা ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালান। দুর্ঘটনায় মার্কিন

ক্ষেপণাস্ত্রবিক্ষেপী যুদ্ধজাহাজটির আরও কয়েকজন নাবিক আহত হন।

৫০৫ ফুট লম্বা ফিটজেরালডকে গত শনিবার আরেকটি নৌযানের সাহায্যে টেনে ইয়োকোসুকা বন্দরে নেওয়া হয়।

দুরুরিরা জাহাজটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশে অনুসন্ধান চালান। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্রথম এই জাহাজ মোতায়েন করে। যে পণ্যবাহী জাহাজটি ফিটজেরালডকে ধাক্কা দিয়েছে, তার নাম এসিএক্স ক্রিস্টাল। ফিলিপাইনের পতাকাবাহী ৭৩০ ফুট জাহাজটির গায়ে ওই সংঘর্ষের সময় আঁচড় লাগলেও এটির আরোহী ২০ জন নাবিকের সবাই অক্ষত আছেন। দুর্ঘটনায় ফিটজেরালডের নাবিকেরা নিখোঁজ হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক টুইটার বার্তায় উদ্বেগ জানান এবং জাপানের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দেন।

ইয়োকোসুকা থেকে ১০৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ওই দুটি জাহাজের সংঘর্ষ হয়। এটি টোকিও এবং ইয়োকোসুকা পণ্য পরিবহনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জাপানি সংবাদপত্র আসাহি লিখেছে, বড় আকারের জাহাজের কারণে গত পাঁচ বছরে ওই সমুদ্রপথে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে।

এসিএক্স ক্রিস্টাল ফিলিপাইনের পতাকাবাহী হলেও এটির মালিকানা এনওয়াইকে লাইন নামের একটি

জাপানি প্রতিষ্ঠানের। তাদের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'দুর্ঘটনার বিষয়ে আমরা কোনো মন্তব্য করতে পারি না।'

## সৌদি ও মিত্র দেশগুলো কী চায় জানেনা কাতার



দেশ ডেস্ক, ১৯ জুন : সৌদি আরব ও তাদের মিত্ররা কী চায় তা জানেনা না বলে জানিয়েছেন কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানি। কাতারের সঙ্গে সৌদি আরবসহ ছয় রাষ্ট্র কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পর এখন পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে দাবির তালিকা না পাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।

গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দুই সপ্তাহ আগে শুরু হওয়া সংকট সমাধানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় রয়েছে কুয়েত। শনিবার কাতার টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুলরহমান আল থানি বলেন, 'জিসিসিভুক্ত কোনো রাষ্ট্র কিংবা অভিযোগকারীদের পক্ষ থেকে কুয়েত কোনো দাবিদাওয়া পায়নি।' দাবি উত্থাপন করতে না পারায় তাদের অভিযোগগুলোকেও ভিত্তিহীন বলে এ সময় দাবি করেন তিনি।

অভিযোগ পর্যবেক্ষণের আস্থান দ্যা গার্ডিয়ান জানায়, সন্ত্রাসবাদে কাতারের মদদদানের অভিযোগ পর্যবেক্ষণে পশ্চিমা মিত্রদের প্রতি আস্থান জানিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনোয়ার গারঘাস। উপসাগরীয় রাষ্ট্র কাতারকে একঘরে করার সিদ্ধান্তের পর প্রথমবারের মতো দেশটির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা কোনো দেশের পক্ষ থেকে পশ্চিমা সাহায্য চাওয়া হলো।

কাতারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার পক্ষে কূটনৈতিক সমর্থন আদায়ে লন্ডন সফররত ইউএইর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনোয়ার গারঘাস বলেন, 'যদি আমরা বুঝি যে কাতার পরিবর্তন হতে চলেছে এবং ইসলামিক স্টেটকে অর্থায়ন তারা বন্ধ করবে, তবেই আলোচনা হবে। কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা দরকার।' উল্লেখ্য, আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা তৈরি, সন্ত্রাসবাদে উসকানি ও জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটকে মদদ দেওয়ার অভিযোগে ৫ জুন কাতারের সঙ্গে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করার ঘোষণা দেয় সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ সাতটি দেশ। উদ্ভূত সংকট সমাধানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে চাইছে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, কুয়েত ও তুরস্ক।



## মুক্তি মিলেছে প্রাণটা মেলেনি



দেশ ডেস্ক, ২০ জুন : যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ওটো ওয়ামবিয়ার। ২২ বছরের এই তরুণ উত্তর কোরিয়ায় বন্দী ছিলেন ১৭ মাস। গত সপ্তাহে মিলল মুক্তি। কিন্তু ওটো তখন কোমায়।

কোমায় থাকা অবস্থাতেই ওটোকে ফেরত দেয় উত্তর কোরিয়া। বলা হয়, মানবিক কারণে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো। এ অবস্থায় গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ওটো। মা-বাবা জানিয়েছেন, কোমায় থাকা অবস্থায় ওটোকে তাঁরা পেয়েছেন। সে সময় তাঁদের হাতে ছেলেকে ভালো করার আর কোনো উপায় ছিল না। সিনসিনাটি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা বলছেন, মস্তিষ্কে বড় ধরনের আঘাতের কারণে ওটো কোমায় ছিলেন।

ওটো উত্তর কোরিয়ায় পর্যটক হিসেবে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সে দেশের গণমাধ্যম বলছে, প্রচারণা স্লোগান বিষয়ক একটি জিনিস চুরির চেষ্টার অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে ওটোকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ওটোর মা-বাবা এক বিবৃতিতে বলছেন, উত্তর কোরিয়া ছেলেকে চরম নির্যাতন করেছে। এ কারণেই তাঁর এমন পরিণতি।

ওটো ওয়ামবিয়ারের বাবা ফ্রিড ওয়ামবিয়ার গত সপ্তাহে বলেন, তাঁর ছেলের ওপর পিয়ংইয়ং সরকার নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন চালিয়েছে। উত্তর কোরিয়া দাবি করেছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে এবং ঘুমের ওষুধ খেয়ে ওটো কোমায় চলে গেছেন। তবে সিনসিনাটির চিকিৎসকেরা বলেছেন, ওটোর শরীরে তাঁরা খাদ্যে বিষক্রিয়ার কোনো প্রমাণ পাননি।

উত্তর কোরিয়ায় বন্দিদশায় থাকাকালে ওটোর কী চিকিৎসা হয়েছিল, তা নিয়েও রহস্য রয়েছে। ওটোর মৃত্যু নিয়ে গত সোমবার জাতিসংঘে নিযুক্ত উত্তর কোরিয়ার দূতাবাস কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক বিবৃতিতে ওটোর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। উত্তর কোরিয়ার বর্বর আচরণের নিন্দাও জানান তিনি। রয়টার্স, ওয়াশিংটন পোস্ট।

## কে এই রামনাথ?

দেশ ডেস্ক, ২০ জুন : ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে দলিত নেতা রামনাথ কোবিন্দের নাম ঘোষণা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। জাতীয় গণতান্ত্রিক মার্চার (এনডিএ) পক্ষে তাঁর নাম ঘোষণা করেন ক্ষমতাসীন বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি অমিত শাহ।

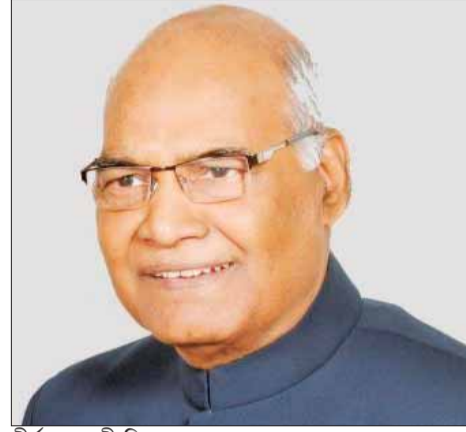
এক টুইটার পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ৭১ বছর বয়সী রামনাথ হবেন 'ব্যতিক্রমী রাষ্ট্রপতি'। একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে 'সংবিধান সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও বিবেচনাবোধ দ্বারা জাতি উপকৃত হবে'।

দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ রামনাথ একজন কৃষকের সন্তান। দলিত সম্প্রদায়, তথা পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার কারণে এবং সাধারণ জীবনযাপনের জন্য রামনাথকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজেপির নেতারা।

২০১৫ সালের ৮ আগস্ট বিহারের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন রামনাথ। তাঁর জন্ম ১৯৪৫ সালে উত্তর প্রদেশের কানপুর দেহাতে। কানপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাণিজ্য ও আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে এই দলিত নেতা উত্তর প্রদেশ থেকে রাজ্যসভার সদস্য হন। ২০০৬ সালের আগ পর্যন্ত দুই মেয়াদে ১২ বছর তিনি ওই দায়িত্ব পালন করেন।

রামনাথ পেশায় আইনজীবী। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি দিল্লি হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী ছিলেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের স্ট্যাডিং কাউন্সিলের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালের আগ পর্যন্ত তিনি দিল্লি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে ১৬ বছর ওকলাতি করেন।

রামনাথ ১৯৭১ সালে দিল্লির বার কাউন্সিলে নথিভুক্ত হন। তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রামনাথ দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করা বিজেপির ইউনিট 'বিজেপি দলিত মার্চ'র সাবেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি অল ইন্ডিয়া সমাজের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি তিনি দলের জাতীয় মুখপত্রের দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের



শীর্ষ সহযোগী হিসেবেও কাজ করেছেন রামনাথ।

রামনাথ লক্ষ্মণীয়ার আমবেদকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতার অল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের বোর্ড সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতিসংঘে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ২০০২ সালের অক্টোবরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দেন। রামনাথের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

দলিত সম্প্রদায় থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে বিজেপি নিম্নবর্গ ও দরিদ্র ভোটারদের সমর্থনকে আরও দৃঢ় করার পদক্ষেপ নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, 'রামনাথ দলিত পরিবার থেকে উঠে এসেছেন এবং দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন। আমরা আশা করি, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁকে নির্বাচনে সবার সম্মতি থাকবে।'

বিরোধী দলের সম্মতি আদায়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্যক্তিগতভাবে রামনাথের বিষয়ে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও তাঁর পূর্বসূরি ড. মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ছাড়া নরেন্দ্র মোদি বিহার, ওড়িশা ও অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। বিজেপির প্রধান অমিত শাহ জানিয়েছেন, বিজেপির সব শরিক দলকেই এই সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

## বিশ্বে বাস্তুহারার সংখ্যা সাত দশকে সর্বোচ্চ

দেশ ডেস্ক, ২০ জুন : যুদ্ধ, সহিংসতা ও নির্যাতন-নিপীড়নের কারণে বিশ্বে বাস্তুহারা হওয়া লোকের সংখ্যা গত সাত দশকের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি। তাঁদের কেউ হয় বিদেশে শরণার্থী, নয় আশ্রয়প্রার্থী কিংবা দেশের ভেতরেই বাস্তুচ্যুত হওয়া। গতকাল সোমবার জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য।

ইউএনএইচসিআরের বার্ষিক গ্লোবাল ট্রেন্ড রিপোর্টে (বৈশ্বিক প্রবণতা) দেখা গেছে, ২০১৬ সালের শেষ নাগাদ সারা বিশ্বে বাস্তুহারা হতে বাধ্য হয়েছেন ৬ কোটি ৫৬ লাখ মানুষ। এটা যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। আর গত বছর সবচেয়ে বেশি লোক উদ্বাস্তু হয়েছেন আফ্রিকার দক্ষিণ সুদানে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর গড়ে প্রতি মিনিটে ২০ জন করে লোক (অর্থাৎ প্রতি ৩ সেকেন্ডে একজন) উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয়েছেন।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি বলেন, যেভাবেই দেখা হোক না কেন, উদ্বাস্তু লোকের এই সংখ্যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা আন্তর্জাতিক কূটনীতির একটি হতাশাজনক ব্যর্থতা।

ইউএনএইচসিআর বলেছে, বিশ্বজুড়ে বাস্তুচ্যুত সাড়ে ৬ কোটি লোকের মধ্যে শরণার্থী ২ কোটি ২৫ লাখ, স্বদেশের ভেতরে বাস্তুহারা ৪ কোটি ৩ লাখ এবং বিভিন্ন দেশে আশ্রয়প্রার্থী ২৮ লাখ। এ ছাড়া দক্ষিণ সুদানে সহিংসতার কারণে ২০১৬ সালে দেশটির প্রায় ৩ লাখ ৪০ হাজার লোক প্রতিবেশী উগান্ডায় আশ্রয় নিয়েছেন।

# Eid Mubarak

Wishing you a  
happy and joyous Eid  
From the SimpleCall family



## নিরাপদ মাতৃত্ব গর্ভাবস্থায় শারীরিক সমস্যা

গর্ভাবস্থায় বমি ও বমিভাব : বমি সাধারণত সকালের দিকেই হয়। বিশেষত সকালে বিছানা থেকে ওঠার পরপরই এ রকম হয়। প্রথম গর্ভাবস্থায় সাধারণত এটি বেশি হয়। এটি সাধারণত মাসিক বন্ধের মাস অথবা তার পরের মাস থেকে শুরু হয়। প্রথম তিন মাসের পর এই কষ্ট ক্রমে কমে যায়। এই উপসর্গ সাধারণত মায়ের শরীরের খুব বেশি তি করে না। তবে খাওয়া কমে যাওয়ার জন্য দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

তাই ভাবী মাকে বুঝানো দরকার যে সন্তান ধারণের জন্য এইটুকু কষ্ট তাকে সহ্য করতে হবে। এ সময় ভাবী মায়ের জন্য কিছু পরামর্শ দেয়া উচিত। যেমন সকালে বিছানা থেকে ওঠার আগে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুটা নাড়াচাড়া করা দরকার। এ ছাড়া বিছানা থেকে

তলপেটের গিটগুলো ক্রমে প্রসারিত হতে থাকে বিভিন্ন অন্তঃপ্রাণী গ্রন্থির নিঃসৃত হরমোনের প্রভাবে। এ জন্য কোমর ব্যথা হয়। এ ছাড়া ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের অভাবেও এমনটি হতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যও কোমর ব্যথা হতে পারে।

অর্শ : গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃহদন্ত্র ও মলনালীর ওপর চাপ বাড়তে থাকে। শিরা-উপশিরার ওপর চাপের জন্য অর্শ দেখা দেয়। এ ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্যও এর অন্যতম কারণ। পা ফোলা : শিরা বা মেদক নারীর (খুসত্ব ঠংবং) ওপর শিশুর চাপের ফলে রক্ত মেদক চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয় এবং পা ফোলে।

দাঁতের গোড়া থেকে রক্তপাত : গর্ভাবস্থায় মাড়ি ফুলে যায় এবং রক্তপাত হয়। এই সময় অন্যান্য



ওঠার পর শুকনো টোস্ট বা বিস্কুট খেতে খেতে পায়চারী করলে বমিভাব দূর হয়। খালি পেটে তরল খাবার বা চর্বিজাতীয় খাবার না খাওয়া ভালো। এ সময় একবারে বেশি না খেয়ে অল্প অল্প খাবার বারবার খেতে হবে। প্রয়োজনে বমি বা বমিভাব নিয়ন্ত্রণে নিরাপদ হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

ঘন ঘন প্রস্রাব : গর্ভাবস্থায় সাধারণত ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। বিকাশমান জরায়ু প্রস্রাব থলিতে চাপ দেয়ার জন্য অথবা প্রস্রাবথলিতে রক্ত চলাচলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্রাব ঘন ঘন হয়। তবে প্রস্রাবের সাথে জ্বালা থাকলে প্রস্রাবে জীবাণু সংক্রমণের সন্দেহ করা হয়। তাই এ রকম হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কোষ্ঠকাঠিন্য : গর্ভাবস্থায় বেশির ভাগ মহিলাই কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন। এ জন্য প্রচুর পানি পান করতে হবে। প্রচুর টাটকা ফলফলাদি, শাকসবজি খেতে হবে। নিয়মিত হাঁটাচলা এবং ঘরের কাজ বজায় রাখতে হবে। খাবারের সাথে নিয়মিত সালাদ খেতে হবে।

বুক জ্বালা : গর্ভাবস্থায় বুক জ্বালা একটি অতি সাধারণ বিষয়। ক্রমবর্ধমান জ্বরের জন্য জরায়ু পাকস্থলীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে খাবার অনেকটা পাকস্থলীর মধ্যে থেকে যায়। যার জন্য পাকস্থলীর এসিড খাদ্যনালীতে চলে আসে এবং গলা-বুক জ্বালা করে। এ জন্য এ সময় ভাজাপোড়া খাবার পরিহার করতে হবে। চর্বি ও মশলাদার খাবারও বন্ধ রাখতে হবে। সহজপাচ্য খাবার অল্প অল্প বারে বারে খেতে হবে। খাবার পর ঘণ্টাখানেক হাঁটাচলা করা ভালো। রাতে খাওয়ার পরই শুইতে যাওয়া উচিত নয়।

কোমর ব্যথা : গর্ভাবস্থায় মেরুদণ্ড ও

খাদ্যের ঘাটতির মতো ভিটামিন সি'র অভাব এর প্রধান কারণ।

গর্ভাবস্থায় পায়ের খিলধরা : গর্ভাবস্থায় এটি সাধারণ সমস্যা। রক্ত ধমনির ওপর স্ফীত জরায়ুর চাপের জন্য এটা হয়ে থাকে। রক্ত ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্য অথবা ফসফরাসের পরিমাণ বেশির জন্য এটি হতে পারে।

ত্বকের পরিবর্তন : গর্ভাবস্থায় পেটের মাঝামাঝি লম্বাভাবে একটা কালো দাগের সৃষ্টি হয়, তাকে বলে লিনিয়া নাইখা। চামড়ার ভেতরের স্তর ফেটে যাওয়ায় পেটের দুই পাশে প্রথমে গোলাপি দাগের সৃষ্টি হয়, যাকে বলে স্ট্রাই গ্যাভিডেরাম এবং পরে তা উজ্জ্বল সাদা দাগে পরিণত হয়। এই দাগগুলোকে বলে লিনিয়া অ্যালবাক্যান্ডিস। এই দাগগুলোই পূর্বের গর্ভধারণের চিহ্ন বহন করে চলে। যখন মায়ের ও শিশুর ওজন বেশি হয়, তখন এই দাগগুলো বেশি দেখা যায়। নিয়মিত অলিভ অয়েল মালিশ করলে এ দাগ কিছুটা কমে যায়।

চুলকানি : অনেক মহিলারই গর্ভাবস্থায় বিশেষ করে শেষের দিকে সারা শরীরে চুলকানি দেখা দেয়। এর সঠিক কোনো কারণ জানা নেই। অনেকে মনে করেন জ্বরের শরীরের দূষিত পদার্থ মায়ের শরীরে অ্যালার্জির সৃষ্টি করে। তবে সন্তান প্রসবের পরপরই এ ধরনের চুলকানি কমে যায়।

সাদা স্রাব : গর্ভাবস্থায় যোনি নিঃসৃত স্রাবের পরিমাণ আপনা থেকেই বেড়ে যায়। এ সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। স্রাবের রঙ হলুদ বা সবুজ হলে, দুর্গন্ধ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : গর্ভাবস্থায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিরাপদ

## অপারেশনের পর আবার ফিস্টুলা হওয়াই কি নিয়ম?

ফিস্টুলা (ভগনন্দ বা নালী ঘা) মলদ্বারের একটি বিশেষ রোগ। এ রোগ পায়ুপথের ভেতরে গ্রন্থির সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। প্রথমত সংক্রমণের কারণে মলদ্বারের পাশে ফোড়া হয়। বেশ কয়েক দিন ব্যথা থাকে এবং ফুলে যায়। এরপর এটি ফেটে গিয়ে মলদ্বারের পাশের কোনো একটি জায়গা দিয়ে পুঁজ বেরিয়ে যায়। এরপর ব্যথা এবং ফুলা কমে যায়। রোগী বেশ কিছু দিন আরাম বোধ করে। কিছু দিন ভালো থাকার পর হঠাৎ আবার মলদ্বার ফুলে যায় এবং ব্যথা হয়। দু-চার দিন পর পুনরো সেই মুখ দিয়ে আবার কিছু পুঁজ বের হয় এবং রোগী আরামবোধ করে। চিকিৎসা না করা হলে এ প্রক্রিয়া বছরের পর বছর চলতে থাকে। পুঁজ পড়ার বিষয়টির ভারতম্য ষটে। সামান্য পুঁজ হলে রোগীরা এটিকে পুঁজ হিসেবে গণ্য করে না। তখন তারা বলে, একটু আঠালো রস বের হয় বা মলদ্বারে একটু ভিজে যায় ইত্যাদি। পুঁজের সাথে সাধারণত রক্ত যায় না। কিন্তু কখনো কখনো অল্প রক্ত যেতে পারে। মলদ্বারের চতুর্দিকে এক বা একাধিক মুখ দেখা দিতে পারে। তিন থেকে ছয়টি মুখ পর্যন্ত দেখেছি। রোগীরা প্রশ্ন করে, এটি বিনা চিকিৎসায় বেশি দিন থাকলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে কি না? ফিস্টুলা দীর্ঘ দিন থাকলেও ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে খুব কম ক্ষেত্রে হলেও হতে পারে। আর একটি বিষয় হচ্ছে পায়ুপথে ক্যান্সার বেশি দিন বিনা চিকিৎসায় থাকলে ফিস্টুলা দেখা দিতে পারে। এরূপ পায়ুপথের ক্যান্সারের ফলে উদ্ভূত ফিস্টুলার বেশ কয়েকজন রোগী দেখেছি। ফিস্টুলা বা ভগনন্দ রোগের চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন। অনেক রোগী আছে ১০-২০ বছর এ রোগে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে কিন্তু অপারেশন করছে না। কারণ

হিসেবে বলেছে যে, অপারেশন করলে নাকি আবার হয়। তাই অপারেশন করে আর লাভ কী? আবার অনেকে অপারেশনকে ভয় পায়। ভয় পেয়ে কেউ কেউ তথাকথিত বিনা অপারেশনে চিকিৎসার জন্য হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে যায়। কোনো কোনো হাতুড়ে ডাক্তার ইনজেকশনের সাহায্যে ভালো করার নামে বিস্ময়কেমিক্যাল ইনজেকশন দেয়। এই ইনজেকশনে রোগী ভীষণ ব্যথা অনুভব করে এবং মলদ্বারের মাংসের পচন ধরে গায়ে জ্বর আসে। এরপর ওই হাতুড়ে ডাক্তারকে যদি বলা হয় যে, এত কষ্ট এবং এই পচন ধরবে এ কথা তো আগে বলেননি। তখন তিনি উত্তর দেন, এগুলো বললে আপনি ইনজেকশন নিতেন না। এ প্রক্রিয়ার ফলে মলদ্বারে অপূর্ণীয় তি হয়ে থাকে। যেমন মল আটকে রাখতে না পারা, মলদ্বার নিচে ঝুলে পড়া, মলদ্বার অতি সরু হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এসব ভুক্তভোগী রোগী লোকলজ্জা এবং সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার কারণে এসব কথা ডাক্তার ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ করে না। পাইলসের চিকিৎসায় যে ইনজেকশন দেয়া হয় তাতে কারো টের পাওয়ার কথা নয়। ব্যথা পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর সত্ত্বেও একটি করে মোট সাতটি ইনজেকশন দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আর একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, পাইলস ছাড়া অন্যান্য রোগে ইনজেকশন দেয়ার জন্য বিধান নেই। তাই আপনার আগে জেনে নেয়া উচিত যে আপনার রোগটি আসলেই পাইলস কি না। এবার আসা যাক ফিস্টুলা অপারেশন করলে আবার হয় কি না এই প্রশ্নে। এক কথায় এর উত্তর দেয়া কঠিন। যেহেতু ফিস্টুলার প্রকারভেদ রয়েছে এবং বিভিন্ন সার্জন ভিন্ন ভিন্ন অপারেশন কৌশল অবলম্বন করেন, তাই এর সাফল্য তুলনা করা দুষ্কর।

এ ছাড়া কী কারণে ফিস্টুলা হয়েছিল তার ওপরও ফলাফল নির্ভর করে। তবে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে খুব সংক্ষেপ বলতে হলে আমি বিগত ৯ বছরের এজাতীয় বহু অপারেশনের অভিজ্ঞতা থেকে বলব যে, জটিল হোক বা বারবারে হওয়া ফিস্টুলাই হোক অপারেশনের পর আবার হওয়ার ধারণাটি অতিরঞ্জিত এবং কালেভদ্রে ষটে। অপারেশনের পর আবার হওয়ার কারণ পর্যালোচনা করা দরকার :

১. ফিস্টুলার প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন সাধারণ ফিস্টুলা ও জটিল ফিস্টুলা। সাধারণ ফিস্টুলা অপারেশন সহজসাধ্য। কিন্তু জটিল ফিস্টুলা যেহেতু মলদ্বারের গভীরে মাংসপেশির ভেতর প্রবেশ করে তাই এর চিকিৎসাও জটিল। এ ধরনের ফিস্টুলা অপারেশন করতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি থাকলে ভালো হয়। যেহেতু মলদ্বারের গভীরে প্রবেশ করে এবং একধাপে এই অপারেশন করলে রোগীর পায়খানা আটকে রাখার মতো ব্যাহত হতে পারে, তাই কয়েক ধাপে সিটন প্রয়োগের মাধ্যমে করলে অধিকতর সফলতা পাওয়া যায়।

২. ফিস্টুলার নালী বিভিন্ন দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করতে পারে। সেগুলো দৈর্ঘ্যসহকারে খুঁজে দেখতে হবে।

৩. ফিস্টুলার ভেতরের মুখটি কোথায় তা শনাক্ত করতে হবে। অনেক সময় ভেতরের মুখ খুঁজে পাওয়া যায় না।

৪. জটিল ফিস্টুলা অপারেশনে যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে দৈর্ঘ্যসহকারে সার্জনের কর্মসম্পাদন করা উচিত। যিনি প্রথম অপারেশন করেন তার হাতেই ভালো হওয়ার সর্বোত্তম সুযোগটি থাকে। বারবার অপারেশন সাফল্যের সুযোগ কমতে থাকে।

৫. অভিজ্ঞ সার্জনদের মতে, ফিস্টুলা অপারেশনের পর সার্জনদের যত বদনাম হয়েছে অন্য কোনো অপারেশনে এতটা হয়নি।

৬. এ অপারেশনের পর মাংস পরীক্ষা করা উচিত। কারণ যদি এটি যক্ষ্মার

কারণে হয়ে থাকে তাহলে যক্ষ্মার ওষুধ না খাওয়ানো পর্যন্ত এটি বারবারে হতে থাকবে। আবার যদি ক্যান্সার ধরা পড়ে তাহলে বড় ধরনের অপারেশন করতে হবে।

৭. পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ যেমন ক্রন'স ডিজিজ যদি সন্দেহ করা হয় তাহলে মলদ্বারের ভেতর কোলনস্কপি পরীক্ষা করে নেয়া উচিত। এতে যদি এই রোগ ধরা পড়ে তাহলে বিশেষ সতর্কতার সাথে ফিস্টুলা অপারেশন করতে হবে।

৮. পায়ুপথে ক্যান্সারের কারণে ফিস্টুলা হলে ক্যান্সারের অপারেশন করতে হবে।

৯. সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি হচ্ছে তিনটি :

ক. পুনরায় ফিস্টুলা হওয়া,  
খ. ত শুকাতে অতিরিক্ত দেরি হওয়া,  
গ. মল ও বায়ু ধরে রাখার অমতা।  
বিভিন্ন গবেষণাপত্রে দেখা যায়, জটিল ফিস্টুলা আবার হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণত ৭ থেকে ১৫ শতাংশ এবং সাধারণ ফিস্টুলা আবার হওয়ার সম্ভাবনা ৪ থেকে ৯ শতাংশ। ত শুকাতে দেরি হয় ৭ শতাংশ ক্ষেত্রে। বায়ু ও মল নিয়ন্ত্রণের সামান্য অমতা ৭ থেকে ১২ শতাংশ।  
লেখক : এমবিবিএস, এফসিপিএস, এফআইসিএস

বৃহদন্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারি বিশেষজ্ঞ, ফেলো, কলোরেকটাল সার্জারি (সিঙ্গাপুর), ইন্টারন্যাশনাল স্কলার, কলোরেকটাল সার্জারি (যুক্তরাষ্ট্র), প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, অব: কলোরেকটাল সার্জারি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

চেষ্টার: ইডেন মাি-কেয়ার হসপিটাল, ৭৫৩ সাত মসজিদ রোড (স্টার কাবাব সংলগ্ন) ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ০১৭৫৫৬৯৭১৭৩-৬, ৫৮১৫০৫০৭-১০



# Kingdom Solicitors

## Commissioner for OATHS

our services

- Immigration
- Family & Children
- Employment
- Litigation

- Benefit
- Landlord & Tenant
- Lease Transfer
- Force Marriage Problem

Tareq Chowdhury  
Principal

This firm is Authorised and regulated  
by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650

t. 020 7650 7970

53A MILE END ROAD  
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT  
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

ইমিগ্রেশনের আবেদন  
ও আপিলসহ যে কোন  
বিষয়ে আমরা আইনী  
সহায়তা দিয়ে থাকি।





# জিএসসি সাউথ ইস্ট রিজিওনের আসন্ন নির্বাচনে ইছবাহ-ফজলুল-সোহেল পরিষদের গোলাপ ফুল মার্কায় আপনাদের মূল্যবান ভোট প্রার্থনা করছি



অনুগ্রহ পূর্বক যেকোন একটি প্রুপ অব এড্রেস ও ফটো আইডি (পার্সপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স) অথবা জিএসসি ফটো আইডি কার্ড সঙ্গে আনবেন ভোট দেয়ার জন্য

## গোলাপ ফুলে ভোট দিন



৯ জুলাই রবিবার ২০১৭

দ্য অট্রিয়াম লন্ডন ভেন্যু

১২৪ চ্যেঙ্গার স্ট্রীট লন্ডন ইং

### আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি :

আমরা নির্বাচিত হলে হাউজিং, বিভিন্ন বেনিফিট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলারদের মাধ্যমে পরামর্শ সাজারী চালু করা।

অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এডভাইজার ও আইন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ইমিগ্রেশন বিষয়ক ও বিভিন্ন আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য প্রতিমাসে সাজারী চালু করা হবে।

মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার ও বর্ণবাদ বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে যৌথ সভা/সেমিনারের আয়োজন করা।

বাংলাদেশ হাই কমিশনের সাথে পার্টনারশীপের ভিত্তিতে জিএসসি হেড অফিসে নো-ভিসা রিকোয়ার্ড/ভিসা সার্ভিস প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হবে।

প্রবাসীদেরকে বাংলাদেশে যাওয়া আসা সহ বিভিন্ন এয়ারপোর্টে হয়রাণী বন্ধ সহ বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে লবিং করা ও প্রবাসীদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা।

ডুয়েল সিটিজেনশীপ ও ভোটার অধিকার বজায় রাখার জন্য আন্দোলন এবং সরকার সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর চাপ অধ্যাহত রাখা।

সাউথ ইস্ট রিজিওনের পক্ষ থেকে খেলাধুলা, ফুটবল টুর্নামেন্ট সহ সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা সহ ধর্মীয় এবং জাতীয় দিবসগুলো পালন করা।

জিএসসি সদর দপ্তরে সাপ্লিমেন্টারী এডুকেশন ও মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষা প্রদানের আয়োজন করা।

সাউথ ইস্ট রিজিওনের নেতৃবৃন্দ প্রতিমাসে দুই দিন হেড অফিসে বসে সকল শাখা রিজিওন ও কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সেতুবন্ধন তৈরী করা।

দিল্লী থেকে বৃটিশ ভিসা অফিস বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে লবিং করে চাপ প্রয়োগ করা।

বেকার ও মহিলাদের কর্মপোষণী করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া।

প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া গুলো বৃটিশ এমপি ও মন্ত্রীদের কাছে তুলে ধরে লবিং করা।



মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন  
চেয়ারপার্সন



ফজলুল করিম চৌধুরী  
সাধারণ সম্পাদক



সুফি সোহেল আহমেদ  
ট্রেজারার



তৌফিক আলী মিনার



মনজুর রেজা চৌধুরী



ফয়জুর রহমান



মো: আবুল কলাম



রফিক আহমদ রফিক



মো: লোকমান আলী



শমসুল হোসেন



মো: মামুনুর রশীদ



ব্যারিস্টার মাহমুদুল হক



ব্যারিস্টার আশরাফুল আলম চৌধুরী



এম এ আওয়াল



সৈয়দা লাবলী চৌধুরী



মো: আবদুল মোতালেব



এম এ গফুর



আবদুল বাসিত বাদশা



আবদুল মালিক কুটি



মুহিব চৌধুরী



সৈয়দ জিবুল হক



আবদুস ছোবহান



মো: আবুল মিয়া



আলাউর রহমান



মো: আখলাকুর রহমান



আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম



কামরুল হাসান চৌধুরী



শাহ সোহেল আমিন



মো: আবদুল আহাদ



জ্যেথ্রা ইসলাম



মো: আজম আলী



দিলওয়ার হোসেন



লোকমান হোসেন



রুখল আমিন



আবদুল হাকিম হাদী



গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে (জিএসসি) সাউথ ইস্ট রিজিওন

প্রচারে : ইছবাহ-ফজলুল-সোহেল পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি  
07908183627, 07932633695, 07799130097, 07984897261, 07984564118



# বাবা দিবসে বিক্ষিপ্ত কথামালা



তারেক চৌধুরী

আজ বাবা দিবস। আমার বাবাকে ডাকতাম 'আব্বা'। আল্লাহর বাড়ি চলে গেছেন এক দশকের কাছাকাছি। আব্বাকে মনে হতো ম্যাজিস্ট্রেটের মতো। এখনকার মত এত বাপু ছেলে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কখনোই ছিল না। ভয় পেতাম, ভালোবাসতাম তবু মাখামাখি কোনো সম্পর্ক ছিল না। সম্পর্কটা ছিল শ্রদ্ধার আর স্নেহের। স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তিন দশকের বেশি সময় আর মোট শিক্ষকতায় ছিলেন চার দশকের বেশি সময়। চলিশের দশকে গ্রাজুয়েশন করে শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি। ছাত্ররা বাঘের মত ভয় পেত। ছাত্ররা অপরাধ করুক বা না করুক-যত দূর সম্ভব তাঁর চোখের সামনে না পড়ার চেষ্টা করতো সবাই। রাস্তায় সাইকেল নিয়ে এলে সম্মুখ দিক থেকে আসুক বা পেছন দিক থেকে আসুক কমপক্ষে কয়েক শ' গজ দূর থেকে বা অনেক দূর থেকে সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে যেতো ছাত্ররা। আব্বা মৌলভী ছিলেন না, তবে অনেকেই মৌলভী ভাবতো। আরবী বা ইংরেজি পড়ায় ভুল থাকলে অন্য রুম থেকে ভুল ধরতে পারতেন। আমরা জোরে জোরে পড়তাম। ঘরে বেশির ভাগ সময় জামাতে নামাজ হতো। আব্বা ইমামতি

করতেন বাসায় এবং স্কুলে যখন ধর্মীয় শিক্ষক থাকতেন না। রোজা মাসে আব্বা বাসায় সুরা তারাবিহ পড়াতেন। ক্লাস্ত হয়ে যেতাম। প্রতি দুই রাকাতের শুরুতে বসে থাকতাম একদম রুকুতে যাওয়ার সময় নামাজে যোগ দিতাম। এসব কিছু আব্বা হয়তো দেখতেন না। বাসায় শেষের দিকে টেলিভিশন ছিল। নামাজের জন্য বা আব্বার উপস্থিতির জন্য কত প্রিয় নাটক দেখতে পারি নাই তার হিসাব নাই। টেলিভিশন দেখবো- এ কথা আব্বাকে অনুরোধ করার মতো সাহসি লোক বাসায় কম ছিলো। আব্বাকে দিয়ে তদবির করিয়ে হয়ত মাঝে মধ্যে কিছু দেখা হয়েছে। তাও ঈদ বা কোনো উপলক্ষ থাকলে। পড়া, নামাজ, সকালে ঘুম থেকে উঠা, সন্ধ্যার পূর্বে বাসায় ফেরা, দেরি হলে কৈফিয়ত

টেলিভিশন দেখবো- এ কথা আব্বাকে অনুরোধ করার মতো সাহসি লোক বাসায় কম ছিলো। আব্বাকে দিয়ে তদবির করিয়ে হয়ত মাঝে মধ্যে কিছু দেখা হয়েছে। তাও ঈদ বা কোনো উপলক্ষ থাকলে। পড়া, নামাজ, সকালে ঘুম থেকে উঠা, সন্ধ্যার পূর্বে বাসায় ফেরা, দেরি হলে কৈফিয়ত দেয়া এগুলো ছিল নিয়ম। কোন কিছুর জন্য পালটা যুক্তি দেয়া সংবিধানে ছিল না। শাসনের জন্য হাত তোলা কথা অনেকের পরিবারের ক্ষেত্রে শুনেছি। আমাদের পরিবারে আব্বার কথাই ছিল আইন। এখনো নিজে থেকে আব্দুন নূর চৌধুরীর ছেলে হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি।

দেয়া এগুলো ছিল নিয়ম। কোন কিছুর জন্য পালটা যুক্তি দেয়া সংবিধানে ছিল না। শাসনের জন্য হাত তোলা কথা অনেকের পরিবারের

ক্ষেত্রে শুনেছি। আমাদের পরিবারে আব্বার কথাই ছিল আইন। এখনো নিজে থেকে আব্দুন নূর চৌধুরীর ছেলে হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ

করি। গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণার দিন স্কুলের ক্লাসগুলোতে শিক্ষকদের সম্মাননা দেয়া হতো। প্রতিটি ক্লাস শিক্ষকরা পরিদর্শন করতেন। ছাত্ররা শিক্ষকদের মাল্য ভূষিত করতো। ক্লাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হতো। ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরণের ফলমূলের ছবি অঙ্কন করতো। শিক্ষকেরা মারকিং করতেন। এখনও করেন কিনা জানি না। স্কুল থেকে ফুলের মালা, কাগজের মালা নেয়ার জন্য আমিও মাঝে মধ্যে আব্বার সঙ্গে যেতাম। নামাজ জীবনে বাদ দিয়েছেন দেখি নাই। ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ন। নীতির সঙ্গে আপোস করতেন না। সৎ ও সাহসী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। লেখাপড়া টুকটাক করেছি কিন্তু আব্বার গুণের অনেক কিছুই অর্জন বা আয়ত্ত্ব করতে পারিনি। লিখতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন অনেক কিছুই মনে পড়ছে। আলাহ তায়ালা যেনো তাঁর জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ জায়গা মঞ্জুর করেন এই দোয়া করি। সকলের মা বাবাকে পরম করুণাময় তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন- এই মিনতি করছি।

লেখক: সাংবাদিক, আইনজীবী। সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট।



লেখকের পিতা আব্দুন নূর চৌধুরী ১৯৮৯ সালে শায়েরগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ছবি: মোহাম্মদ ফজলে করিম ইমরান।

## প্রতিদিন হৃদয়পটে ভেসে ওঠে যে মুখচ্ছবি



কাইয়ুম আবদুল্লাহ

স্পষ্ট এখনো সবকিছু মনে আছে। বাবাকে কবরস্থ করে চলে আসার কয়েক বছর পেরিয়ে গেছে, তবু কোনো কিছুই ভোলা যাচ্ছে না। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন মখমল ভোর। দিগন্ত বিস্তৃত বিকেল। বাড়ির পাশের মসজিদসহ পুরো গ্রামকে প্রায় অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে অন্তরকম নিস্তন্ধতায় ঘুমিয়ে থাকা সফেদ শ্বশ্রুর্মন্ডিত আব্বার মুখাবয়ব। সিরাজ চাচার সেই আক্ষেপ- "আমারার আস্তা গাউ আইন্দার আইগিলো!"

নাহ! আর ঘুম ভাঙলো না আব্বার। দীর্ঘ ৩ মাস বাড়ি, ক্লিনিক-আইসিইউতে দৌঁড়াইতে হলো কেবল, কোনো লাভ হলো না। অবশেষে তার অভিমান অক্ষন্ন রেখেই চিরনিদ্রায় চলে গেলেন তিনি। শেষ ঠিকানায় শায়িত রেখে আমাদেরও ফিরতে হলো সেকেন্ড হোম বিলেতে। আমরা মানে- আমি ও আমার বড় ভাই। বাবার গুরুতর অসুস্থতার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ দুজনই ছুটে গিয়েছিলাম। বাবার পাশে ৪ মাস থাকার সৌভাগ্য হয়েছিলো ঠিকই। কিন্তু দুঃখ শুধু একটাই - বাবা আমাদের উপস্থিতি বা স্পর্শ বুঝতে পেরেছিলেন কি-না তা আর জানা হলো না। চূড়ান্ত ফেরার দিনের আগেই বুকের ভেতর এক অন্তরকম ধুকধুকানি অনুভূত হলো- আমাদের জন্য আর প্রতীক্ষায় রইবে না কেউ! আটাশ ডিসেম্বর ২০১৩, দুপুরে ওসমানি বিমানবন্দরে আত্মীয়-

স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকার উদ্যেশে সিলেট ত্যাগ করলাম। পরদিন ঢাকা থেকে লন্ডনে ফ্লাইট। অন্যবার এয়ারপোর্ট পর্যন্ত বাবা আসতেন। সবকিছুতে আমি দেরি করি তাই ফ্লাইট যাতে মিস না হয় সেজন্য তার ভেজা চোখ অড়াল করে বাড়ি থেকে আমাকে তাড়া দিয়ে বের করে নিয়ে আসতেন। মাকে হারিয়েছি অনেক আগে। তারপর বাবাই ছিলেন ধ্যান-জ্ঞান। একটু বেশি আড্ডাবাজ ছিলাম বলে প্রায়ই সিলেট শহর থেকে রাত গভীর করে বাড়ি ফিরতাম। তাতে বাবার কী পেরেশানি! গ্রামে তখনো বিদ্যুৎ যায়নি। মাঝে মাঝে এমনও হতো অপেক্ষা করতে করতে হারিকেন কিংবা টর্চ লাইট হাতে কাউকে সাথে নিয়ে আমার খুঁজে থানা সদর বিশ্বনাথ বাজার পর্যন্ত চলে আসতেন। গভীর রাতে কষ্ট করে আমার খুঁজে বাবার বেরনোয় নিজেকে খুব অপরাধী মনে হতো। তাই মাঝে মধ্যে কিছুটা রাগ করে বলে ফেলতাম- আমিতো আসতেছি, তবু কীসের জন্যে ...? বাবা বলতেন: আমি কি আসতে চাই, পীঠ যে আমাকে থাকতে দেয় না বিছানায়, তুই কী বুঝবে, কতকিছু মনে ওঠে! এই ছিলেন বাবা। একটু-আধটু কবিতা লিখি দেখে আব্বা প্রায়ই বলতেন 'বাবা কবিতা-টবিতা লিখে কী লাভ? কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে খুশি



হারিকেন কিংবা টর্চ লাইট হাতে কাউকে সাথে নিয়ে আমার খুঁজে থানা সদর বিশ্বনাথ বাজার পর্যন্ত চলে আসতেন। গভীর রাতে কষ্ট করে আমার খুঁজে বাবার বেরনোয় নিজেকে খুব অপরাধী মনে হতো। তাই মাঝে মধ্যে কিছুটা রাগ করে বলে ফেলতাম- আমিতো আসতেছি, তবু কীসের জন্যে ...? বাবা বলতেন: আমি কি আসতে চাই, পীঠ যে আমাকে থাকতে দেয় না বিছানায়, তুই কী বুঝবে, কতকিছু মনে ওঠে!

হতেন তা বুঝতে দিতেন না। দেশে যাওয়ার পর দেখতে পেলাম- বাবার রুমের আলমিরির গ্লাস উইনডোতে আমারই প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বোনদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম আব্বাই নাকি

কোথা থেকে বইটি খুঁজে এনে এভাবে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছেন। তাছাড়া লন্ডনে চলে আসার পর একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি আর কবিতা লিখি কি-না? উত্তরে

বলেছিলাম তেমন লিখা হয় না। তখন তিনি বলেছিলেন মাঝে মধ্যে লেখার চেষ্টা করিও। ছোটবেলা থেকেই বাগান করার সখ ছিলো। দিনমান বাগান পরিচর্যায় লেগে থাকি দেখে বলতেন- এসবে কি ভাত দেবে? তবু আমি যখন বাইরে থাকতাম সেই তিনিই আবার নিজে অথবা কাউকে দিয়ে আমার ফুল গাছগুলিতে পানি দিতেন। এ ধরনের অনেক স্মৃতি বাবাকে নিয়ে। এই পরিসরে আর বেশি লিখতে চাই না। কায়মনো ব্যাক্যে শুধু একটাই চাই- আল্লাহ যেন বাবা-মার আত্মাকে শান্তিতে রাখেন এবং ওপারের জীবনে আবারও তাদের সাথে মিলিত করেন। বাবা দুবার লন্ডনেও এসেছিলেন। সান্নিধ্য পাবার জন্যে আরেকবার নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিলো, সেটা আর হলো না! যে রুমটিতে বাবা থাকতেন বহুদিন সেটিকে বাবার রুম নামেই ডাকা হতো। বিলেত চলে আসার পর একটি বিষয় বারবার ভাবতো যে, বাবার কিছু হলে সাথে সাথে তাকে দেখতে চলে যেতে পারবো তো? তাই আল্লাহর কাছে প্রতিদিন দোয়া করতাম- বাবার শেষ সময়ে যেন কাছে থাকতে পারি। আল্লাহ হয়তো কবুল করেছিলেন। হয়েছিলোও তাই, বাবার অসুস্থতার খবর শোনে সাথে সাথে আমরা দুই ভাই ছুটে যাই। দীর্ঘদিন কাছে থেকে বাবার যাতে কোনো কষ্ট না হয় আশ্রয় সেই চেষ্টাই করেছি। ভাবছিলাম হয়তো তার জ্ঞান ফিরবে এবং ডাক্তারও সেই আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আফসোস থেকে গেলো যে, বহু চেষ্টা করেও শেষবারের মতো বাবাকে কিছু বলতে বা তার কাছ থেকে কোনো কিছু শোনা হলো না। দেশে অনেকদিন হয়ে যাওয়ায় বাচ্চাদের কী যে আকৃতি- বাবা চলে এসো, চলে এসো। জবাবে তাদের আসতেছি বলে শান্তনা দিলেও মনে মনে ভাবতাম- তোমরা কেন বুঝ না যে, আমার বাবাকে আমি কোথায় রেখে আসি। তোমাদের বাবা কিছুদিনের জন্যে দূরে থাকলেও তোমারাতো মায়ের কাছে আছো, আমার বাবাকে কার কাছে রেখে আসবো? শেষ পর্যন্ত বাবাকে কবরস্থ করেই ফিরতে হলো। এখন হৃদয়পটে সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবিই একমাত্র শান্তনা।

লেখক : কবি, সাংবাদিক। বার্তা সম্পাদক, সাপ্তাহিক সুরমা, লন্ডন।



# ছোটবেলার ঈদ



আকবর হোসেন

আর মাত্র ক'দিন পরেই আসছে ঈদ। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর আমরা ঈদের খুশিতে মেতে উঠবো। ঈদ আসে বছরে দু'বার। ঈদ আসে ঈদ যায়। হায়! কতদিন হলো বাড়িতে সবার সাথে ঈদ করা হয়নি। ঈদ এলেই

ছোটবেলার ঈদের কথা মনে পড়ে। আগের দিনের ঈদের আমেজ ও আনন্দ সত্যি খুবই মিস করি। বিলেতে ঈদের আনন্দ যে একেবারে উপভোগ করি না তা কিন্তু নয়। আমাদের এখানে ঈদগাহ না থাকলেও ঈদ ইন দ্যা পার্ক আমাদেরকে জামাতে নামাজের সুযোগ এনে দিয়েছে। পার্কে ঈদ উদযাপন দেশের মতো ঈদগাহে নামাজ আদায়ের সেই আমেজ ও অনুভূতি অনেকটা পূরণ করেছে। তারপরও ঈদ এলে কিছুটা নষ্টালজিক হয়ে যাই। সেই ছোটবেলার ঈদই আমাদের কাছে ছিলো অনেক উৎসবমুখর এবং খুবই আনন্দের। এ নিয়ে কিছু স্মৃতিকথা এখানে তুলে ধরবো।

১৫ রোজা যাবার পরপরই শুরু হতো কাউন্টডাউন। কবে হচ্ছে ঈদ। নতুন কাপড় পরার এক অদম্য বাসনা মনে। সে অনুযায়ী বাজারে টেইলারের

দোকানে শার্টের অর্ডার দেয়া হতো। সে সময় একটি বড়ো দুঃশ্চিন্তার বিষয় ছিলো যদি সময়মতো কাপড় ডেলিভারী না পাই। শার্টের মাপজোক দেয়ার পর টেইলারের দোকানে মাঝে মাঝে আবার চক্রর দিয়ে আসতাম। চেক করতাম আমাদের কাপড় সেলাই হচ্ছে কিনা। তখন তো আর রেডিমেইডের এতো প্রচলন ছিলো না। ঈদের একদিন পূর্বে কাপড় ডেলিভারী পেয়ে মনে কী যে সুখানুভূতি পেতাম! তারপর এটা ভাজ করে বালিশের নিচে রাখতাম। পরেরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই গলা ফাটিয়ে আওয়াজ দিতাম -আজ ঈদ! বাড়ির পুকুরে গোসল সেরে নতুন কাপড় পরে নামাজের জন্য তৈরি হতাম। আর ঈদের আগেই আমাদের চুল কাটা হতো এবং আন্না হাত-পায়ের নখগুলোও কেটে দিতেন।

সন্দেশ বানানোর দৃশ্য উপভোগ করতাম। আর গরম গরম সন্দেশ সাবাড় করতাম। কতদিন হলো সেই সন্দেশ ফুলে উঠার দৃশ্য দেখিনি! আন্না বলতেন, পুরুষ মানুষ পাশে থাকলে নাকি 'ছুইত' লাগি যায়। সন্দেশ ফুলে উঠেনা। কিন্তু আমি পাশে বসে প্রমাণ

সত্যিই অপূর্ব। কেউ কেউ আবার নামাজ মিসও করতেন। আবার কেউ কেউ কোন রকমে এসে নামাজ ধরতেন। নামাজ শুরুর আগে সকলেই একে অন্যের খোঁজ-খবর নিতেন। অমুক এসেছেন কিনা, আর কেউ বাকী আছেন কিনা।

কর্মসূচীতে কবর জিয়ারতও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সবকিছু শেষে যখন দিন ফুরিয়ে আসতো তখন খুবই খারাপ লাগতো। দিনটি আরো লম্বা হলে যেনো আরো ভালো লাগতো, আরো উপভোগ করতে পারতাম। আজ আর সেদিন নেই! ছোটবেলার

ঈদের জামায়াতে দলবেধে যাওয়াটাও ছিলো অনেক আনন্দের। চতুর্দিক থেকে নব সাজে সজ্জিত মানুষেরা ঈদগাহে জড়ো হতেন। সবাই এক কাতারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন। এখানে মানুষে মানুষে নেই কোন ভেদাভেদ, নেই কোন হিংসা-বিদ্বেষ। তারপর ঈদের নামাজ হতো। ইমাম সাহেবের খুতবা ও দোআর পর একে অন্যের সাথে আলিঙ্গন ও কোলাকুলির দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব।

করতাম যে সেটি মিথ্যা শুধুই এক ধরণের কুসংস্কার। ঈদের জামায়াতে দলবেধে যাওয়াটাও ছিলো অনেক আনন্দের। চতুর্দিক থেকে নব সাজে সজ্জিত মানুষেরা ঈদগাহে জড়ো হতেন। সবাই এক কাতারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন। এখানে মানুষে মানুষে নেই কোন ভেদাভেদ, নেই কোন হিংসা-বিদ্বেষ। তারপর ঈদের নামাজ হতো। ইমাম সাহেবের খুতবা ও দোআর পর একে অন্যের সাথে আলিঙ্গন ও কোলাকুলির দৃশ্য

মজার ব্যাপার হলো আমাদের এক খালু ঈদগাহে আসতে প্রায়ই দেরি করতেন। তার জন্য সকলেই অপেক্ষা করতেন। কারণ তিনি এসে শরীক হলে ধরে নেয়া হতো যে নামাজে এসে পৌঁছার আর কেউ বাকি নেই। ঈদগাহ থেকে বাড়িতে গিয়ে সবাইকে সালাম করতাম। তারপর দলবেধে এ বাড়ি ও বাড়ি যাবার পালা শুরু হতো। মুকব্বীদের সালাম করতাম, সন্দেশ পিঠা খেতাম। বন্ধু-বান্দবদের সাথে সারাদিন ঘুরে বেড়াইতাম। ঈদের দিনের

ঈদের আনন্দ কোথায় জানি হারিয়ে গেছে। আমাদের বাচ্চাদের কাছে এই অনুভূতিগুলো শেয়ার করলে তারাও আমাদের সেই আনন্দের শিহরণ অনুভব করতে পারবে বলে মনে করি। আজ চতুর্দিকে অশান্তি। অন্যায় যুদ্ধ ও সন্ত্রাস আমাদের শান্তি ও আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। মানবতা আজ বিপর্যস্ত। তবুও সবার জন্য শুভ কামনা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবাইকে ঈদ মোবারক। লেখক: সাংবাদিক, লেখক লন্ডন

## ৩য় পৃষ্ঠার পর ...

### কনজারভেটিভ-ডিইউপি জোট গঠনে অনিশ্চয়তা

জোট গঠন নিয়ে দুই দলের মধ্যে আলোচনায় 'আরও বেশি মনোযোগ' দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, বেলফাস্টে কিছু ডিইউপি নেতা বলছেন, 'কনজারভেটিভ দলের পেছনের সারির কিছু নেতাদের কটুক্তি' তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটিকে কঠিন করে তুলেছে। এই ধোঁয়াটে পরিস্থিতির মধ্যেও কনজারভেটিভ প্রশাসনকে সমর্থন দেওয়ার মতো একটি চুক্তি হতেই পারে বলে জানিয়েছেন ইউনিয়নিস্ট পার্টির ওই একই সূত্র। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠকের উদ্দেশ্যে ব্রাসেলসের পথে রওনা দেওয়ার আগে বৃহস্পতিবারের মধ্যেই এই চুক্তি সই হওয়া সম্ভব বলে মন্তব্য তাদের। ডিইউপি'র এই নেতারা বলছেন, 'কনফিডেন্স অ্যান্ড সাপোর্ট' নীতির ভিত্তিতে যে চুক্তি দুই দলের নেতাদের মধ্যে হওয়ার কথা, তার ৯০ শতাংশ শর্তেই একমত দুই পক্ষ। বাকি সামান্য কয়েকটি বিষয়েই তৈরি হয়েছে মতপার্থক্য। এর মধ্যে একটি বিষয় হলো এয়ার প্যাসেঞ্জার ডিউটি। ডিইউপি চায়, উত্তর আয়ারল্যান্ডের জন্য এই শুল্ক প্রত্যাহার করা হোক। তবে সেক্ষেত্রে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও অন্যান্য এলাকার পক্ষ থেকেও একই ধরনের দাবি ওঠার আশঙ্কা রয়েছে।

### নতুন পার্লামেন্টে ভাষণ দিলেন রানি

ইউনিয়নিস্ট পার্টিতে রাজি করতে কনজারভেটিভদের আরও সময় দিতে চান রানি। সে কারণেই নির্ধারিত দিনের কয়েকদিন পর এই ভাষণ অনুষ্ঠিত হবে। তবে সেই দিনটি কবে, তা জানানো হয়নি। ৮ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর তুমুল চাপে রয়েছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও কনজারভেটিভ নেতা থেরেসা মে। হাউস অব কমন্সে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিতের জন্য কনজারভেটিভদের ডিইউপি'র এমপিদের সমর্থন প্রয়োজন। নির্বাচনে ডিইউপি পেয়েছে ১০টি আসন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত কনজারভেটিভদের প্রয়োজন ৮টি আসন। আর তাই সমর্থন নিশ্চিত দলটির সঙ্গে সম্ভাব্য চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ডাবলিং স্ট্রিট। এখনও ডিইউপি'র সঙ্গে সমঝোতা হয়নি। তাই কনজারভেটিভদের সংখ্যালঘু সরকারের পক্ষেই নতুন আইনের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করেন রানি। কুইন্স স্পিচে উপস্থাপিত নতুন সরকারের খসড়া আইনের ওপর ভোটাভূটি হবে আগামী সপ্তাহে। ডিইউপি সূত্রের বরাতে দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, সেইদিন ডিইউপি'র সমর্থন মিললেও মিলতে পারে। পরবর্তী দুই বছরের নীতি নির্ধারণ করা হবে রানির এই ভাষণের মধ্য দিয়ে। ভাষণে ব্রেকিং অভিবাসন আর সন্ত্রাসবাদ প্রশ্ন আলোচিত হয়।

### জিএসসি সাউথ ইস্ট রিজিওনের নির্বাচন ৯ জুলাই

জানিয়েছেন 'আগামী ৯ জুলাই সংগঠনের সাউথ ইস্ট রিজিওনের নির্বাচন পূর্ব লন্ডনের অট্রিয়াম হলে দুপুর ১২টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন নিয়ে জটিলতা দূর করতে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়ছর, ট্রেজারার ফিরোজ খান, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মিয়া মনিরুল আলম, সাবেক সভাপতি মনছব আলী, সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান, ও মির্জা আসহাব বেগ। এই কমিটি উভয় পক্ষের সাথে আলোচনা করে সঠিকভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য পূর্বে নির্বাচন কমিশনকে আবারো নিয়োগ দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনারগন হচ্ছেন বিবিসিসিআই'র সাবেক সভাপতি শাহগির বখত ফারুক, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম, ক্যানারিওয়ার্ফ গ্রুপের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স জাকির খান। উল্লেখ্য, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল সাউথ ইস্ট রিজিওনের বিজিএম ও নির্বাচন সম্পন্ন করতে কেন্দ্র গঠিত সাব কমিটির সবধরনের সহায়তা প্রদান করবে। এদিকে বিজিএম ও নির্বাচন সৃষ্টিভাবে সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতা চেয়েছে সাব কমিটি। নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



## Al Khidmah Tours

### HAJJ PACKAGE 2017

4\* NON-SHIFTING PACKAGE

DEPARTURE: 22 AUG 2017 | RETURN 09 SEP 2017

**AIRLINE: EMIRATES**

MAKKAH: 4\* ROYAL MAJESTIC HOTEL  
MADINAH: 4\* SAJJA AL MADINAH HOTEL

FROM

# £4850

### HAJJ PACKAGE 2017

5\* SHIFTING PACKAGE

DEPARTURE: 25 AUG 2017 | RETURN 17 SEP 2017

**AIRLINE: SAUDI**

MAKKAH: SWISSOTEL MAKKAH  
MADINAH: AL ANWAR MOVINPICK

FROM

# £4750

## CALL US NOW 0207 377 5252

0782 577 6377 - 0798 370 2832 - 0773 774 9507 - 0750 600 2053

alkhidmahtours1@gmail.com  
65 New Road, London E1 1HH



## চারদিকে আতঙ্ক

সিলেটের বিশ্বনাথে। লন্ডনের অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলেছে, ঘটনার পর সোমবার রাতে কয়েক শত মানুষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নিহত মাকরাম আলীর প্রতি ও আহতদের উদ্দেশ্যে। পবিত্র রমজান মাসের শেষের দিকে ফিসবারি পার্ক এলাকায় ইফতারের পর মুসলিমদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়টিকেই হামলার জন্য বেছে নেয় সন্ত্রাসী ডায়েরেন অসবর্ন। তাকে গ্রেপ্তার করে রিমাডে নেয়া হয়েছে। এমনিতেই উপর্যুপরি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ইসলামোফবিক হামলার আশঙ্কায় দিনান্তিপাত করছিলেন বৃটিশ মুসলিমেরা। এবার ফিসবারি পার্কে মুসল্লিদের উপর সন্ত্রাসী হামলার পর মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। রাস্তায় চলাচলে, শপিং করতে সর্বোপরি মসজিদে যাতায়াতে মুসলমানদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত থাকতে হচ্ছে। ঘরে বাইরে চারদিকেই আতঙ্ক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, মুসল্লিদের ওপর ভয়ানক উঠিয়ে দেয়ার কারণে একজন নিহত হন। আহত হন ৮ থেকে ১০ জন। এরপরই ভয় থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যায় দু'জন। কিন্তু পালাতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে ডায়েরেন অসবর্ন। এ সময় স্থানীয় মসজিদের ইমাম তাকে প্রহার না করতে জনগণকে অনুরোধ করেন। তখন ডায়েরেন অসবর্ন চিৎকার করে বলতে থাকে- আমি সব মুসলিমকে হত্যা করতে চাই। এখন তার বিরুদ্ধে পুলিশ হত্যা ও হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করছে। তারা তদন্ত করে দেখছে সে সন্ত্রাসের প্রকৃতি নিয়ে অথবা উৎসাহিত হয়ে এমন কাজ করেছে কিনা।

তাকে গ্রেপ্তার করে সরিয়ে নেয়ার পর পরই লোকজন ফুল হাতে ছুটে যায় সেখানে। তাদের কারো হাতে ব্যানারে লেখা ছিল 'আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ'। আবার কারো কাছে লেখা ছিল 'আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি'। একপর্যায়ে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ক্রেসিডা ডিকের নেতৃত্বে বিভিন্ন ধর্মের নেতারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন ফিসবারি পার্ক মসজিদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ কোজবার। সবার এমন সাড়াকে মহত উদ্যোগ বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি। ফিসবারি পার্ক হামলাকে তিনি ওয়েস্টমিনস্টার, ম্যানচেস্টার ও লন্ডন ব্রিজ হামলার মতোই সন্ত্রাসী হামলা বলে উল্লেখ করেন। মোহাম্মদ কোজবার বলেন, ফিসবারিতে আমরা আমাদের পরিবার, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের মর্যাদার ওপর এক ভয়াবহ হামলা অবলোকন করলাম। ৬ সন্তানের পিতা মাকরাম আলীকে হত্যা করা হয়েছে ঠাণ্ডা মাথায়। সন্ত্রাসী এ হামলায় আহত হয়েছেন অনেকে। এসব মানুষ, এসব সন্ত্রাসীর একটিই উদ্দেশ্য- তাহলো তারা আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায়। যুগা ছড়িয়ে দিতে চায়। ছড়িয়ে দিতে চায় আতঙ্ক। ফিসবারি পার্ক এলাকায় আমরা সবাই মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করছি। সন্ত্রাসীরা আমাদের সেই সৌহার্দ্যকে বিভক্ত করতে চায়। কিন্তু আমাদের কথা- আমরা এমনটা হতে দেবো না। শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্য ধর্মীয় নেতারাও। উপস্থিত ছিলেন স্টিফনি'র বিশপ রেভারেন্ড আদ্রিয়ান নিউম্যান। তিনি বলেছেন, একটি ধর্মে বিশ্বাসীদের ওপর হামলা মানে আমাদের সবার ওপর হামলা। রাবি হারশেল গ্লাক বলেন, এই ঘটনা বৃটেনে সব মুসলিমের ওপর হামলা। এতে তারা আহত হয়েছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর একটি একক হামলা মানে হলো গ্রেট বৃটেনের প্রতিটি নাগরিকের ওপর হামলা। কারণ, আমরা সবাই মিলে এক জাতি। আমরা একসঙ্গে বসবাস করি। একসঙ্গে কাজ করি। দেশ গড়তে একে অন্যকে সহযোগিতা করি। ওদিকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বলেছে, জনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে। যারা পবিত্র রমজান পালন করছেন তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে বিশেষ নিরাপত্তা ফিসবারি পার্ক মসজিদের মুসল্লিদের উপর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র জন বিগস। তিনি বলেন, নির্দোষ মুসল্লিদের উপর এধরনের হামলা নৃশংস এবং কাপুরুষাচিত। এক বিশেষ বিবৃতিতে তিনি এই নিন্দা জানান।

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, গত কয়েকদিনে আমাদের এই নগর আরো বেশকিটি সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে। আর যারা এই হামলার পিছনে রয়েছে তাদের একটাই উদ্দেশ্য আমাদেরকে বিভক্ত করা। কিন্তু তারা এই কাজে কখনোই সফল হবে না। কারণ প্রতিটি হামলার পরই আমাদের কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে। এবারও এর ব্যতিক্রম হবে না।

মেয়র বলেন, সন্দেহ নেই ফিসবারি পার্ক মসজিদের ঘটনার পর আমাদের অনেকের মনেই নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ এবং আশংকার সৃষ্টি হয়েছে। আর এজন্য আমি আমার কমিউনিটি সেইফটি বিষয়ক কেবিনেট মে'রকে নিয়ে পুলিশের বারা কমান্ডারের সাথে টাওয়ার হ্যামলেটসের নিরাপত্তা ইস্যুতে

সোমবার সকালে এক বিশেষ বৈঠকে অংশ নেই। বৈঠকে বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে, বিশেষ করে মসজিদের আশেপাশে পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা বারা কমান্ডার আমাদেরকে অবহিত করেন এবং আমরা একে স্বাগত জানাই।

কেবিনেট মে'র ফর কমিউনিটি সেইফটি কাউন্সিলার আসমা বেগম বলেন, ফিসবারি পার্ক মসজিদের ঘটনার পরপরই অর্থাৎ সোমবার সকালে কাউন্সিলের উদ্যোগে বারার পুলিশ প্রধান এবং ধর্মীয় ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে টাওয়ার হ্যামলেটসে এধরনের হামলা এড়াতে সর্বোচ্চ সতর্কতা নেয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা হয়। বৈঠকে মসজিদের আশে পাশে পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানোর বিষয়টিকে আমরা সবাই স্বাগত জানাই এবং নিরাপত্তা ইস্যুতে মসজিদ এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে একসাথে কাজ করে যাবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

## বিশ্বনাথে ইরন মিয়ার বাড়িতে শোকের মাতম

সিলেট প্রতিনিধি: নর্থ লন্ডনের ফিসবারি পার্ক মসজিদের কাছে মুসল্লিদের ওপর সন্ত্রাসী হামলায় নিহত বাংলাদেশি মকরম আলী ইরনের (৬২) গ্রামের বাড়ি সিলেটের বিশ্বনাথের সরকারি মসজিদে শোকের মাতম। প্রিয়জন হারানো পরিবার-পরিজনের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

২০ জুন মঙ্গলবার ইরনের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, ভেতর থেকে কয়েকজন মহিলায় কান্নার আওয়াজ। ইরনের বড় ভাইয়ের ছেলে জিয়াদ আহমদ জানালেন, ভেতরে নিহত ইরনের দুই বোন কান্নাকাটি করছেন। কথা বলতে গিয়ে তিনিও আবেগাপ্ত হয়ে পড়েন। ইরনের দু'বোন সিতারা বেগম ও তেরাবান বিবি জানান, আমরা তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। আমাদের বড় দুই ভাই অনেক আগেই মারা গেছেন। যার কারণে, ভাই বলতে ইরনই ছিল সকলের আদরের। লন্ডনে সোমবার তাঁর নিহত হওয়ার খবর শুনে আমরা হতবিস্ময় হয়ে পড়ি। আমরা ভাই হত্যার বিচার চাই।

পারিবারিক সূত্র জানায়, বারো বছর আগে বিশ্বনাথ উপজেলার সরকারি গ্রামের মৃত আবদুল গণির পুত্র মকরম আলী ইরন লন্ডনে পাড়ি জমান। দুই ছেলে ও চার কন্যাসন্তানের জনক ইরন দীর্ঘদিন ধরে স্বপরিবারে সেখানেই বসবাস করে আসছিলেন। গ্রামে তার বড় দুই ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবারের বসবাস। ২০১৫ সালের আগস্টে তিনি সর্বশেষ দেশে যান এবং এই রমজানের পূর্বে বাড়ির স্বজনের সঙ্গে ফোনে সর্বশেষ কথা হয় তার।



## ইস্ট লন্ডন মসজিদের সম্মুখে সলিডারিটি সমাবেশ

ফিসবারি পার্ক মসজিদের সম্মুখে মুসল্লিদের উপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র, স্থানীয় এমপিসহ, মুসলিম নন-মুসলিম কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

১৯ জুন সোমবার বিকেলে ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রধান ফটকের সম্মুখে আয়োজিত এক তাৎক্ষণিক সলিডারিটি (সংহতি) সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, এটি অবশ্যই একটি পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা। সুতরাং অন্যান্য সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা যেভাবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা নেয়া হয়েছে, পুলিশ এই ঘটনাকেও সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আমরা আশাবাদী। বক্তারা বলেন, এটা শুধু মুসলমানদের উপর নয়, আমাদের সকলের উপর সন্ত্রাসী হামলা। আমাদেরকে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে উগ্রপন্থী সন্ত্রাসীদের দমনে সরকারের উপর

চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখতে হবে। নেতৃবৃন্দ সরকারের ফান্ডিং কাটের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সরকার পুলিশের ফান্ডিং কেটে নিচ্ছে। জরুরী সেবাখাতে এভাবে বাজেট কাটলে এই সিটি নিরাপদ থাকবে কীভাবে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের নির্বাহী পরিচালক দেলওয়ার খান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জন বিগস, বেথনাল গ্রীন এণ্ড বোর'র সংসদ সদস্য রুশানারা আলী, টাওয়ার হ্যামলেটস পুলিশের বারা কমান্ডার স্যু উইলিয়াম, ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ইউনাইটেড ইস্ট এন্ড নেতা গ্লীন রভিন্স, সিটিজেস ইউকের নির্বাহী পরিচালক নেইল জেমসন ও স্ট্যান্ড আপ টু রেইসিজম নেত্রী শিলা ম্যাকগ্রাগার।

মেয়র জন বিগস বলেন, এটা মুসলিম কমিউনিটির উপর আক্রমণ নয়, আমাদের সকলের উপর আক্রমণ। এ ধরনের ন্যাকারজনক সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধে আমাদেরকে একই ছাতার নিচে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, এটি অবশ্যই সন্ত্রাসী হামলা। ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। তিনি বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটসের মসজিদগুলোর নিরাপত্তা রক্ষায় ইতোমধ্যে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বারাবাসীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুলিশের সাথে সর্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি সন্ত্রাসী হামলায় নিহত বাংলাদেশী ব্যক্তির প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করেন।

রুশানারা আলী এমপি কনজারভেটিভ সরকারের ফান্ডিংকাটের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে যাতে পুলিশ ও অ্যান্ডুলসের মতো জরুরী সার্ভিসগুলো বন্ধ না হয়ে যায়। তিনি বলেন, বর্তমান এই নাজুক পরিস্থিতিতে সরকার যেখানে পুলিশ খাতে বেশি বরাদ্দ দিবে, সেখানে তারা বাজেট আরো কাটছে। এটি দেশের জন্য অশনি সংকেত। তিনি ইউইএলসহ চরম ডানপন্থী বর্ণবাদী গ্রুপকে দমন করতে সরকারকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান।

টাওয়ার হ্যামলেটস বারা কমান্ডার স্যু উইলিয়াম বলেন, তিনি ইতোমধ্যে টাওয়ার হ্যামলেটসের মসজিদগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেছেন। তাঁর কাজ হচ্ছে বারাকের নিরাপদ রাখা। ঘটনার পরপর টেনশন মনিটরিং সভা করেছেন। অতিরিক্ত পেট্রোল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান তাঁর বক্তব্যে মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর বিবিসিসহ বেশকিছু মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। তিনি বলেন, ইতোপূর্বে সংঘটিত অন্যান্য সন্ত্রাসী ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছে একই কায়দায় ঘটেছে ফিসবারির পার্ক এলাকার ঘটনা। বৃটিশ মিডিয়া আগের দুটো ঘটনাকে তাৎক্ষণিকভাবে সন্ত্রাসী ঘটনা বলে অভিহিত করলেও মুসলিমদের উপর হামলার ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করে। অথচ এটি ছিলো সম্পূর্ণ পরিকল্পিত একটি ঘটনা। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি হামলাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন। সমাবেশের শেষ দিকে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ও আহতদের জন্য দোয়া করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম।

## ঈদের জামাত কখন কোথায়

### ইস্ট লন্ডন মস্ক

১ম জামাত ৭.৩০ মিনিট  
২য় জামাত ৮.৩০ মিনিট  
৩য় জামাত ৯.৩০ মিনিট  
৪র্থ জামাত ১০.৩০ মিনিট  
৫ম জামাত ১১.৩০ মিনিট

### ব্রিকলেন জামে মসজিদ

১ম জামাত ৮.০০ মিনিট  
২য় জামাত ৯.০০ মিনিট  
৩য় জামাত ১০.০০ মিনিট  
৪র্থ জামাত ১১.৩০ মিনিট

### এশাতুল ইসলাম

### ফোর্ডস্কার মসজিদ

১ম জামাত ৬.৩০ মিনিট  
২য় জামাত ৭.৩০ মিনিট  
৩য় জামাত ৮.৩০ মিনিট  
৪র্থ জামাত ৯.৩০ মিনিট  
৫ম জামাত ১০.৩০ মিনিট

### শাহপরান মসজিদ,

### হ্যাকনি রোড

১ম জামাত ৮.০০ মিনিট  
২য় জামাত ৯.০০ মিনিট  
৩য় জামাত ১০.০০ মিনিট  
৪র্থ জামাত ১১.০০ মিনিট

### বার্ডেট এন্স্টেট মসজিদ,

### মসজিদ লেইন

১ম জামাত ৫.৩০ মিনিট  
২য় জামাত ৭.৩০ মিনিট  
৩য় জামাত ৮.৩০ মিনিট  
৪র্থ জামাত ০৯.৩০ মিনিট  
৫ম জামাত ১১.০০ মিনিট

## যুবলীগ নেতা

## জামাল খান

## দুর্ঘটনার শিকার

গাড়ি ও পুলিশের গাড়ি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার পর পর তাঁকে রয়েল লন্ডন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তিনি ঘরে ফেরেন। তাঁর অবস্থা এখন ভালো বলে জানা গেছে।

## রিজেন্টস পার্ক মসজিদ এলাকায় সন্দেহভাজন যুবক আটক



দেশ ডেস্ক: লন্ডনের ফিসবারি পার্ক মসজিদের কাছে মুসলিমদের ওপর ভয়ানক হামলায় নিহত সন্ত্রাসী হামলার পর এবার রিজেন্টস পার্ক মসজিদের বাইরে থেকে সন্দেহজনক একজনকে আটক করেছে পুলিশ। ৩০ বছর বয়সী এই যুবক

মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে অস্ত্র দুলায়ে অপমানজনক মন্তব্য করছিল। হুমকিও দিতে থাকে। পরে দেখা যায় তার হাতে ছিল সু-হর্ন। সেটি দুলায়েই সে হুমকি দিতে থাকে। পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে আটক করেছে।

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত ১টা ২০ মিনিটের দিকে। সেখান থেকে প্রচার করা ফুটেজে দেখা যায়, ওই যুবক উপুড় হয়ে ফুটপাতে পড়ে আছে। এ সময় পুলিশ কর্মকর্তারা তার দিকে টেনার দিয়ে বৈদ্যুতিক শক দিচ্ছে। এ শকের মাত্রা হলো ৫০ হাজার ভোল্ট। পুলিশ কর্মকর্তারা বার বার মুসলিমদেরকে নামাজে ফিরে যেতে বলছেন। এর ফলে আতঙ্ক দেখা দেয়। মুসলিমরা ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা মনে করতে থাকেন তাদের ওপর আবারো কোনো সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। কারণ, আটক ওই ব্যক্তির হাতে একটি চুরি বা বেসবল ব্যাটের মতো কিছু একটা ছিল। এ নিয়ে টুইটে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। তবে পরে দেখা যায়, সে ওই মসজিদের ভিতর থেকে একটি সু-হর্ন নিয়ে তা দুলায়েছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বলেছে, এ ঘটনাকে তারা সন্ত্রাসী ঘটনা হিসেবে দেখছে না।





# London Enterprise Academy

A new free secondary school in  
Whitechapel offering:

- Small class sizes with strong discipline
- New modern classrooms with iPads for every student
- High quality teaching and learning
- Broad and balanced curriculum
- A menu of enrichment activities to choose from



Visit us for Year 7, 8 & 9 places

## Eid Mubarak To Everyone



London Enterprise Academy

Commercial Road, London E1 1RD

• T: 020 7426 0746 • E: [info@londonenterpriseacademy.org](mailto:info@londonenterpriseacademy.org)

[www.londonenterpriseacademy.org](http://www.londonenterpriseacademy.org)



# জাকাত অনুকম্পা নয় দায়িত্ব

## ড. মোহা: এমরান হোসেন

ইসলামি শরিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো জাকাত। সহায়-সম্বলহীন মানবতার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি হলো জাকাত। আল কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নবীর উম্মতের ওপর নামাজের মতো জাকাতের বিধানও চালু ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাকাতের বিধান চালু করে আত্মমানবতার প্রতি চরম অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন।

জাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ : জাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে বিশিষ্ট অভিধানবেত্তা ইবন মানযুর 'লিসানুল আরাব' গ্রন্থে বলেন, জাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি ও প্রশংসা করা। মুজাম্মুল ওয়াসিত নামক অভিধান প্রণেতা বলেন- জাকাত অর্থ প্রবৃদ্ধি, ক্রমবৃদ্ধি, পবিত্রতা, সংশোধন ও কোনো জিনিসকে পরিষ্কার করা। জাকাত দিলে মাল পবিত্র হয় এবং জাকাত দানকারীর আত্মা ও মনও পবিত্র হয়। জাকাত মালকে বৃদ্ধি করে। এ বৃদ্ধি বাহ্যিক দৃষ্টিতেও হতে পারে, আবার অর্থগত ও তাৎপর্যগত দিক থেকেও হতে পারে। কাজেই পবিত্র করা ও বৃদ্ধি করা এই দুই অর্থেই জাকাতকে জাকাত বলা হয়।

জাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় জাকাত বলা হয়- শরিয়তের নির্দেশ ও নির্ধারণ অনুযায়ী নিজের মালের একাংশের স্বত্বাধিকার কোনো অভাবি গরিবের প্রতি অর্পণ করা এবং এর লাভালাভ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা। আল ইমাম নাবাবি (র:) বলেন- ধন ও মাল থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ বের করাকে জাকাত বলে। আল কুরআন ও হাদিসে জাকাত শব্দটি সাদাকাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ সুরাতুত তাওবার ১০৩ নম্বর আয়াতে বলেন- 'তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে

আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন'।

জাকাতের নিসাব ও খাতগুলো : কারো কাছে ৫২.৫ তোলা রৌপ্য বা ৭.৫ তোলা স্বর্ণ বা উভয় বস্তুর যেকোনো একটির অর্থের সমপরিমাণ সম্পদ কারো কাছে থাকে তবে তাকে বছরান্তে ২.৫ শতাংশ হারে এবং বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত ফসলের 'উশর তথা এক দশমাংশ ও সেচে উৎপাদিত ফসলের অর্থ 'উশর তথা ২০ ভাগের এক ভাগ জাকাত আল কুরআনে বর্ণিত খাতগুলোতে প্রদান করতে হবে। আল কুরআনে বর্ণিত খাতগুলো হলো- ১. ফকির (যার কিছুই নেই) ২. মিসকিন (যার কিছু আছে, তবে নিসাব পরিমাণ নয়) ৩. জাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী ৪. (অমুসলিমদের) মন জয় করার জন্য ৫. দাসমুক্তির জন্য ৬. আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যার্থে ৭. ঋণমুক্তির জন্য ও ৮. মুসাফির (যিনি ভ্রমণকালে অনটনে পতিত হয়েছেন)।

জাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে জাকাতের স্থান তৃতীয়। বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী সা: বলেন- 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সা: আল্লাহর রাসূল। নামাজ কয়েম করা, জাকাত দেয়া, হজ করা এবং রমজান মাসের রোজা রাখা'। (সাহিহুল বুখারি, হাদিস নম্বর ৮)। জাকাত ফরজ এটি বিশ্বাস করা ও ফরজ এবং আমল করা ও ফরজ। বিশ্বাস না করলে কাফির বলে পরিগণিত হবে এবং আমল না করলে অর্থাৎ জাকাত আদায় না করলে কবিরা গুনাহ হবে। নবী সা:-এর ইত্তিকালের পর একটি গোষ্ঠী জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানালে খলিফা হজরত আবু বকর (রা:) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন বলে ঘোষণা করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামে জাকাতের গুরুত্ব কত বেশি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কুরআনে ৩০ বার জাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ২৭ বার নামাজের পরপরই উল্লেখ করেছেন। যেমন- আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুরাতুন নূরের ৫৬ নম্বর আয়াতে বলেন- 'তোমরা নামাজ কয়েম করো, জাকাত দাও এবং রাসূল সা:-এর আনুগত্য করো। সম্ভবত তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে'।

অনুরূপভাবে আল্লাহ সুরাতুল হজের ৪১ নম্বর আয়াতে বলেন- 'আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান করি তবে তারা নামাজ কয়েম করবে এবং জাকাত দান করবে'।

জাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হওয়ায় এটি আদায়ে যেমন অশেষ সওয়াবের কথা ঘোষিত হয়েছে, তেমনি আদায় না করলে ভয়াবহ পরিণতির কথাও বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুরাতুল বাকারার ৩৪ নম্বর আয়াতে বলেন- 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য গচ্ছিত করে রাখে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না তাদের পীড়াদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও'। এ ব্যাপারে নবী সা:-এর হাদিসেও কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে। হজরত আবু হুরায়রাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেন- 'আল্লাহ যাকে ধনসম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার জাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ওই ধনসম্পদ তার জন্য একটি টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপে রূপান্তরিত হবে, যার (চোখ দুটোর ওপর) দু'টি কালো বিন্দু থাকবে এবং ওই সাপ তার গলদেশে পৌঁছানো হবে। অতঃপর সাপটি ওই ব্যক্তির উভয় চোয়াল কামড়ে ধরে বলবে- আমিই তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভাণ্ডার।

জাকাত গরিবের হক, অনুকম্পা নয়: ইসলামি দর্শন অনুযায়ী পৃথিবীর সমুদয় সম্পত্তির মালিক আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সুনির্দিষ্ট পন্থায় ভোগাধিকার প্রদান করেছেন। সমুদয় সম্পত্তিতে সব মানুষের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ কাউকে কর্মক্ষম করেছেন এবং কাউকে কর্মে অক্ষম করেছেন। যারা কর্মক্ষম তাদের সম্পত্তিতে কর্মে অক্ষমদের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুরাতুল জারিয়াত এর ১৯ নম্বর আয়াতে বলেন- 'তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে'।

জাকাত সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে : জাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। কেউ অর্থের পাহাড় গড়ে তুলবে আর কেউ তীব্র ক্ষুধার জঠর-জ্বালা নিবারণের জন্য একমুঠো খাবার পাবে না এটি ইসলামে স্বীকৃত নয়। এ ধরনের বৈষম্য বিরাজমান থাকলে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা বহাল থাকতে পারে না।

নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা চালু থাকায় বর্তমান পৃথিবীতে ধনী-গরিবের ব্যবধান আকাশ-পাতাল। বর্তমান যুগকে উন্নয়নের যুগ বলা হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন নয়, বরং এটি উন্নয়নের টিউমার। টিউমার যত বড় হবে জীবনের জন্য তা তত বেশি ক্ষতিকর। ২০১৬ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পৃথিবীর মাত্র ১ শতাংশ মানুষের কাছে ৯৯ শতাংশ সম্পদ রয়েছে। অপরপক্ষে অসংখ্য মানুষ দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত। ফলে সমাজ থেকে আজ শান্তি নামক সুখপাখিটা চিরবিদায় গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের চিত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীর বৈষম্য পর্বতসম বললে বাংলাদেশের বৈষম্য পাহাড়সম বলতে হয়। ২০১৬ সালের এক গবেষণা জরিপে দেখা গেছে- বাংলাদেশের মানুষের মোট আয়ের প্রায় অর্ধেক চলে যায় মাত্র দশ শতাংশ ধনীরা পকেটে। আর জীবনমানের নিচের দিকে থাকা চল্লিশ শতাংশ গরিবের পকেটে যায় মাত্র ১৩ শতাংশ আয়। (পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার এর 'রাজনীতি, সুশাসন এবং মধ্যম আয়ের আকাঙ্ক্ষা: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রথম আলো, ৯ জুন, ২০১৬)। ২ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইন্টার-পারলামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) এক অধিবেশনে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী কৈলাশ সত্যার্থী বলেছেন- নিরাপত্তা ও সামাজিক শান্তির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় হুমকি হচ্ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও আয় ব্যবধান। (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২ এপ্রিল, ২০১৭)। বর্তমানে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের সম্পদ ৮ ব্যক্তির কাছে পুঞ্জীভূত। আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা 'অক্সফোর্ড কমিটি ফর ফেমিন রিলিফ' (অক্সফাম) এর প্রতিবেদনে বলা হয়- বিশ্বের সবচেয়ে ধনী আট ধনকুবেরের হাতে দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ মানুষের সমপরিমাণ সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে আছে। (দৈনিক যুগান্তর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি: দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি:)। এভাবে যাতে গুটিকয়েক মানুষের হাতে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ কুক্ষিগত না হয় সে জন্যই ইসলামে জাকাত প্রথার প্রবর্তন।

# রোজার কাজা কাফফারা ও ফিদইয়া

## শাইখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের জন্য রমজান মাসের রোজা ফরজ করেছেন। বান্দা তা সাগ্রহে পালন করেন। যেকোনো কারণে সময়মতো রোজা রাখতে না পারলে তা কাজা আদায় করতে হয় এবং রোজা রেখে কোনো ওজর বা অসুবিধার কারণে ভেঙে ফেললে তা-ও পরে কাজা আদায় করতে হয়। কাজা হলো একটি রোজার পরিবর্তে একটি রোজা। কিন্তু কখনো যদি রোজা রেখে কোনো রূপ ঘোঁকায় বা তাড়নায় বিপথগামী হয়ে বিনা ওজরে তা ভঙ্গ করা হয়, তখন আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত নাখোশ হন। এর জন্য কাজা ও কাফফারা আদায় করতে হয়।

কাজা হলো একটি রোজার পরিবর্তে একটি আর কাফফারা হলো ষাটটি। এরূপ ওজর ছাড়া যে কয়টা রোজা রেখে ভাঙবে, প্রতিটির পরিবর্তে একটি করে রোজা কাজা এবং একই রমজান মাসের জন্য তার সঙ্গে যুক্ত হবে একটি কাফফারা। অর্থাৎ একটি রোজা যৌক্তিক কারণ ছাড়া ভাঙা হলে তার জন্য কাজা ও কাফফারা হবে একষট্টিটি রোজা, দুটি ভাঙলে হবে বাষট্টিটি রোজা, তিনটি ভাঙলে হবে তেষট্টিটি রোজা। অনুরূপ ত্রিশটি ভাঙলে হবে নব্বইটি রোজা।

কাফফারা তিন প্রকারে আদায় করা যায়। প্রথমত, একটি গোলাম আজাদ করা বা দাসমুক্ত করা; দ্বিতীয়ত, ধারাবাহিকভাবে ষাটটি রোজা পালন করা। কাফফারার রোজার মাঝে বিরতি হলে বা ভাঙলে আরেকটি কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তৃতীয়ত, ষাটজন মিসকিনকে দুই বেলা ভালোভাবে আহার করানো বা আগায়ন করা।

সাধারণ অসুস্থতায় যদি সুস্থ হয়ে রোজা কাজা আদায় করার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সুস্থ হওয়ার পর কাজা আদায় করতে হবে। আর যদি এমন অসুস্থতা হয় যা সুস্থ হয়ে রোজা রাখার মতো সম্ভাবনা না থাকে বা কম থাকে অথবা বার্ষিক্যজনিত কারণে রোজা পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম হন, তাহলে প্রতি রোজার জন্য এক ফিতরা পরিমাণ ফিদইয়া দিতে হবে। ফিদইয়া হলো একজন লোকের এক দিনের খাবারের সমান। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪)।

জাকাত-ফিতরা যাদের দেওয়া যায়, ফিদইয়া তাদের দিতে হয়। ফিদইয়া এককালীন বা একসঙ্গেও আদায় করা যায়। একজনের ফিদইয়া অনেককে দেওয়া যায়, আবার অনেকের

ফিদইয়া একজনকেও দেওয়া যায়। অনুরূপ এক দিনের ফিদইয়া একাধিক জনকে দেওয়া যায়, একাধিক দিনের ফিদইয়া একজনকে দেওয়া যায়। যাকে ফিদইয়া দেওয়া হবে, তার রোজাদার হওয়া জরুরি নয়। যেমন নাবালেগ মিসকিন, অসহায় অসুস্থ বা অতিবৃদ্ধ, যারা নিজেরাই রোজা পালনে অক্ষম, তাদেরও জাকাত, ফিতরা ও সদকার মতো ফিদইয়া প্রদান করা যাবে। ফিদইয়া প্রদানের পর সুস্থ হলে এবং রোজা

# 66

আর যদি এমন অসুস্থতা হয় যা সুস্থ হয়ে রোজা রাখার মতো সম্ভাবনা না থাকে বা কম থাকে অথবা বার্ষিক্যজনিত কারণে রোজা পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম হন, তাহলে প্রতি রোজার জন্য এক ফিতরা পরিমাণ ফিদইয়া দিতে হবে। ফিদইয়া হলো একজন লোকের এক দিনের খাবারের সমান। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪)।

রাখতে সক্ষম হলে পুনরায় রোজা কাজা আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া রশিদিয়া)।

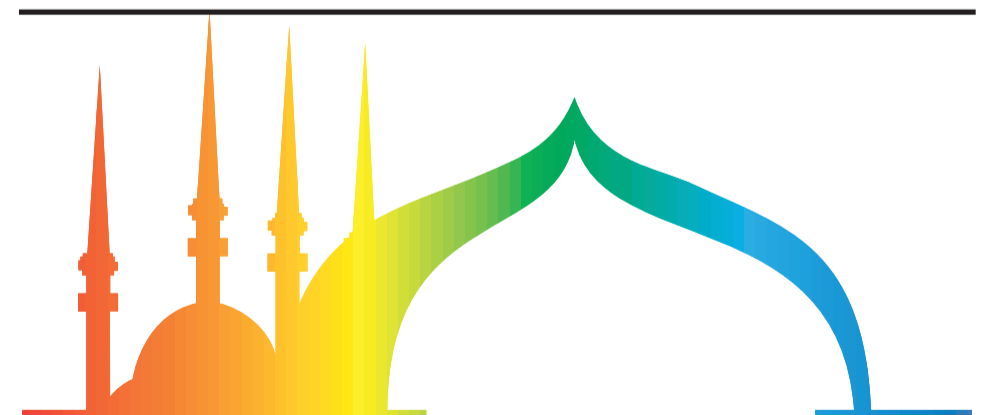
নাবালেগ ছোট শিশুরা নিজেদের অগ্রহে ও বড়দের উৎসাহে রোজা রাখে। যদিও তাদের জন্য রোজা রাখা ফরজ নয়। এমতাবস্থায় তারা যদি রোজা রেখে কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেকোনোভাবে রোজা ভেঙে ফেলে, তাহলে তাদের এই রোজার কাজা বা কাফফারা কোনোটিই লাগবে না। তারপরও যদি তারা বড়দের সঙ্গে কাজা রোজা রাখতে শুরু করে এবং তা আবার ভেঙে ফেলে তারও কাজা লাগবে না। (হিদায়া)

ফিদইয়া ও কাফফারা দেওয়া যাবে যাঁরা জাকাত ও ফিতরা তথা ফরজ ও ওয়াজিব সদকা গ্রহণ করতে পারেন। যথা 'ফকির, মিসকিন, সদকা কর্মী, অনুরক্ত ব্যক্তি ও নওমুসলিম,

ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে জিহাদ ও বিপদগ্রস্ত বিদেশি মুসাফিরের জন্য।' (সুরা-৯ [১১৩] তাওবাহ (মাদানি), রুকু: ৮/১৪, আয়াত: ৬০, পারা: ওয়ালামু-১০, পৃষ্ঠা ১৯৭/১৫)।

বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফে সহিহ রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে: একদা রমজানে এক লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), আমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলেছি, আমি রোজা পালন অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, তুমি একজন দাসকে মুক্ত করে দাও। সে বলল, এমন সক্ষমতা আমার নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তবে এর বদলে দুই মাস (বা ৬০ দিন) রোজা রাখো। লোকটি বলল, এমন শারীরিক সক্ষমতা আমার নেই। তখন তিনি (সা.) বললেন, তবে তুমি ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়াবে। লোকটি বলল, হে আল্লাহর

রাসূল (সা.), এ রকম আর্থিক সক্ষমতাও তো আমার নেই। তখন তিনি (সা.) তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। এর কিছুক্ষণ পর কোনো একজন সাহাবি রাসূল (সা.)-কে এক ঝুড়ি খেজুর হাদিয়া দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ওই লোকটিকে ডেকে বললেন, এগুলো নিয়ে গিয়ে গরিবদের মধ্যে সদকাহ করে দাও। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্র এলাকায় আমার মতো গরিব আর কে আছে? এ কথা শুনে রাসূলে করিম (সা.) স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি হাসলেন। তিনি (সা.) বললেন, 'আচ্ছা, তবে খেজুরগুলো তুমিই তোমার পরিবার নিয়ে খাও।' (বুখারি, হাদিস নম্বর: ১৩৩৭, মুসলিম, হাদিস নম্বর: ১১১১)। মুফতি মাওলানা শাইখ মুহাম্মাদ উছমান গনী: যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, সহকারী অধ্যাপক, আহু?ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।



তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	ইশা শুরু
২৩ জুন	শুক্রবার	২:৪২	৪:৪১	০১:০৮	৬:৪১	৯:২৫	১০:৪২
২৪ জুন	শনিবার	২:৪২	৪:৪১	০১:০৮	৬:৪১	৯:২৫	১০:৪১
২৫ জুন	রবিবার	২:৪২	৪:৪১	০১:০৮	৬:৪১	৯:২৫	১০:৪১
২৬ জুন	সোমবার	২:৪৪	৪:৪২	০১:০৮	৬:৪১	৯:২৫	১০:৪১
২৭ জুন	মঙ্গলবার	২:৪৪	৪:৪২	০১:০৯	৬:৪১	৯:২৫	১০:৪০
২৮ জুন	বুধবার	২:৪৬	৪:৪৩	০১:০৯	৬:৪১	৯:২৫	১০:৪০
২৯ জুন	বৃহস্পতিবার	২:৪৬	৪:৪৩	০১:০৯	৬:৪১	৯:২৪	১০:৩৮



## মেসি যদি রিয়ালের হতেন, রোনালদো যদি আর্জেন্টিনার!



ঢাকা, ২০ জুন : তর্কের টেবিল চাপড়ে সমর্থকেরা পরস্পরকে বাতিল করে দেন ঠিকই; কিন্তু ভেতরে-ভেতরে শ্রদ্ধা আর সমীহ দুটিই থাকে। অনেক বার্সেলোনা বা আর্জেন্টিনা-সমর্থক ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে মনে মনে স্যালুট করেন। আবার রিয়াল মাদ্রিদ বা ভিনদেশের সমর্থকদের মনে জমে আছে লিওনেল মেসি সম্পর্কে অগাধ শ্রদ্ধা। যুক্তিহীন কিছু সমর্থকের হিসাব অবশ্য অন্য। সম্প্রতি রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের কথায় যেমন উঠে এল মেসি সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধতার কথা। সম্ভব হলে মেসিকে যে তিনি রিয়াল মাদ্রিদে আনতেন, এ কথাও লুকাননি পেরেজ। আবার আর্জেন্টিনার জীবন্ত কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনা বললেন, রোনালদো যদি আর্জেন্টিনায় জন্মাতেন! মাঠের বাঁ উইংয়ে রোনালদো আর ডান উইংয়ে মেসি—একই একাদশে এই সুন্দরতম দৃশ্য দেখা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মনের চাওয়ায় তো আর যুক্তির বাঁধ থাকে না। পেরেজ তাই বললেন, ‘অবশ্যই সম্ভব হলে আমরা মেসিকে মাদ্রিদে পেতে

চাইতাম। কিন্তু সে বার্সার যুব দলে ছিল। তাই ওকে রিয়ালে নিয়ে আসা কখনো সম্ভব হতো না।’ আর ম্যারাডোনা রোনালদোর এই বয়সেও অসম্ভব গোলক্ষুধা, প্রতিপক্ষের জাল ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার গুণে মুগ্ধ হয়ে বললেন, ‘ক্রিস্টিয়ানো যেন পণ্ড (আর্জেন্টিনা-স্প্যানিশে ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত)। আমার তো খুব ইচ্ছে করে, ও যদি আর্জেন্টিনার হতো!’ খেলার ধরনে রোনালদো অবশ্য অন্য ঘরানার। মেসি যেমন বহন করছেন ম্যারাডোনার লিগ্যাসি। দুজনের একজনকে বেছে নিতে হলে কী করতেন, সেটিও বললেন ম্যারাডোনা, ‘আমি এখনো মেসিকেই বেশি পছন্দ করি। ও ফুটবল খেলাটা খুব উপভোগ করে। কী সাবলীলভাবে প্রতিপক্ষের ভেতরে ঢুকে যায়।’ কথার সূত্র ধরে সেই পুরোনো প্রশ্ন আবার এল। ম্যারাডোনা তাঁর পুরোনো জবাবটাও দিলেন, ‘লিও একা কখনো বিশ্বকাপ জেতাতে পারবে না। আর ও যদি কখনো বিশ্বকাপ নাও যেতে, ফুটবলে ও চিরস্মরণীয় হয়েই থাকবে।’

## রিয়াল ছাড়লে কোথায় যাবেন রোনালদো?

ঢাকা, ২০ জুন : আগামী ৯ আগস্ট মেসিডোনিয়ায় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর গায়ের জার্সিটা কোন রঙের থাকবে? সাদা, নাকি লাল!

এক সপ্তাহ আগেও অবাস্তব মনে হতে পারত এ প্রশ্ন। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে সেটি আর মনে হচ্ছে না। উয়েফা সুপার কাপে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এই ম্যাচের আগেই বদলে যেতে পারে দুই দলের স্কোয়াড। ইউনাইটেড ছেড়ে রিয়ালের গোলবারে দেখা যেতে পারে ডেভিড ডি গিয়াকে, রিয়াল থেকে ‘রেড ডেভিল’ হয়ে যেতে পারেন হামেস রদ্রিগেজ ও আলভারো মোরাতা। রোনালদোর দলও কি বদলে যাবে?

রিয়াল ছাড়বেন রোনালদো? কিন্তু কীভাবে? নিজের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে কি আর দলছাড়া করবে রিয়াল? এ তো অসম্ভব! কিন্তু স্পেনের কর্তৃপক্ষ যেভাবে রোনালদোর পেছনে লেগেছে, তাতে তাঁর রিয়াল ছাড়া এখন আর অসম্ভব কিছু নয়।

১৪ দশমিক ৭ মিলিয়ন ইউরো কর ফাঁকির অভিযোগ উঠেছে রোনালদোর বিরুদ্ধে। এমন সংকটের সময় ক্লাবের কাছ থেকে নাকি কোনো সহযোগিতা পাননি পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। নিজের ঘনিষ্ঠ সাংবাদিকদের কাছে এমন দাবিই তুলেছেন রোনালদো। পর্তুগিজ পত্রিকা আ বোলার এক সংবাদেই কেঁপে উঠেছে ইউরোপের দলবদলের বাজার। এই পত্রিকাতেই রোনালদো নাকি বলেছেন, ‘কর-প্রশ্নে ক্লাবের অসহযোগিতার কারণে তিনি ক্ষুব্ধ। তাঁর নাকি আর স্পেনেই ফেরার ইচ্ছা নেই।’

অনেকেই রোনালদোর এসব কথাবার্তাকে বেতন বাড়ানোর উপায় হিসেবে দেখছেন। ২০১২ সালেও সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে নতুন চুক্তি আদায় করেছিলেন রিয়ালের কাছ থেকে—রোনালদো আবারও ক্লাবকে ‘ব্ল্যাকমেল’ করছেন কি না, সে প্রশ্নই উঠেছে। সংবাদমাধ্যমে রোনালদোর ক্লাব ছাড়ার এই গুজবের পর নড়েচড়ে বসেছে রিয়াল। নতুন করে রোনালদোর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছে ক্লাব। জিনেদিন জিডান ফোন করে কথা বলেছেন, সার্জিও রামোসও। ছুটি সংক্ষিপ্ত



করে রোনালদোর সঙ্গে বসে কথা বলবেন, জানিয়েছেন জিডান। কিন্তু ক্লাবের শক্ত অবস্থান এবার বিষয়টিকে গোলমালে করে ফেলেছে। কারণ, রোনালদোকে সব সময় সমর্থন জানিয়ে আসা ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ জানিয়েছেন, দলের সেরা তারকাকে ধরে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টাই করবেন তাঁরা। কিন্তু ক্লাব ছাড়ার কথা জানিয়ে যদি তাঁর ব্ল্যাকমেলের ইচ্ছে থাকে, তবে সেটি ভালো ফল এনে দেবে না। এখানেই আসছে ইউনাইটেড প্রশ্ন। ম্যানচেস্টারই তো সৃষ্টি করেছে আজকের রোনালদোকে। ২০০৯ সালে রিয়ালে যোগ দিলেও ‘রেড ডেভিল’দের প্রতি ভালোবাসা কখনোই গোপন করেননি রোনালদো। ইউনাইটেডও অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছে এ শতাব্দীতে তাদের সেরা খেলোয়াড়টিকে আবারও ফিরিয়ে নিতে। বাজারে গুঞ্জন উঠেছে, রোনালদো ও মোরাতার সঙ্গে ডি গিয়াকে পাঁচ বছরের প্রস্তাব দিতে পারে ইউনাইটেড। সঙ্গে ১৮০ মিলিয়ন ইউরোর লোভনীয় প্রস্তাব তো আছেই!

তবে প্রস্তাবটি ঠিক হলে পানি পাচ্ছে না। কারণ, রোনালদো যদি ক্লাব ছেড়েই দেন, তবে মোরাতার মতো পরীক্ষিত স্ট্রাইকারকে কখনোই বিক্রি করতে

রাজি হবে না রিয়াল। এ ছাড়া অনেক দিন ধরেই ক্লাবের ওপর নাখোশ হামেসের বিক্রির বিষয়টি তো থাকছেই। মাঝখানে গুঞ্জন উঠেছিল বায়ার্ন মিউনিখ ও চায়নিজ সুপার লিগকে নিয়েও। কিন্তু এমন দুর্দান্ত ফর্ম নিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায় ছেড়ে রোনালদো কখনোই টীনে যাবেন না।

তবে ইউনাইটেডের পথের কাঁটা হয়ে উঠতে পারে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। পিএসজির মালিক নাসের আল-খেলিফি বিরাট রোনালদো-ভক্ত। দুজনের মধ্যে সম্পর্কও বেশ উষ্ণ। রোনালদোকে দলে টানতে নাকি ১৫০ মিলিয়ন ইউরো বিনা তর্কে করতে রাজি। সদ্য রিয়াল ছেড়ে যাওয়া রোনালদোর পর্তুগিজ সতীর্থ পেপেও এবার পিএসজিতে যোগ দিচ্ছেন। ফলে পিএসজিও দৌড়ে টিকে আছে ভালোমতোই।

হোসে মরিনহোও পিএসজির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। রিয়ালের সাবেক এই কোচ এখন ইউনাইটেডের দায়িত্বে আছেন। মরিনহোর সঙ্গে রোনালদোর সম্পর্ক দাঁ-কুমড়া না হলেও বেশ শীতল। আর এ কারণেই হয়তো পর্তুগিজ তারকার ইউনাইটেডে ফেরার সম্ভাবনাটা কমে যাচ্ছে।

## কোহলিদেরও ‘শিক্ষা’ হলো



ঢাকা, ২০ জুন : ম্যাচের মাঝে যখন ভারতের অবস্থা খারাপ, তখন তাঁকে বেশ কয়েকবার দেখাল টেলিভিশন ক্যামেরায়। গোমড়া মুখ বিরাট কোহলির। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দল যখন হেরেই গেল, আর গোমড়া মুখ করে থাকেননি ভারত অধিনায়ক। বুকো যন্ত্রণা চেপে একচিলতে হাসি নিয়েই মাঠে নেন এলেন পাকিস্তানকে অভিনন্দন জানাতে। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনেও মুখে হাসি ধরে রাখেন কোহলি।

চিরপ্রতিদ্বন্দীদের কাছে হার, সেটাও আইসিসির টুর্নামেন্টের ফাইনালে। কোহলি উঁচু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন পাকিস্তানের। স্বীকার করে নিলেন পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠত্ব,

‘পাকিস্তানকে অভিনন্দন, দারুণ এক টুর্নামেন্ট কাটাল ওরা। যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাতে ওদের প্রতিভা বোঝা যায়। আবারও প্রমাণ করেছে, নিজেদের দিনে যেকোনো প্রতিপক্ষের বিপক্ষে অঘটন ঘটতে পারে ওরা। আমাদের জন্য এটি হতাশার, তবু হাসতে পারছি, কারণ ভালো খেলেই ফাইনালে এসেছি। ওদের কৃতিত্ব দিতে হচ্ছে, আমাদের প্রতিটি বিভাগে হারিয়ে দিয়েছে। খেলায় এটাই হয়।’ সংবাদ সম্মেলনের শুরুটা অবশ্য হয়েছিল এক সাংবাদিকের সঙ্গে বাদানুবাদে। যে ফখর জামানের ইনিংস পরশু রানের পাহাড়ে চড়িয়েছে পাকিস্তানকে, তিনি কিন্তু আউট হতে পারতেন শুরুতেই।

জসপ্রিত বুঝার বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়েও নো বল হওয়ায় বেঁচে যান। পরে ১১৪ রানের ইনিংসে পাকিস্তানকে ম্যাচ জিতিয়েছেন এই ওপেনার। প্রশ্নকর্তা সাংবাদিক সেটি মনে করিয়ে দিয়ে কোহলিকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ওই নো বলে আউট ছাড়া কী কী সুখের মুহূর্ত ম্যাচ থেকে পেলেন?’ কোহলি কিছুটা খেপে গিয়েই জবাব দেন, ‘সুখের মুহূর্ত মানে? আমি বুঝতেই পারছি না আপনি কী বলছেন।’ পরে অবশ্য নিজেই সামলে নিয়ে বলেছেন, ‘নো বলে আউট কি কখনো সুখের মুহূর্ত হয়!’ কোহলি এই ভুলটাকে খুব বড় করে দেখলেন না, ‘হ্যাঁ, ক্রিকেটে ছোট ছোট ঘটনাই বড় হয়ে ওঠে। তবে ফাইনাল হলেও একটা ম্যাচই তো হেরেছি। আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে হবে।’ অথচ এই ফাইনালে ভারতকেই এগিয়ে রেখেছিল ক্রিকেট-বিশ্ব। তবে কি পাকিস্তানকে হালকাভাবে নিয়েই হেরে গেছে ভারত? কোহলি নিজেও কারণ খুঁজছেন এমন ব্যর্থতার। তবে তালিকায় পাকিস্তানকে হালকা করে নেওয়ার কোনো প্রমাণ পাননি, ‘আমরা কাউকেই হালকাভাবে নিইনি। কিন্তু ওরা আমাদের চেয়ে বেশি আবেগ নিয়ে খেলেছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি কিন্তু বোলিংয়েও ওরা আক্রমণাত্মক ছিল। হার্দিক ছাড়া আমাদের কেউ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।’

## বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি!



ঢাকা, ২০ জুন : ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাটিতে দারুণ জমলেও চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভবিষ্যৎ অন্ধকারই। আইসিসির প্রধান নির্বাহী ডেভ রিচার্ডসন জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি বন্ধ করে দিয়ে দুই বছর পরপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের পথেই থাকতে চাইছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা। আইসিসির ভেতর থেকেই এই ভাবনাটা উঠে এসেছে। অনেকেই মনে করেন, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ওয়ানডে বিশ্বকাপের মতোই একটা প্রতিযোগিতা। ২০১৯ সাল থেকে ১০ দলকে নিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। তাই আলাদা করে ৮ দলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনকে বাতুল্যই মনে হচ্ছে তাঁদের কাছে। ২০২১ সালে পরের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

রিচার্ডসন জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে ২০টি দল নিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে, ‘আমরা চাই আইসিসির প্রতিযোগিতাগুলো একটি অপরটির চেয়ে আলাদা হোক। মানুষ যেন পার্থক্য বুঝতে পারে।’

## পাকিস্তানের জয়ের পর



ঢাকা, ১৯ জুন : গ্রুপ ম্যাচে হারের পর ছেলেদের বলেছিলাম, আমাদের জন্য টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে যায়নি। সব কৃতিত্ব আমার খেলোয়াড়দের। ফখর খুবই কার্যকর ক্রিকেটার। সে চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলেছে। বল হাতে আমির দুর্দান্ত করেছে, দলের সব বোলারই ভালো করেছে।

সরফরাজ আহমেদ, পাকিস্তান অধিনায়ক টুর্নামেন্টটা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু ছেলেদের নিয়ে আমি খুবই গর্বিত। ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ ম্যাচে যেভাবে খেলেছি, জানতাম তার চেয়ে অনেক ভালো দল আমরা মিকি আর্থার, পাকিস্তান দলের কোচ দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট খেলা পাকিস্তানকে অভিনন্দন। বাজে একটা শুরু পর যেভাবে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাতে বোঝা যায়, তাদের দলে প্রতিভার কমতি নেই

বিরাট কোহলি, ভারত অধিনায়ক ‘শুধু হাসান আলী নয়, এই টুর্নামেন্টে বেশির ভাগ ছেলেই নতুন। আমাদের পরের পরিকল্পনা বিশ্বকাপে খেলা। আমরা বাছাইপর্ব খেলতে চাই না। টুর্নামেন্টে ছেলেরা যা করেছে, তাতে সব কৃতিত্ব ওদেরই দেব

আজহার মেহমুদ, পাকিস্তানের সহকারী কোচ

আমি এখানে দাঁড়িয়েই দিব্যি দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তানের রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য। সবাই পতাকা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। এখন রমজান মাস। তারপরও আনন্দ উদ্‌যাপনে কোনো কমতি হবে না।

শোয়েব মালিক, পাকিস্তান ব্যাটসম্যান প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়ার পর সবাই ভেবেছিল আমরা নকআউট পর্যায়ে যেতে পারব না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস হারাইনি। আমি পুরো পাকিস্তানবাসীকে ধন্যবাদ দিতে চাই। পুরো জাতি অপেক্ষায় ছিল এমন উৎসবের। নয় বছর ধরে আমরা দেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে পারছি না। এই জয়টা আমাদের জন্য তাই অনেক অনুপ্রেরণার

মোহাম্মদ হাফিজ, পাকিস্তান ব্যাটসম্যান এই টুর্নামেন্টে রোহিত, কোহলি দারুণ ফর্মে ছিল। আমি চেয়েছিলাম দ্রুত এদের উইকেট তুলে নিতে। কাজটা করতে পেরেছি বলে ভালো লাগছে। তবে আমি বলব, এটা টিম ওয়ার্কের ফল। আমরা অসাধারণ খেলেছি। মোহাম্মদ আমির, পাকিস্তান পেসার



## ৬৬ হাজার টাকা চিবিয়ে খেল ছাগল

দেশ ডেস্ক : ভারতের উত্তরপ্রদেশের কনৌজের সরবেশকুমার পাল। তারই ৬৬ হাজার রুপি নতুন নোট খেয়ে ফেলল পোষ্য ছাগল। বেশ কয়েক দিন ধরেই সরবেশকুমারের বাড়ি মেরামতির কাজ চলছিল। ইট কিনতে ৬৬ হাজার রুপি আলাদা করে রেখেছিলেন তিনি। ওই নোটই চলে গেল তার পোষ্য ছাগলের পেটে। কোনোমতে দু'টি দুই হাজার রুপি বাঁচাতে পেরেছেন সরবেশ। কিন্তু ওই নোট দু'টির হাল খুবই খারাপ।

সরবেশ জানান, 'আমার প্যাণ্টের পকেটে রুপিগুলো রাখা ছিল। গোসল করতে গিয়েছিলাম। ওই সুযোগে নোটগুলো চিবোতে শুরু করে ছাগলটি। পরে মুখের লালায় ভেজা অবস্থায় দুই হাজার রুপি উদ্ধার করতে পেরেছি।' তবে আর্থিক তি হলেও প্রিয় পোষ্যটিকে শাস্তি দিতে একেবারেই মন চাইছে না সরবেশের। তিনি ও তার স্ত্রী জানান, 'নিজদের পোষ্যের প্রতি তো আর নিষ্ঠুর হওয়া যায় না। ওটি আমাদের কাছে সন্তানের মতো। ইন্টারনেট।

## হেলথ টিপস : কাঁঠালের পুষ্টিগুণ

দেশ ডেস্ক : কাঁঠালের পুষ্টিগুণ অতুলনীয়। এটি একটি পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কর খাবার। কাঁঠালের নানা উপাদান আমাদের রোগ প্রতিরোধ মতা বাড়ায়। এর ভিটামিন 'সি' ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে দেহকে সুরা দেয়। পাশাপাশি বাড়ায় রক্তের শ্বেতকনিকার কার্যমতা। এই ফলে আছে ভিটামিন 'বি-৬', যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এটি পটাশিয়ামের খুব ভালো উৎস হওয়ায় রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। ঝুঁকি কমায় হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের।

চোখের উপকার : কাঁঠালে ভিটামিন 'এ'সহ নানা ভিটামিন রয়েছে। ফলে তা

দৃষ্টিশক্তি উন্নত ও শক্তিশালী করে। এ ছাড়া এই ফল চোখকে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। প্রতিরোধ করে চোখে ছানি পড়া। ক্যান্সার প্রতিরোধ : কাঁঠালে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফাইটোনিউট্রিঅ্যান্ট উপাদান। এসব উপাদান ক্যান্সার প্রতিরোধক। পাশাপাশি চেহারা বয়সের ছাপ ফেলতে দেয় না। কাঁঠালের বিভিন্ন উপাদান কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। আর কাঁঠালে থাকা উচ্চ আঁশ ও ক্যান্সার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

হজমে সহায়ক : কাঁঠাল হজমে সহায়ক এবং পেটের জন্য উপকারী। এটি

## মাসে মাত্র ২ দিন ইনসুলিনই যথেষ্ট

দেশ ডেস্ক : ডায়াবেটিস রোগীদের রোজ ইনসুলিন নেয়ার দিন হয়তো শেষ হতে চলেছে। রক্তে বিপজ্জনক হারে চিনি থাকলেই রোজ খাবার খান আর না খান ইনসুলিন নিতেই হবে। আর তা হবে না। এক মার্কিন বিজ্ঞানী নতুন এক ধরনের চিকিৎসার কথা জানিয়েছেন। ওই চিকিৎসায় রোজ ইনসুলিন নয়, একটি ইঞ্জেকশন নিতে হবে মাসে মাত্র দুইবার। তাতেই নিয়ন্ত্রণে থাকবে সুগার।

নতুন এই ইঞ্জেকশনটি ইতোমধ্যেই বাঁদর, হাঁদরের ওপরে পরীক্ষা করে সাফল্য পাওয়া গেছে। এবার তা মানুষের ওপরে প্রয়োগ করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আশুতোষ চিলকোটর নেতৃত্বে একদল গবেষক ওই নতুন ওষুধটি তৈরি করে ফেলেছেন। চিলকোটর গবেষকদের এক বিজ্ঞানী সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, একটি হাঁদরের দেহে এই ওষুধটি ১০ দিন কাজ করে আর বাঁদরের দেহে এটি ১৭ দিন কার্যকর থাকে। মানুষের দেহে রক্ত সঞ্চালন হয় হাঁদর ও বাঁদর থেকে অনেক ধীরে, ফলে ওষুধটির একটি ডোজ দুই সপ্তাহ কার্যকর থাকতে পারে। ইন্টারনেট।

আলসার প্রতিরোধ করতে পারে এবং হজমের সমস্যা দূর করে। এ ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য মোকাবেলার জন্যও ভালো। শক্তি বাড়ায় : দেহের এনার্জির মাত্রা বাড়ায় কাঁঠাল। এতে থাকা ফ্লুকটোজ ও গ্লুকোজ চমৎকারভাবে দেহের শক্তি বাড়ায় রক্তে চিনির মাত্রা না বাড়িয়েই। অ্যাজমা প্রতিরোধ : এই ফল অ্যাজমা প্রতিরোধে খুবই কার্যকর। গবেষণায় দেখা গেছে, কাঁঠালের শিকড় এবং নির্যাস ফুটিয়ে সেই পানি খেলে অ্যাজমা প্রতিরোধে সক্ষম। থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণে : কাঁঠাল হাঙ্গে কপারের ভালো উৎস। ফলে এটি থাইরয়েড হরমোনের উৎপাদন ও রণাবেগে ভালো ভূমিকা রাখে। তাই থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে যেকোনো কড়া ওষুধ খাওয়ার আগে কাঁঠাল খেয়ে দেখতে পারেন। মজবুত হাড় : কাঁঠালে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম। এটি ক্যালসিয়াম শোষণ করে। আর ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠন করে মজবুত। ইন্টারনেট

## স্মার্টফোনই এখন পাসপোর্ট

দেশ ডেস্ক : পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়- স্মার্টফোনের মাধ্যমে এর সত্যতা দারুণভাবে যাচাই করা যায়। নানা দেশে মানুষ সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ অনেক সেবা উপভোগ করছে এ স্মার্টফোনের মাধ্যমেই। যেমন স্মার্টফোনে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যাত্রীরা পাসপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে নিজেদের স্মার্টফোন। স্মার্ট ইউএই ওয়ালেট নামের এক নতুন সার্ভিসের মাধ্যমে যাত্রীদের বিমানযাত্রায় এ সুযোগ করে দিয়েছে আরব আমিরাতে। মঙ্গলবার দুপুরে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেশটির কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিমান সংস্থা এমিরেটস এয়ারলাইনসের সহযোগে এ সেবা উদ্বোধন করেন। নতুন এ সুবিধার কারণে প্রতিজন যাত্রী ৯ থেকে ১২ সেকেন্ডের মধ্যেই যাত্রার জন্য ছাড়পত্র লাভ করবেন।

আপাতত একটি বিমান সংস্থা দিয়ে এ সুবিধা চালু হলেও শিগগিরই অন্যান্য সংস্থার আওতায়ও এ নতুন ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে জানান এক কর্মকর্তা। সেবাটি উদ্বোধনকালে দুবাইয়ের পুলিশ কমিশনার লে. জেনারেল দাহি খালফান তামিম বলেন, এই স্মার্ট ওয়ালেট যাত্রীদের সময় বাঁচাবে এবং তাদের জরুরি কাগজপত্র এবং পাসপোর্ট রক্ষা করবে। যাত্রীদের শুধু স্মার্ট গেটে স্মার্টফোন ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের আঙুলের ছাপ স্ক্যান করতে হবে। এমিরেটস এয়ারলাইনসের সিনিয়র অফিসার বলেন, যাত্রীদের এখন থেকে তাদের পাসপোর্ট বহন করতে হবে না। এমন কি বোর্ডিং পাসও সাথে রাখতে হবে না। কারণ নাম, আসন নম্বর এবং ফাইট নম্বরসহ যাবতীয় তথ্য এর মধ্যে দেয়া থাকবে। ইন্টারনেট।

## কিছু কিছু খাবারে সতর্ক হওয়া জরুরি

দেশ ডেস্ক : সাদা ময়দা, লবণাক্ত স্ন্যাকস, লাল গোশত, কোমল পানীয়, ভেজিটেবল ওয়েল, প্রক্রিয়াজাত সসেস প্রভৃতি খাবারগুলো কোনো বাচবিচার না করেই খাওয়া হয়। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলেন, এসব খাবারে লুকিয়ে রয়েছে ক্যান্সারের জীবাণু। খাবারগুলো এড়িয়ে চলতে পারলে নানা ধরনের রোগজীবাণু থেকে অনেকটাই মুক্তি মেলে। ময়দা সাদা করার জন্য গমকে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এ জন্য ব্যবহার করা হয় কোরিন। এ একই কোরিন কাপড়ের রঙ ওঠাতেও ব্যবহার করা হয়। লবণাক্ত স্ন্যাকস বা পট্টো চিপসে ব্যবহার করা হয় অতিরিক্ত লবণ, যার মধ্যে ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য সব ধরনের উপাদানই লুকিয়ে থাকে। চিপসকে মচমচে করতে যে অ্যাক্রিলামাইড ব্যবহার করা হয়, সেই একই উপাদান পাওয়া যায় সিগারেটেও। অল্প মাত্রায় লাল গোশত খেলে তা স্বাস্থ্যের জন্য তেমন তিকারক নয়। কিন্তু এই লাল গোশত যদি খুব বেশি খাওয়া হয়, তাহলে কোলন বা প্রস্টেট ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা দ্বিগুণ হয়ে যায়। কোমল পানীয়ে রয়েছে

উচ্চ মাত্রায় কৃত্রিম সুইটেনার ও কৃত্রিম রঙ। যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও মাদক প্রশাসন জানিয়েছে, কোমল পানীয় গ্রহণ করলে মানুষের মস্তিষ্ক রাসায়নিক দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আরো আছে ভেজিটেবল তেল। এই তেলে ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা স্বাস্থ্যকর। কিন্তু ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য এ তেলে এক ধরনের রঙ ব্যবহার করা হয়। এ রঙের পরিমাণ যদি বেশি হয়, তা হলে এই তেল স্তন ও প্রস্টেট ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। বাজারে কিনতে পাওয়া কৃত্রিম সসেজে খাওক উচ্চমাত্রায় প্রিজারভেটিভ। প্রিজারভেটিভে থাকে বিষাক্ত সোডিয়াম নাইট্রেট, যা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। আর যেসব ফলের বাগানে সার হিসেবে নাইট্রোজেন ব্যবহার হয় এবং গাছে পোকা মারার বিষ দেয়া হয়, সেসব ফল খাওয়া খুবই বিপজ্জনক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর একটি মাত্রা বেধে দিয়েছে। এ মাত্রার অতিরিক্ত নাইট্রোজেন বা বিষ ব্যবহার করা হলে সেই ফল খেলে দীর্ঘ দিন পর এর একটি তিকর প্রভাব পড়ে শরীরে। ইন্টারনেট।

## ইফতার সাজিয়ে পথচারীর অপেক্ষায়

দেশ ডেস্ক : সুদানের আল-নুবা গ্রাম। এ গ্রামে মাহে রমজানের বিকেল অন্য সময়ের চেয়ে আলাদা। সূর্য হলে পড়তেই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন বাড়ির উঠানে গালিচা বিছাতে। উঠানজুড়ে গালিচা বিছানোর পর শুরু হয় ইফতার সাজানোর পালা। ভিন্নস্বাদের পানীয় আর সবজি গোস্ত ও কেব দিয়ে সাজানো হয় বড় বড় থালা। এর পর বাসিন্দারা ছুঁতে থাকেন প্রধান সড়কের দিকে। ঝুঁকি নিয়ে তারা সড়কের মাঝখানে গিয়ে যানবাহন থামাতে থাকেন। একজন গিয়ে বাস থামান তো, আরেকজন বাসের চালককে গাড়ি পার্ক করার জায়গা দেখিয়ে দেন। যাত্রীদের ইফতার মাহফিলের জায়গার পথ দেখান আরেক জন। আকস্মিক ঘটনায় পর্যটকরা আশ্চর্য হলেও পরে প্রকৃত ঘটনা বুঝতে পারেন। কারণ বাস থামতেই বাসিন্দারা বলতে থাকেন, 'ভাইয়েরা ইফতারের সময়

হয়েছে। আসুন আমাদের সাথে ইফতার করুন।' ইফতারের সময় যত ঘনিষ্ঠ আসতে থাকে আল-নুবাব বাসিন্দাদের ব্যস্ততাও বাড়তে থাকে। পর্যটক ও পথচারীদের সেবায় যেন কোনো ত্রুটি না হয়। সন্মানের সাথে তাদের ইফতার বিছানো গালিচায় বসানো, ইফতার দেয়া- সবই চলতে থাকে শৃঙ্খলার সাথে। ইফতারের ২০ মিনিট পর পর্যটক ও পথচারীদের আবার বাসে তুলে দেয়া হয়। পর্যটকরা বুঝতে পারেন, মুসলমানদের কাছে পবিত্র রমজান শুধু সংযমের মাস-ই নয়, প্রার্থনা, দান আর মার মাসও। সাধারণত মুসলমানরা পারিবারের সবাইকে নিয়ে ইফতার করেন। কিন্তু সুদানের জাজিরা প্রদেশের এ গ্রামের চিত্র একেবারেই ভিন্ন। অতিথি রোজাদারদের সেবায় কোনো ত্রুটি যেন না হয়। তাই সেবায় ব্যস্ত বাসিন্দারা আল-নুবা গ্রামের বাসিন্দারা বলা যায়, এক প্রকার জোর করেই গাড়ি থামিয়ে যাত্রীদের ইফতার করান।

তাদের এ আন্তরিক আতিথিয়তায় মুগ্ধ অতিথিরাও। এক বাস চালক বলেন, 'তারা মাঝ রাত্তায় এসে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। পুরো রাত্তা বন্ধ করে দেন। গাড়ি থামাতে বাধ্য করেন। তারপর যাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে তাদের সাথে ইফতার করেন। পরে আবার যাত্রা শুরু করেন।' আল-নুবা গ্রামের বাসিন্দা প্রায় দশ হাজার। পেশায় কৃষক ও চাকুরিজীবী। বছরের পর বছর ধরে এ গ্রামে পথচারী ও পর্যটকদের ইফতার করার প্রচলন চলে আসছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর বাড়ির ছোটদের এ ঐতিহ্য ধরে রাখতে বলা যায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বড়দের সাথে তারা এ কাজে হাত লাগান। তাই ছোটবেলা থেকেই তাদের মনে গেঁথে যায় এ ঐতিহ্যবাহী প্রচলন। পরে বড় হয়ে তারাও ওই পথে হাঁটেন। সূত্র: আন্টারনেট।

## ট্যাটুতে মাংসখেকো ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ!

দেশ ডেস্ক : ট্যাটু আঁকার পাঁচ দিন পর যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের এক ব্যক্তি ম্যাক্সিকো উপসাগরে সাঁতার কাটতে যান। গোড়ালির কাছে ওই ট্যাটুতে তীব্র ব্যথা হওয়ায় তাকে ডালাসের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাকে জানানো হয়, এক মাংসখেকো ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হয়েছে তার

শরীরে। সংক্রমণ এড়াতে ট্যাটুটি পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। অসুস্থ ওই ব্যক্তি চিকিৎসকদের জানান, তার অ্যালকোহল সিরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস রয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর সেপটিক শকে চলে গেলে তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখেন চিকিৎসকেরা। তার শরীরে মাংসখেকো ব্যাকটেরিয়া ভিবরিও ভালনিফিকাসের (ঠেরনত্রডু'ষহরভরপং) উপস্থিতি পাওয়া যায়। ট্যাটু আঁকার দুই মাসের মাথায় মারা যান তিনি। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে বলা হয়েছে, এ ব্যাকটেরিয়া ম্যাক্সিকো উপসাগরের উপকূলীয় পানিতে পাওয়া যায় এবং উষ্ণ আবহাওয়ায় সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ দফতরের হিসাবে, ব্যাকটেরিয়াটির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ৮০ হাজার মানুষ রোগাক্রান্ত হয় এবং ১০০ জন মারা যান। অধিকাংশ সংক্রমণ হয় কাঁচা বিনুক বা চিড়ি জাতীয় খাবার খাওয়ায়। নতুন ট্যাটু করার পর গোসলের সময় সেটি ঢেকে রাখা এবং সাঁতার না কাটার জন্য পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। সূত্র : বিবিসি।

## রোজায় মাথা ঘোরালে

দেশ ডেস্ক : রোজা রেখে বিকেলের দিকে অনেকের মাথা ঘুরতে পারে। সাধারণত বয়স্কদের মাথা ঘোরায় বা ঝিমঝিম বোধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে বেশি। যারা ডায়াবেটিক রোগী তাদেরও এমনটি হতে পারে। দু'ধাত পেটে রক্তে সুগারের পরিমাণ কমে গেলে মাথা ঘুরায়। সমস্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে গ্লুকোমিটার দিয়ে রক্তের সুগার পরিমাপ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। চলাফেরার সময় হঠাৎ করে মাথা ঘোরালে, চোখে ঝাঁপসা দেখলে এবং সাথে বমি হলে তা বিভিন্ন জটিল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এতে অনেক সময় দেহ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় কানের সমস্যার কারণেও মাথা ঘোরায়। কানের ভেতর ময়লা বা ওয়াস জমলে, বহিঃকর্ণে ও মধ্যকর্ণে ইনফেকশন, কানের ভেতর পানি জমলে, ঘন ঘন সর্দি-কাশি হলে, অন্তঃকর্ণের প্রেসার বেড়ে গেলে অনেকের মাথা ঘুরায়। অবশ্য দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আরো কিছু অঙ্গ ও জড়িত; যেমন- চোখ ও ঘাড়ের বিভিন্ন জয়েন্ট। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে সিগন্যাল যায় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কের সমস্যা থেকেও মারাত্মক ধরনের মাথা ঘোরানো হতে পারে।

## এক দিনে ৩০০ কোটি ডলার

দেশ ডেস্ক : চীনের ইন্টারনেট ধনকুবের জ্যাক মা এক দিনেই তার সম্পত্তি বাড়িয়েছেন তিনশ কোটি ডলার। তার মালিকানাধীন কোম্পানি আলিবাবার শেয়ারের দাম নিউ ইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জে বাড়তে থাকায় এক দিনেই তার সম্পদ এতটা বেড়ে গেছে। বাজার বিশ্লেষকরা যা আশা করেছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি ভালো ব্যবসা করছে আলিবাবা। ফলে শেয়ার বাজারে এই কোম্পানির শেয়ার এখন বেশ চাঙা। আলিবাবাকে চীনের ই-বে বলে গণ্য করা হয়। সমস্ত কিছুই বিক্রি হয়

তাদের ইন্টারনেট সাইটে। জ্যাক মা ১৯৯৯ সালে এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এর আগে তিনি ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। যাট হাজার ডলার দিয়ে জ্যাক মা তার ব্যবসা শুরু করেন। শুক্রর দিকে তিনি তার ব্যবসা পরিচালনা করতেন নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। 'আলিবাবা' এখন চীনের সবচেয়ে বড় ইন্টারনেট কোম্পানিগুলোর একটি। এর বাজার মূল্য এখন চল্লিশ হাজার কোটি ডলার। জ্যাক মা এই মুহূর্তে এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বলে মনে করা হচ্ছে। বিবিসি।

## বালিশের কভার দিয়ে সাপ ধরা

দেশ ডেস্ক : অফিস থেকে সবে বাড়ি ফিরেছেন। চা হাতে নিয়ে সবে বসার ঘরে চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে, একটু আরাম করবেন বলে ভাবলেন। হঠাৎ দেখলেন, ঘরের কোণে টান টান হয়ে দিবি শুয়ে আছে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, নিকষ কালো এক সাপ! কী করবেন? ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার! কিন্তু, সাপটাকে দেখে একটুও ঘাবড়াননি মার্কিন ট্যাটু-শিল্পী সানসাইন ম্যাকক্যারি। বরং তিনি যা করেছেন, তা দেখলে আপনিও চমকে উঠবেন! খালি হাতে বালিশের কভার দিয়েই সাপটি ধরে ফেলেন ওই মহিলা। এর পর সযত্নে সাপটিকে বাড়ির বাইরে বাগানের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসেন তিনি। আর গোটা ঘটনাটি মোবাইল বন্দী করে ভিডিওটি নিজের ফেসবুকে পোস্ট করে সানসাইন। এই মুহূর্তে সেই ভিডিওটি নেট দুনিয়ায় ভাইরাল। গত ১ জুন ভিডিওটি সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতই প্রায় ৪১ লাখ দর্শক তা দেখে ফেলেছেন। সানসাইনের এই ভিডিওটি ফেসবুকে শেয়ার করেছেন ৩৭ হাজার মানুষ। এবং ৮ হাজার প্রতিক্রিয়া এসেছে এই ভিডিওয়। ট্যাটু-শিল্পীর সাহস দেখে তার সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন অনেকেই। ইন্টারনেট।



# বিজেপি কি মুসলমান রাষ্ট্রপতির কথা ভাবতে পারে?

কুলদীপ নায়ার

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) তার মুসলমানবিরোধী বিষদাঁত লুকাতে পারছে না। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য হামিদ আনসারির প্রার্থিতার পক্ষে একমত গড়ে তোলার পরিবর্তে দলটি তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে নিয়ে একটা কমিটি গঠন করেছে, যে কমিটির দায়িত্ব হলো এমন একজন প্রার্থী খুঁজে বের করা, যাঁর পক্ষে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সমর্থন মিলবে। আমি বুঝতে পারছি না রাষ্ট্রপতি পদের জন্য উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারির ঘাটতি কোথায়। তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে রাজ্যসভার কাজ চালিয়েছেন; তার আগে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালনের সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে প্রকৃতই একটি প্রাণবন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সন্দেহাতীত এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারে কোনো খাদ নেই।

বিজেপি জোটের বাইরের দলগুলো উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারিকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করতে একবন্ধ হয়েছে, তিনি সব দলের কাছেই গ্রহণযোগ্য। তাঁর সামনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দাঁড় করালে সেটা দেশের উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর জন্য বিবর্তক হবে। সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. আবদুল কালামকেও বিদায় নেওয়ার আগে একই রকমের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তাঁর প্রাণ্ডি বলতে শুধু এটুকুই যে আওরঙ্গজেব রোডের নামকরণ করা হয়েছে ড. আবদুল কালাম রোড। বিজেপি শেষ পর্যন্ত আরএসএসের পছন্দই কার্যকর করতে যাচ্ছে। সংগঠনটি ইঙ্গিত দিয়েছে যে ভারতের অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ তারা মাথায় রাখবে। কিন্তু তাদের এই কথার কোনো গুরুত্বই নেই। কারণ, যখন দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের জন্য

কাউকে মনোনীত করার প্রশ্ন আসে, তখন আরএসএস কোনো মুসলমানের কথা ভাবতেই পারে না। বিষয়টি চূড়ান্ত অর্থে নির্ভর করবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপর; তিনিই তাঁর দলকে গুঁতয়ে তাঁর পছন্দের কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত করবেন। আর বিজেপির সভাপতি অমিত শাহর বিভিন্ন বক্তৃতায় পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, এভাবে যে ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হবে, তিনি আর যা-ই হোন মুসলমান হবেন না। তিনি দক্ষিণের রাজ্যগুলোসহ দেশের বিভিন্ন অংশ সফর করে বলে বেড়াচ্ছেন যে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থিতার জন্য এমন একজনকে বেছে নিতে হবে, যিনি ক্ষমতাসীন দলের কাছে গ্রহণযোগ্য। ভারতীয় সংসদের দুই কক্ষ ও রাজ্য বিধানসভাগুলো, যাঁরা মিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন, তাঁরা মনে করছেন, বিজেপি তার নিজের পক্ষেই এগোবে। প্রার্থী মনোনয়নের জন্য বিজেপি যে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে, তাঁরা হলেন রাজনাথ সিং, অরুণ জেটলি ও ভেঙ্কাইয়া নাইডু; তাঁরা মোদির মন্ত্রিসভার সদস্যও বটে। দলের এই শীর্ষ নেতারা এই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন, রাষ্ট্রপতি ভবনে কে বসবেন।

স্পিকার সুমিত্রা মহাজনকে ক্ষমতাসীন দল প্রথমে সমর্থন করেছিল, তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ডিএমকে বা এআইএডিএমকে-এ দুটি দলের কোনোটাই তাঁর কথা ভাবছে না। বোঝাই যাচ্ছে, পছন্দের ব্যক্তিকে অন্ধ, তেলেকানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও কেরালার মতো দক্ষিণ রাজ্যগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এমনকি এটাও মনে হচ্ছিল যে এলকে আদভানি হয়তো বিজেপির প্রার্থী। কিন্তু সম্ভবত বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে অংশ নেওয়ার অভিযোগ থাকায় বিজেপি বাধ্য হয়েছে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে খুঁজতে। পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বিতর্ক বিরল নয়। সাবেক সাতজন রাষ্ট্রপতির মধ্যে ড. জাকির হোসেন ও ফখরুদ্দিন আলী আহমেদই শুধু কোনো প্রকাশ্য

বিরোধ ছাড়া বিদায় নিয়েছেন। জাকির হোসেন মারা গেছেন মেয়াদ শেষ করার আগেই; তিনি যত দিন রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে ছিলেন, তত দিন নিজেকে পড়াশোনার মধ্যেই ব্যস্ত রেখেছিলেন। আর ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে সবচেয়ে নমনীয় মানুষ। তাঁর আমলেই দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল; তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণার আদেশে সই করেছিলেন, তাতে মন্ত্রিসভার অনুমোদন আছে কি না, তা যাচাই না করেই। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের মধ্যে সাংবিধানিক বিষয়ে অনেক মতপার্থক্য ছিল। আর ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের বিপর্যয়ের পর রাষ্ট্রপতি ড. এস রাধাকৃষ্ণন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেননকে বরখাস্ত করতে পেরেছিলেন। ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন রাজস্থানের বিধানসভায় স্বতন্ত্র পার্টির সাংসদদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনের ভেতরে প্যারেড করতে দিয়ে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলকে বিবর্তক অবস্থার মধ্যে ফেলেছিলেন। এমনকি কংগ্রেস সভাপতি ভিভি গিরি, যিনি একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন প্রণয়নের ব্যাপারে প্রায়ই নিজের আপত্তি প্রকাশ করতেন। একবার ধর্মঘটি রেলশ্রমিকদের যখন কেন্দ্র সরকার বরখাস্ত করতে চেয়েছিল, তখন তিনি আপত্তি করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের জোষ্ঠদের ডিঙিয়ে কনিষ্ঠদের পদোন্নতি দেওয়ার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। ভিভি গিরির পরে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বি ডি জাট্টি, তিনি ছিলেন আরও দৃঢ়চেতা। জনতা পার্টির সরকার যখন কংগ্রেসশাসিত নয়টি রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার অধ্যাদেশে সই করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করে, তখন তিনি এই বলে এড়িয়ে যান যে কোনো রাজ্যে যথাযথভাবে নির্বাচিত বিধানসভা যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা কেন্দ্র সরকারের নেই। জনতা পার্টি

রাষ্ট্রপতি পদে সঞ্জীব রেড্ডিকে বসানোর পরে অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। রাষ্ট্রপতি রেড্ডি ও প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের মধ্যে বনিবনা ছিল না; প্রধানমন্ত্রী দেশাই এমনকি রাষ্ট্রপতি রেড্ডির আনুষ্ঠানিক বিদেশ সফরেও বাধা দিতেন। জনতা সরকারের প্রতি রাষ্ট্রপতি রেড্ডি অনুযোগ পুষে রেখেছিলেন। মোরারজি দেশাই যখন লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান, তখন রাষ্ট্রপতি রেড্ডি কংগ্রেস দলের চরণ সিংকে সরকার গঠন করার আমন্ত্রণ জানিয়ে সাংবিধানিক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি রেড্ডি আরও একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যখন তিনি এমন একজন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে লোকসভা ভেঙে দেন, যিনি নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারেননি। রাষ্ট্রপতি জৈল সিংহ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার পরই রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন, এমনকি রাজীব সংসদীয় দলে নির্বাচিত হওয়ার আগেই। জৈল সিং ও রাজীব গান্ধীর মধ্যে যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব লেগে থাকত, তা অন্য ব্যাপার। প্রণব মুখার্জি যদি জরুরি অবস্থাকালে নেওয়া তাঁর সিদ্ধান্ত মুছে দেওয়ার কাজে রাষ্ট্রপতির মেয়াদকালটা ব্যবহার করতেন তাহলে ভালো হতো। তিনি ছিলেন সঞ্জয় গান্ধীর ডান হাত, সঞ্জয় ছিলেন এক সংবিধানবহিষ্ঠ হত্যাকর্তা। প্রণব মুখার্জির নাম ইতিহাসে ভালোভাবে লেখা হবে না। তাঁর পূর্বসূরীদের মতো তিনিও বিতর্কিত হয়েছেন, বিশেষত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে বই প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রপতি ভবনের অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করার জন্য তিনি অবসর যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতেন। এখন যখন ভারতে হিন্দুত্ববাদ ছড়িয়ে পড়ছে, তখন কেন্দ্র সরকারের ব্যাখ্যা করে বলা উচিত এ দেশে অসাম্প্রদায়িকতার মূল্যবোধ কীভাবে টিকে থাকতে পারে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে হামিদ আনসারিকে নির্বাচিত করার মধ্য দিয়ে বিজেপি ভারতের জনগণকে আশ্বস্ত করতে পারত যে ভারত রাষ্ট্রের মূল্যবোধ বিনষ্ট হতে পারে না; এমন কিছুই করা হবে না যা এই রাষ্ট্রের মূল চেতনা, অর্থাৎ গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

**অনুবাদ: মণিউল আলম, কুলদীপ নায়ার: ভারতের সাংবাদিক।**

## শেষ পৃষ্ঠার পর ... মির্জা ফখরুলের ওপর সশস্ত্র হামলা, নিন্দা-প্রতিবাদের ঝড়

বিকেলে ঢাকাই চলে যান। এই ঘটনার জন্য সরকার দলীয় ক্যাডারদের দায়ী করেছেন বিএনপি নেতারা। তারা বলছেন, আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রাঙ্গুনিয়ার এমপি ড. হাছান মাহমুদের অনুসারী সন্ত্রাসীরা এই হামলা চালিয়েছে।

যেভাবে ঘটনার সূত্রপাত: মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল সকালে পাহাড়ধসে রাঙ্গামাটির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণের জন্য যাচ্ছিলেন। চট্টগ্রাম-কাণ্ডাই সড়ক দিয়ে ১৫/১৬টি গাড়ির একটি বহর নিয়ে যাচ্ছিলেন তারা। গাড়িবহর রাঙ্গুনিয়ার উপজেলা সদর ইছাখালীতে পৌঁছালে ৩০-৪০ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী গাড়ির বহরের সামনে লাঠিসোটা নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়। গাড়ি বহরের নেতৃত্ব কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের গাড়ি ও তাদের ওপর হামলা করে। হামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের হাত কেটে যায় এবং আহত হন। এ ছাড়াও আহত হন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার ফাওয়াদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাবুর রহমান শামীম, চট্টগ্রাম নগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর। হামলার পর গাড়ির বহর ও নেতৃত্ব রাঙ্গামাটি যেতে না পেরে আবার চট্টগ্রামে চলে যান।

ঘটনা তদন্ত হচ্ছে-পুলিশ সুপার: মির্জা ফখরুলের গাড়ি বহরে হামলার ঘটনার তদন্ত হচ্ছে জানিয়ে চট্টগ্রাম পুলিশ সুপার নুরে আলম মিনা বলেন, কাজটি ভালো হয়নি। যারা ই করুক। আমরা এটা সমর্থন করি না। হামলা কেন করা হবে? এটা অন্যায্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, যতটুকু খবর নিয়েছি বিএনপি নেতারা মূল সড়ক দিয়ে যাননি। বিষয়টি পুলিশের নজর এড়িয়ে গেছে। ফলে রাস্তায় কোনো পুলিশ না থাকায় কেউ এটা করে ফেলেছে। পুলিশ জানলে অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা দিতে।

### যুক্তরাজ্য বিএনপির নিন্দা ও প্রতিবাদ

পাহাড় ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ দিতে রাঙ্গামাটি যাবার পথে চট্টগ্রামের রাঙুনিয়ার ইছাখালি এলাকায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে বহনকারী ত্রাণবাহী গাড়িবহরে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

গত ১৮ জুন রোববার পূর্ব লন্ডনে যুক্তরাজ্য বিএনপি কার্যালয়ে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, অবৈধ সরকার নিজের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য বিএনপির মহাসচিব ও তাঁর সফরসঙ্গীদের হত্যার উদ্দেশ্যে নিজেদের সন্ত্রাসীবাহিনী দিয়ে পরিকল্পিতভাবে এ আক্রমণ করেছে। সরকার চায়না পার্বত্য এলাকায় পাহাড় ধসে মর্মান্তিক ঘটনাটির প্রকৃত অবস্থা দেশের মানুষ জানুক। কারণ অবৈধ প্রধানমন্ত্রী দেশের এই মর্মান্তিক ঘটনাটি জানার পরও তাদের দিকে নজর না দিয়ে বিদেশে বিলাস বহুল আনন্দ ভ্রমণে ছিলেন। বক্তারা বলেন, আওয়ামী বাকশালীরা নিজে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করে না এবং কাউকে সাহায্য করতে দিতেও চায় না। বক্তারা মহাসচিবের উপর হামলার দাঁতভঙ্গা জবাব দিতে যুক্তরাজ্য বিএনপি সর্বদা প্রস্তুত বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র



সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মুজিবুর রহমান মুজিব, মোঃ গোলাম রাব্বানি, গোলাম রাব্বানী সোহেল, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক নসরুল্লাহ খান জুনায়েদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক সহিদুল ইসলাম মামুন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, কামাল উদ্দিন, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক দেওয়ান মোকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান মাহতাব, সাংগঠনিক সম্পাদক খসরুজামান খসরু, যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান হেভেন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আবু নাসের, সহ-দফতর সম্পাদক সেলিম আহমেদ, সহ-যুব বিষয়ক সম্পাদক খিজির আহমেদ, সহ-তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ হোসেন গাজী, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক সরফরাজ আহমেদ সরফু, সদস্য টিপু আহমেদ, শাহেদ আহমেদ চৌধুরী, কামাল চৌধুরী, এজে লিমন, হাবিবুর রহমান, আমিনুর রহমান আকরাম, শহীদ মুসা, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ভাইস প্রেসিডেন্ট শফিকুল ইসলাম রিবলু, ইন্সট লন্ডন বিএনপির সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, সাধারণ সম্পাদক এসএম লিটন, সেন্ট্রাল লন্ডন বিএনপির সভাপতি আব্দুস সামাদ, সিনিয়র সহ সভাপতি সৈয়দ শাহিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, নিউহ্যাম বিএনপির সভাপতি মুস্তাফা আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া, সাউথ ইস্ট বিএনপির সভাপতি সালেহ আহমেদ জিলান, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, লন্ডন মহানগর বিএনপি নেতা গৌছ খান, তুহিন মোল্লা, আবু তাহের, নজরুল ইসলাম মাসুক, সৈয়দ আতাউর রহমান, রবিউল আলম, শফিক মিয়া, ইন্সট লন্ডন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ নূর এ আলম সোহেল, বিএনপি নেতা মাওলানা শামিম আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিসবাহ বিএস চৌধুরী, সহ সভাপতি ডালিয়া বিনতে লাকুরিয়া, দপ্তর সম্পাদক রাসেল শাহরিয়ার, শেখ সাদেক আহমেদ, কেন্দ্রীয় জাসাসের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক এমাদুর রহমান এমাদ, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এনামুল হক লিটন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক সভাপতি রহিম উদ্দিন, যুবদল নেতা আফজাল হোসেন,

দেওয়ান আব্দুল বাছিত, আকতার হোসাইন শাহিন, বাবর চৌধুরী, শাহজাহান আহমেদ, নুরুল আলী রিপন, সাহনুর মিয়া, আলকু মিয়া, মোঃ আব্দুস শহীদ, মোজাহিদুল ইসলাম সুমন, সুয়েদুল হাসান, মোশারফ হোসেন, শাকিল আহমেদ, ওমর আলী, রেদওয়ান আহমেদ, নিজামুল হক, মফাজুল হোসেন শ্যামল, মফসল আলী, মইনুল ইসলাম, মোঃ শফিকুল আলম মুরাদ, হামিদুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম ও মাহবুবুর রহমান।

### মাহিদুর রহমানের প্রতিবাদ

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে বহনকারী ত্রাণবাহী গাড়িবহরে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাহিদুর রহমান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিএনপির মহাসচিবের উপর হামলা করা মানে গণতন্ত্রের উপর হামলা। দেশের সর্বত্র আজ চলছে অরাজকতা, লুটতরাজ। সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে দলীয় প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসীদের দিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের ত্রাণবাহী বহরে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে। এই সরকার অনির্বাচিত বলেই ভূমিধসে নিহতদের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা নেই। যার কারণে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী দেশের এই ক্রান্তিকালে কীভাবে ১৭০ জন লোকের প্রাণহানির জানার পরেও বিলাস বহুল বিদেশ সফর অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পাহাড়ি ধসে ভয়াবহ বিপর্যস্ত এলাকাকে দুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবি জানান।

### লন্ডন মহানগর বিএনপির প্রতিবাদ

বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুলের ত্রাণ বহরে হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে লন্ডন মহানগর বিএনপি'র সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী। তারা এক বিবৃতিতে বলেন, রাঙামাটিতে পাহাড় ধসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের উদ্দেশ্যে যাত্রার অভিমুখে রাঙুনিয়ার ইছাখালি বাজারে বিএনপি'র ত্রাণবাহী গাড়ী বহরে হামলা করে বিএনপি মহা সচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর উপর নারকীয় হামলা ন্যাকারজনক। এ ঘটনার নিন্দার ভাষা নেই।। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



## সংবাদ বিশ্লেষণ

# ফখরুলের ওপর হামলা, রাজনীতিতে অশনিসংকেত

কামাল আহমেদ

রাষ্ট্রনায়ক হামলায় আহত বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম ফখরুল ইসলাম দলের অনেক শ্রেণী ও বিদ্রূপ শোনার পর সংসদের বাইরের বিরোধী দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পার্বত্য জেলা রাজমাটির দুর্গত মানুষের কাছে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে যেতে দেওয়া হয়নি। বাধাটি প্রশাসনের তরফ থেকে আসতে পারত। কিন্তু না। বিভিন্ন দৈনিকের প্রতিবেদন বলছে, বাধা দিয়েছে ক্ষমতাসীন দলের প্রাককজন। মির্জা ফখরুল এবং তাঁর সঙ্গে থাকা বিএনপির আরও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতার ওপর হামলা হয়েছে এবং তাঁরা চট্টগ্রাম ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। মির্জা ফখরুলের কপাল মন্দ। রেকর্ড ৮০টি মামলায় আদালতে হাজিরা সামাল দিয়েও রাজনীতিতে সক্রিয় ও উদ্যোগী হওয়ার খেসারত হিসেবে তাঁর কপালে জুটেছে রাজনৈতিক দুর্ভোগের হামলা।

প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে দেশের প্রধান একটি দলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতার গেঞ্জি পরা এবং হাতে ব্যালুজসহ ছবি ছাপা হয়েছে। দু-একটি কাগজে হামলাকারীদের কয়েকজনের লাঠিসোঁটা সহ তাঁর গাড়িবহরের দিকে তেড়ে যাওয়ার ছবিও ছাপা হয়েছে। ইতোফাক-এর বর্ণনায় হামলায় নেতৃত্বদানকারীর পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে, রাস্তা অবরোধ করে বিএনপির নেতাদের গাড়ি আটকে হামলা চালানো হয়। তুমুল ঝুঁটির মধ্যেও হামলাকারীদের উৎসাহে ঘাটতি দেখা যায়নি। বিএনপির নেতারা গাড়ি ঘুরিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটি মসজিদ এবং সংলগ্ন মাদ্রাসায় আশ্রয় নেওয়ার পর পুলিশ তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

বিএনপির নেতারা এরপর চট্টগ্রাম ফিরে এসে সংবাদ সম্মেলন ডেকে ঘটনার জন্য ক্ষমতাসীন দলকেই দায়ী করেছেন। মির্জা ফখরুল স্থানীয় সংসদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'ওই এলাকার এমপি আওয়ামী লীগের বড় পদে আছেন। তাঁর ইচ্ছা আছে কি না সেটা আপনারা তদন্ত করে দেখবেন।'

মির্জা ফখরুলের ওপর হামলা হয়েছে যে রাষ্ট্রনায়ক, সেই এলাকার বর্তমান সাংসদ আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাছান মাহমুদ ঘটনাটিকে রহস্যজনক অভিহিত করে বলেছেন, 'বিষয়টিকে নাটক মনে হচ্ছে।' তাঁর দাবি, বিএনপির নেতাদের গাড়িবহর দুজন পথচারীকে ধাক্কা দেওয়ায় উত্তেজিত লোকজন কিছু একটা করেছে। 'ঠাকুর ঘরে কে রে', জিজ্ঞাসার আগেই তাঁর 'আমি কলা খাইনি' ব্যাখ্যাটি নিয়ে কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

গত মঙ্গলবার, ১৩ জুন রাজমাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামে ঘটে যাওয়া অনেকগুলো ভূমিধসের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ও ধ্বংসাত্মক ঘটনাটি ঘটেছে রাজমাটিতে। সেখানে প্রাণহানি হয়েছে ১১৮ জনের। পাহাড়ধসের দিনে প্রধানমন্ত্রীর লন্ডন এবং স্কটল্যান্ডে তিন দিনের সফরে রওনা হওয়ার কড়া সমালোচনা করেছেন বিএনপির প্রধান খালেদা জিয়া। তাঁর সমালোচনার ভাষাটি সবার পছন্দ হওয়ার কথা নয়। আওয়ামী লীগেরও হয়নি। কিন্তু তার জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপির নেতাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। বিএনপি কেন রাজমাটি যায়নি, সেই প্রশ্ন তিনি যেমন তুলেছেন, তেমনি গলা মিলিয়েছেন হাছান মাহমুদও। এর আগে সুনামগঞ্জের হাওরে বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও একই ধরনের রেঘারেঘি এবং দোষারোপের রাজনীতি হয়েছে। বিএনপির নেতারা জবাব দিয়ে বলেছেন, হাওরে যেতে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়েছিল। আর আওয়ামী লীগের যে সুবিধা আছে, বিএনপির সেই সুযোগ থাকার কথা নয়। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী হিসেবে সরকারি হেলিকপ্টারে সেখানে সফর করেছেন এবং সঙ্গে দলীয় একটি প্রতিনিধিদলকেও নিয়ে গিয়েছিলেন।

এখন বিএনপির মহাসচিব যখন সেখানে যাওয়ার উদ্যোগ নিলেন, তখন তাঁর যাত্রাভঙ্গের জন্য আওয়ামী লীগের অতি-উৎসাহী নেতা-কর্মীরা যে পথ বেছে নিয়েছেন, তা শুধু গণতন্ত্রের পরিপন্থী নয়, এতে রয়েছে একধরনের অশনিসংকেত। এ ধরনের হামলাই রাজনীতিকে হিংসা ও প্রতিহিংসার দৃষ্টচক্রের পথে ঠেলে দেয়। আশঙ্কা হয়, অতীতে সাতক্ষীরায় শেখ হাসিনার গাড়িবহরে বিএনপির হামলা এবং নারায়ণগঞ্জ ও কারওয়ান বাজারে খালেদা

জিয়ার গাড়িবহরে আওয়ামী লীগের হামলার সেই হিংসার সংস্কৃতিই কি আবার ফিরতে শুরু করল?

ওবায়দুল কাদের মির্জা ফখরুলের ওপর হামলাকে নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেছেন এবং এর তদন্ত হবে বলে ঘোষণা করেছেন। ওবায়দুল কাদের ঘটনার সরাসরি নিন্দা করতে কিছুটা কুণ্ঠিত ছিলেন বলেই ইঙ্গিত মেলে। দলের ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিরুদ্ধে ইচ্ছার অভিযোগ ওঠায় তাঁর মধ্যে যদি কোনো কুণ্ঠা তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর তদন্তের

**৬৬**  
যদি ক্ষমতাসীন দল গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিএনপির ন্যায় ও স্বীকৃত অধিকারগুলো দেওয়ার পক্ষে থাকে, তাহলে সরকারের ভেতরে শক্তিশালী কোনো গোষ্ঠী কি তা নস্যাত্ত করার চেষ্টা করছে? তা না হলে যে ধরনের হামলা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার সাক্ষ্য বহন করে, সে রকম ঘটনা সরকার কেন সহ্য করবে? তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ঘটনা প্রমাণ করে দলের মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীদের ওপর কেন্দ্রের যেমন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নেই, তেমনি প্রশাসনও অকার্যকর? দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান-এর ১৮ জুনের বাংলাদেশ বিষয়ক সম্পাদকীয়ের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'পিপল ডিভার্ড বেটার: বাংলাদেশ' স্টেরাইল অ্যাড পয়জনা স পলিটিকস ডু ডিজসার্ভিস টু ইটস পিপল' শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি বলেছে, উভয় দলের রাজনীতিকেরা নিষ্ফলা রেঘারেঘিতে লিগু থেকে দেশের মানুষের ক্ষতি করছেন। তাঁদের উচিত গণতন্ত্র এবং নাগরিক অধিকারের দিকে নজর দেওয়া, শক্তিপ্রয়োগ এবং অসহিষ্ণুতা ত্যাগ করা এবং জনগণের চাহিদা পূরণে মনোযোগী হওয়া।

আমরা বিদেশীদের কাছ থেকে সবকিছু চাই না। সেটা মোটেও শোভনীয় নয়। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি না বদলালে আমরা কি আর অন্যের মুখ বন্ধ রাখতে পারব? **লেখক ৪ দৈনিক প্রথম আলোর উপদেষ্টা সম্পাদক**

## কবি সুফিয়া কামাল : একজন সংগ্রামী নারী, একটি প্রতিষ্ঠান

দিল মনোয়ারা মনু

কবি সুফিয়া কামালের কোন পরিচয়টি তাঁকে বেশি বড় করে তুলবে, মহিমাম্বিত করবে আমরা জানি না। তিনি বাঙালি জাতির বিবেক, জননী সাহসিকা, অকৃতোভয় সংগ্রামী, মানবতার কবি।

বহু গুণে, বহু বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এই মানবতাবাদী লেখকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭৫ সালে। তার আগে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের কাছ থেকে জানতে পেরে চমকিত হই তাঁর প্রথম বাঙালি মুসলমান মহিলা হিসেবে বিমানে উড্ডয়ন করে ইতিহাস সৃষ্টি করার অভিজ্ঞতা শুনে। মাথায় হেলমেট, কানে হেডফোন ও চোখে গগলস পরে বিমানের একজন পুরুষ পাইলটের সঙ্গে ভূমি থেকে তিন হাজার ফুট ওপরে ওঠার দুঃসহস দেখিয়েছিলেন তিনি। সেই অপরূপ সমাজে শুধু তা-ই নয়, সেই বিশ্বয়কর অভিজ্ঞতা পরের সংখ্যা সওগাতে প্রকাশ করে নন্দিত হয়েছিলেন। আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, বেগম রোকেয়া সেই সময়ে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের ম্যাট্রিকুলেশন পাস এবং সুফিয়া কামালের বিমান ভ্রমণের সাহসিকতার জন্য এক ঘরোয়া সংবর্ধনা দিয়েছিলেন তাঁদের।

শুধু তা-ই নয়, খানদানি উর্দুভাষী পরিবারের মেয়ে হয়েও সেই সময়ে সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে টুপি, আচকান, পায়জামা পরে পেয়ারী লাল মাস্তুরের কাছে পড়তে যাওয়া, সবার অগোচরে কবিতা লিখে পত্রিকায় প্রকাশ করা, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাইয়ের মেয়ে সাবিত্রী দেবী প্রতিষ্ঠিত মাতৃমঙ্গল সমিতিতে একমাত্র মুসলমান সদস্য হিসেবে কাজ করা। ১৯২৫ সালে বরিশালে মহাত্মা গান্ধী এলে খাদি পরে প্রকাশ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করা এবং নিজ হাতে কাটা চরকার সূতা তাঁর হাতে তুলে দেওয়া, সওগাত সম্পাদকের সঙ্গে স্টুডিওতে গিয়ে পুরুষ ফটোগ্রাফারের হাত থেকে ছবি তুলে লেখক হিসেবে সেই ছবি মহিলা সওগাতের প্রথম সংখ্যায় ছাপার সম্মতি দেওয়া, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে স্বামী নেহাল হোসেনের সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে নাটক দেখতে যাওয়া অথবা গড়ের মাঠে কবি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন এবং সওগাত সম্পাদকের স্ত্রীর সঙ্গে ঘুরে

বেড়ানোর মতো প্রতিবাদী ও সাহসী ঘটনাগুলো নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতির ধারাকে সেই সময় যে কতখানি বেগবান করেছিল সেই তাৎপর্য আজ আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি।

আজ মনে পড়ছে সুফিয়া কামালের সঙ্গে প্রথম দেখার সেই শুভক্ষণটি, সময়টা ১৯৭৫ সালের শেষ দিক। আমি তখন বেগম পত্রিকায় নূরজাহান আপনার সঙ্গে সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করছি। আপা আমাকে নিয়ে গেলেন খালাম্মা কবি সুফিয়া কামালের ধানমণ্ডির বাসায়। উঠোন পেরিয়ে ছিল ঘেরা বারান্দায় যখন



পৌছলাম, তখন কবি বসে আছেন সুদূর চাদরে ঢাকা চৌকিতে। সাদা কাপড় পরা, তাঁর দুই পাশে দুটি সাদা বিড়াল। চোখে কালো চশমা, পেছনে র্যাকে সারি সারি বই, ঠোঁটে ও চোখে আলতো হাসির বিলিক। শুচি-মিষ্ণু-শুভ সমুজ্জ্বল এক আলোর প্রতিমা যেন। ওপর থেকে বোঝাই যায় না ভেতরের শক্তি কত তীব্র, ন্যায় ও সত্যের স্বার্থে তিনি কত কঠোর হতে পারেন।

কত ঝড়-ঝঞ্ঝা এই সংগঠনকে মোকাবেলা করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই দুঃসময়ে সব সময় পাশে থেকেছেন আমাদের এই প্রিয়

খালাম্মা। আলোকবর্তিকা হিসেবে পথের দিশা দেখিয়েছেন। তিনি যেমন দেশের শিশুদের দেশপ্রেমিক, সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারা জীবন একান্তভাবে কাজ করেছেন, তেমনি চোখ রেখেছেন নারীসমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যেও। প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৯৭০ সালে মহিলা পরিষদ। মহিলা পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকার কারণে আমি তাঁর আন্তরিক চেষ্টা, একাগ্রতা খুব কাছ থেকে দেখেছি। প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী হিসেবে আজীবন লড়েছেন এ দেশের সুযোগ ও অধিকারবঞ্চিত অসহায় নির্যাতিত নারীসমাজের জন্য। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল এক শক্তিশালী নারী আন্দোলন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর আজীবনের সংগ্রাম অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশ ফ্যামিলি কোডের জন্য যে আন্দোলন তার পেছনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা এই আন্দোলনে গতি ও প্রাণ সঞ্চার করেছিল, একে আরো বেগবান করেছে। বেগম রোকেয়ার মতো তিনি তাঁর সব কাজ পরিচালনা করেছেন মুক্তবুদ্ধি প্রসারের জন্য। অন্ধ, কুসংস্কার ও চিন্তার ক্ষেত্রে সমাজের কৃপমণ্ডকতা দূর করে উদার ও যুক্তিপূর্ণ সমাজ ও মানবজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য, নিরলস সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি তিনি নিরন্তর সমাজ ও মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সহযাত্রী অন্য নারীদের সঙ্গে আঁচলের আড়ালে একেবারেই লুকিয়ে নিয়ে হেঁটে গেছেন শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য। সে সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন।

এ দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, অসাম্প্রদায়িকতার প্রসারে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনের নিরন্তর নিষ্ঠা কর্মপ্রয়াসে ও চিন্তার গভীর দীপ্তিতে তিনি সবাইকে পথ দেখিয়েছেন। দেশের সব প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক সমাজ ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক শাসকদের বৈরিতার মুখে ১৯৬১ সালে বরীন্দ শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি গঠিত হয়, যার কেন্দ্রে ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। আজ তিনি নেই, অথচ এই দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে যখনই অশুভচক্র মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ষড়যন্ত্র হয়েছে, আমরা মুখ তুলে তাকিয়েছি তাঁর দিকে, নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। আজ তিনি নেই কিন্তু সেই গভীর সত্য উপলব্ধি করে আজও আমরা উদ্দীপ্ত হই।

এক অবরুদ্ধ অন্ধ কুসংস্কারমূলক পরিবেশে জনগ্রহণ করে প্রগতিবিমুখ এক সমাজের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে সাহিত্যচর্চা ও জাতির সব বৃহত্তর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে যিনি একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত

চলমান বিচারপ্রক্রিয়ায় দোষী ব্যক্তিদের সাজা দিলে প্রমাণিত হবে কেউই আইনের উর্ধ্বে নন।

মির্জা ফখরুলের ওপর হামলায় দুটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রথমত, সরকার বিএনপিকে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেবে কি না? বিএনপির কাউন্সিলের পর গত দেড় বছরে ঢাকায় কোনো ধরনের রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের অনুমতি না দেওয়া এবং দলীয় চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ঠুনকো অজুহাতে তল্লাশি চালানোর মতো ঘটনায় সে রকম ইঙ্গিত লক্ষণীয়। মির্জা ফখরুলের ওপর হামলার নিন্দা জানাতে গিয়ে খালেদা জিয়া দাবি করেছেন, বিএনপি নির্বাচন করতে চায় বলেই তাঁকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে এসব করা হচ্ছে। এ ধরনের হামলা খালেদা জিয়ার দাবির পক্ষেই সন্দেহ জোরদার করতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, যদি ক্ষমতাসীন দল গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিএনপির ন্যায় ও স্বীকৃত অধিকারগুলো দেওয়ার পক্ষে থাকে, তাহলে সরকারের ভেতরে শক্তিশালী কোনো গোষ্ঠী কি তা নস্যাত্ত করার চেষ্টা করছে? তা না হলে যে ধরনের হামলা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার সাক্ষ্য বহন করে, সে রকম ঘটনা সরকার কেন সহ্য করবে? তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ঘটনা প্রমাণ করে দলের মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীদের ওপর কেন্দ্রের যেমন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নেই, তেমনি প্রশাসনও অকার্যকর? দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান-এর ১৮ জুনের বাংলাদেশ বিষয়ক সম্পাদকীয়ের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'পিপল ডিভার্ড বেটার: বাংলাদেশ' স্টেরাইল অ্যাড পয়জনা স পলিটিকস ডু ডিজসার্ভিস টু ইটস পিপল' শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি বলেছে, উভয় দলের রাজনীতিকেরা নিষ্ফলা রেঘারেঘিতে লিগু থেকে দেশের মানুষের ক্ষতি করছেন। তাঁদের উচিত গণতন্ত্র এবং নাগরিক অধিকারের দিকে নজর দেওয়া, শক্তিপ্রয়োগ এবং অসহিষ্ণুতা ত্যাগ করা এবং জনগণের চাহিদা পূরণে মনোযোগী হওয়া।

আমরা বিদেশীদের কাছ থেকে সবকিছু চাই না। সেটা মোটেও শোভনীয় নয়। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি না বদলালে আমরা কি আর অন্যের মুখ বন্ধ রাখতে পারব?

**লেখক ৪ দৈনিক প্রথম আলোর উপদেষ্টা সম্পাদক**

হয়েছেন। সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সমাজকর্মে উজ্জীবিত হয়েছেন মহীয়সী বেগম রোকেয়ার প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকে। তাঁর সংগ্রাম শুধু নারী আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ এ দেশের প্রতিটি মানবাধিকার লঙ্ঘনবিরোধী আন্দোলনে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তিনি হয়েছেন শতাব্দীর সাহসিকা, মানবকল্যাণ ও প্রগতির প্রতীক। কবিতার সুকোমল জগতে ছন্দ-মিল চিত্রকল্পের মধ্যে থেকেও তিনি নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের কথা ভোলেননি। তাদের অধিকার আদায়ের দাবিতে নেমে এসেছেন রাজপথে। মৌলবাদীদের হুমকি, তিরস্কার উপেক্ষা করে নিজ আদর্শ থেকেছেন অটল, অনড়। সুদীর্ঘ জীবন ধরে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। গত তিন দশকে এ ধরনের এমন কোনো আন্দোলন ছিল না, যার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন না। স্বৈরাচারী সরকারবিরোধী আন্দোলনেও তিনি ছিলেন সক্রিয়। এর পাশাপাশি সাহিত্যচর্চায় তিনি ছিলেন নিরলস। ১৯১১ সালে জন্ম নেওয়া কবি সুফিয়া কামালের ১২ বছর বয়সে বরিশালের তরুণ পত্রিকায় 'সৈনিক বধু' গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ 'কেয়ার কাঁটা' প্রকাশিত হয় তাঁর ২৪ বছর বয়সে। তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন, সমাজ পর্যবেক্ষণের কারণে এই গ্রন্থের গল্পগুলো হয়ে উঠেছিল সময়কালের নিরিখে উল্লেখযোগ্য।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করেছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতা পড়ে আশীর্বাদী পাঠিয়েছেন। তাঁর ১৭টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গল্প, উপন্যাস, আত্মজীবনী লিখলেও তিনি মূলত কবি। তাঁর লেখা কবিতা ও অন্যান্য গ্রন্থ রাশিয়া ও আমেরিকায় রুশ ও ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। তাঁর এই সুবিশাল কর্মজীবন আমাদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। অসীম প্রেরণা ও যুগান্তকারী এক পাথেয়। তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ শিক্ষাকে আমরা যেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি।

**লেখক : সাংবাদিক ও নারী অধিকারকর্মী**



# বিএনপির ভিশন-২০৩০ মিশন নির্বাচন ২০১৯

কাজী সিরাজ

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া তাঁর ভিশন-২০৩০ ঘোষণার পর মাঝখানে কয়েক দিন পার হয়ে গেছে। কিন্তু ভিশন-২০৩০ এখনো আলোচনায় আছে সমান গুরুত্ব নিয়ে। রূপকল্পের ভেতরে ৩৭ অনুচ্ছেদে ২৫৬ দফা প্রস্তাবের বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াও ভিশন-২০৩০ ঘোষণার উদ্দেশ্য নিয়েই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা হচ্ছে বেশি। সুধী মহল ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক-বিশ্লেষকরা রূপকল্প ঘোষণার রাজনৈতিক মূল্যকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে তাঁর এই ভিশন ঘোষণা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যভিত্তিক। স্পষ্ট হয়েছে যে আগামী একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বিএনপি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভিশন-২০৩০ ঘোষণার মধ্য দিয়ে জাতিকে তারা সেই বার্তাটিই দিয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা নির্বাচনী সড়ক দিয়ে ছুটছে। আওয়ামী লীগ এ পথে যাত্রা শুরু করে তাদের ২০তম জাতীয় কাউন্সিল থেকে। দলের সভানেত্রী ওই কাউন্সিলেই নেতাকর্মীদের নির্বাচনী অভিযানে নেমে পড়ার নির্দেশ দেন। কাউন্সিলের পর তিনি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবেই নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং আবারও তাঁর দলকে নৌকা মার্কায ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে চলেছেন। তিনি ধরেই নিয়েছেন আগামী নির্বাচনে তাঁর শক্ত প্রতিপক্ষ হবে বিএনপি, তারা এবার আর কোনো ভুল করবে না। তাই তাঁর বক্তব্যে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি যেমন থাকছে, তেমন থাকছে বিএনপির ওপর তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর দল নির্বাচনী অফিসে খুলে ফেলেছে। আগামী নির্বাচনকে লক্ষ্য করে বিএনপিও সরকারের ওপর নানামুখী বাকহামলা চালাবে শুরু করেছে তাদের ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিল থেকেই। বর্তমান পর বিএনপি তৃণমূল নেতাদের নিয়ে এমন একটি সফল সমাবেশ করতে পেরেছে। উজ্জীবিত নেতাকর্মীদের সামনে সেই কাউন্সিলেই বেগম জিয়া ভিশন-২০৩০ ঘোষণা করেছিলেন। বর্তমান ভিশন-২০৩০টি পুরনো সেই ঘোষণারই বর্ধিত সংস্করণ কিছু বিষয়ের সংযোজনসহ। যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ বেগম জিয়া পঠিত ভিশন-২০৩০-এ ছিল না। আওয়ামী লীগ সারা দেশে সাংগঠনিক বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায়-থানায় সফর শুরু করেছে আগামী জাতীয়

নির্বাচনকে সামনে রেখেই। বিএনপিও ৫১টি সাংগঠনিক কমিটি করে জেলা সফর শুরু করেছে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা নির্দিষ্ট জেলায় যাচ্ছেন। সরকারের মন্ত্রী-মিনিস্টার ও দায়িত্বশীল নেতারা প্রচার করছেন বিএনপি সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক; নির্বাচনের পথে নয়, তারা 'অন্য পথে' ক্ষমতা দখল করতে চায়।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন ও ২০১৫ সালের প্রথম তিন মাস তাদের ডাকা অবরোধ কর্মসূচিতে অগ্নিসংযোগ, পেট্রলবোমা নিক্ষেপ, দেড় শতাধিক মানুষ নিহত হওয়ার বেদনাদায়ক ঘটনা এবং জাতীয় সম্পদ বিনাশে বিএনপিকে দায়ী করে আনা অভিযোগ দলটির নির্বাচনমুখী গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ করেছে। তিন মাসের অবিবেচক কর্মসূচি তাদের বিদেশি মিত্রদেরও হতাশ করেছে। এই নেতিবাচক ভাবমূর্তি কাটানোর একটা ডেসপার্টেট 'মুভ' লক্ষ করা যাচ্ছে দলটির সাম্প্রতিক কিছু কর্মকাণ্ডে। রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদের নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে 'সার্চ কমিটি' তৈরির উদ্যোগে পুরোদমে শরিক হয়েছিল বিএনপি। তার আগেরবার রাষ্ট্রপতি (প্রয়াত) মো. জিল্লুর রহমান যখন নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে 'সার্চ কমিটি' তৈরির জন্য আলোচনায় সব রাজনৈতিক দলকে ডেকেছিলেন, বিএনপি আলোচনায় গিয়েছিল; কিন্তু 'সার্চ কমিটি' গঠন সংবিধানসম্মত নয় বলে তারা কোনো নাম প্রস্তাব করেনি। এবার তারা সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকার কোনো প্রশ্ন তোলেনি, নামও প্রস্তাব করেছে। সার্চ কমিটির কাছে নির্বাচন কমিশনের জন্যও নাম প্রস্তাব করেছে। নবগঠিত নির্বাচন কমিশন তাদের পছন্দানুযায়ী হয়নি বললেও গেলবারের মতো এবার কমিশনকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেনি। নির্বাচনে অংশগ্রহণের পথ খোলার রাখার জন্যই দলটি এসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা আগেকার সিদ্ধান্ত থেকে আলাদা। ভিশন-২০৩০ ঘোষণা আগামী নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণের একটি স্পষ্ট বার্তা বলেই ধরে নেওয়া যায়। শাসক লীগের পাশাপাশি নির্বাচনমুখী তৎপরতায় সমানতালে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটা বিএনপির একটা দৃঢ় অঙ্গীকারও বটে। দেশের প্রকৃত উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য একটি জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক সরকার অপরিহার্য। একটি অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য নির্বাচনই তেমন একটি সরকার নিশ্চিত করতে পারে। 'আগে উন্নয়ন পরে গণতন্ত্র' বা 'বেশি উন্নয়ন কম গণতন্ত্র' এগান সভ্য গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় এখন সমাদৃত ও নন্দিত কোনো এগান নয়। এখন বরং জোরের সঙ্গে বলা হয়, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন সহোদরের মতো হাত ধরাধরি করে না চললে কথিত উন্নয়নে ক্ষমতাসীনদের ঘিরে থাকা একটি বেনিফিসিয়ারি চক্রের বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর 'তরক্কি' হয়, রাষ্ট্র ও জনগণের তাতে কোনো কল্যাণ থাকে না জনগণের অংশীদারি নিশ্চিত না থাকার কারণে। উন্নয়ন ভোগের ক্ষেত্রে জনসাধারণের

সম-আনুপাতিক হক স্বীকৃত না থাকার কারণে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন তা নিশ্চিত না করায় পরবর্তী নির্বাচনটি যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সে ব্যাপারে দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে, নানামুখী চাপের কথাও শোনা যায়। প্রধানমন্ত্রী নিজের মুখে বলেছেন, আগামী নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হোক তা তিনি চান না। এটা শুধু সরকারপক্ষীয় ব্যাপার নয়, বহুপক্ষীয় ব্যাপার। বহুপক্ষের মধ্যে সরকারি দলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিএনপি এ ব্যাপারে তার অবস্থানটা পরিষ্কার করতে পেরেছে বলে মনে হয়। সরকারপক্ষ থেকে বলার চেষ্টা হচ্ছে, ভিশন-২০৩০ ঘোষণা একটি ষড়যন্ত্র। প্রকাশ্যে ঘোষিত একটি রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ষড়যন্ত্র হয় কী করে তার ব্যাখ্যা থাকা সরকার। কেউ আবার বলছেন, শেষ নাগাদ বিএনপি নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে যাবে। সরে যাবে না তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না, তা নির্ভর করে বিদ্যমান পরিস্থিতি ও ক্ষমতাসীনদের আচরণের ওপর। নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফি না থাকলে তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতেও পারে। আমাদের মনে আছে, অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের মহাবিতর্কিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তে অটল ছিল এবং ৩০০ আসনেই তারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিল। বাছাই পর্বও শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হু মু এরশাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নে উচ্চ আদালতে মামলা ও চেম্বার জজ আদালতের এরশাদের বিরুদ্ধে রায়কে ইস্যু করে মহাজোট নির্বাচন বর্জন করে এবং সবাই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। আগামী নির্বাচনে সরকার বিএনপিকে বাইরে রাখার দূরভিসন্ধিমূলক কোনো সিদ্ধান্ত যদি না নেয়, তাহলে তারা নির্বাচনে থাকবে বলেই তাদের কর্মকাণ্ড থেকে বোঝা যায়।

ভিশন-২০৩০ ঘোষণার পর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো ব্যক্তির কপালে ভাঁজ পড়েছে বলে মনে হলেও এ রূপকল্প নিয়ে কিছু কিছু প্রশ্নও আছে। রূপকল্পে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনা, বিচার বিভাগ, পুলিশ ও প্রশাসনে সংস্কার, সরকার ও বিরোধী দলের সমন্বয়ে কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা, প্রতিহিংসা বাদ দিয়ে ভবিষ্যতুখী রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের অঙ্গীকারও করা হয়েছে। গণতন্ত্র, সুশাসন ও পররাষ্ট্রনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও দলের ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে। খালেদা জিয়া তিনবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোয় প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত থাকার বিষয়টি তো তাঁর সময়েও ছিল এবং এ ক্ষমতা এনজয় করার ব্যাপারে তিনিও স্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীই শুধু এটা এনজয় করছেন

না। সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পরিপন্থী এখন মনে হচ্ছে কেন? তাঁর আমলে এ ব্যাপারে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার কোনো উদ্যোগ নেওয়ার কথা কি তিনি ভেবেছিলেন? আগে ভাবেননি বলে এখন ভাবতে পারবেন না, তেমন কোনো কথা নেই। কিন্তু পরিষ্কার হওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য কার সঙ্গে রক্ষা করা হবে? রাষ্ট্রপতির সঙ্গে, মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে, সরকারের অন্য দুই অঙ্গ বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগের সঙ্গে? রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কি বাড়বে? রাষ্ট্রের মালিকানা এখন জনগণের হাতে নেই বলে অভিযোগ করেছেন খালেদা জিয়া। বলেছেন, দেশের মালিকানা জনগণের হাতেই ফেরত দেবেন। তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন জনগণের হাতে দেশের মালিকানা ছিল কি না সে প্রশ্ন না তুলে এ কথা তো বলা যায়, কোন পদ্ধতিতে দেশের মালিকানা জনগণের কাছে হস্তান্তর করবেন তা পরিষ্কার করা উচিত। দুর্নীতির সঙ্গে আপস না করার কথা বলা হয়েছে ভিশন-২০৩০-এ। তাঁর দলে বড় বড় দুর্নীতিবাজ থাকলে তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত হবে, আগামী নির্বাচনে তারা ই মনোনয়ন পাবে কি না, দল ক্ষমতায় গেলে তারা ই তার সরকারকে আলোকিত করবে কি না সে ব্যাপারে জনগণকে আশ্বস্ত না করলে কিভাবে মানুষ বিশ্বাস করবে যে দুর্নীতির সঙ্গে তিনি আপস করবেন না। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিএনপি অন্য কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ও অন্য কোনো রাষ্ট্রের জন্য নিরাপত্তার সমস্যা সৃষ্টি করবে না বলে রূপকল্পে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অঙ্গীকারটি ভারতকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। বেগম জিয়া তাঁর সর্বশেষ ভারত সফরকালে এবং ভারতীয় নেতাদের বাংলাদেশ সফরকালে সাক্ষাৎকারেও একই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্থির থাকেননি। বিএনপির ভারতনীতিটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। স্বাধীনতায়ুদ্ধকালীন মিত্র ও নিকট প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বদাই সুসম্পর্ক অটুট রাখা জরুরি। বিএনপি সম্পর্কে এ বিষয়ে জনমনে নেতিবাচক ধারণাটা দূর করা জরুরি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, জ্বালানি, আইসিটি, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদসহ গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়েই ভালো ভালো প্রস্তাব আছে রূপকল্পে। খালেদা জিয়া নিজেই বলেছেন, ভিশন-২০৩০ বাস্তবায়ন কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। কঠিন কাজগুলো কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায়, কোন পথে তিনি সম্ভব করে তুলবেন সে ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য ধারণা না দিলে দলের বাইরের লোকজনের আস্থা অর্জন করাটাও কঠিন হতে পারে। ভিশন বাস্তবায়নের ব্যাপার তো ক্ষমতায় যাওয়ার পর। গণতন্ত্রে ক্ষমতায় যাওয়ার একমাত্র পথ তো নির্বাচন। বিএনপি নির্বাচনী সড়কে আছে, শেষ গন্তব্য পর্যন্ত থাকুক, জনগণের এ প্রত্যাশা খুব বড় নয়।

লেখক : সাংবাদিক

নির্বাচনের আলোচনা

## কোন পক্ষ কী চায়?

আলী রীয়াজ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনেকটা সময় বাকি থাকলেও সাম্প্রতিক কালে নির্বাচনবিষয়ক আলোচনায় যথার্থ কারণেই নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত খসড়া রোডম্যাপের বিষয় আলোচিত হচ্ছে। রোডম্যাপ অনুযায়ী আগামী মাস থেকে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করবে। এসব আলোচনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সংসদীয় আসনের সীমানার পুনর্বিভাগসংক্রমণ। এটি যে একটি দুরূহ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়, অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞজনেরা সেটা মনে করিয়ে দিয়েছেন (এম সাখাওয়াত হোসেন, 'ইসির রোডম্যাপ: শুরুতেই যা করণীয়', প্রথম আলো, ৭ জুন ২০১৭)। কিন্তু এই কাজেরও আগে নির্বাচন কমিশনকে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে কমিশন সবার অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চায় এবং সে জন্য আইনের আওতায় দেওয়া সব রকমের ক্ষমতার ব্যবহারে কমিশনের সদস্যরা পিছপা হবেন না। কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিশনের পাঁচ বছরের সবচেয়ে বড় 'সাক্ষ্য' হচ্ছে নির্বাচনব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থার অবসান। স্বরণ করা দরকার, রকিবউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিশন ২০১৩ সালের চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন এবং ২০১৬ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচন ছাড়া আর কোনো নির্বাচনই সুষ্ঠুভাবে করতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, অভিযোগ আছে, সাংবিধানিকভাবে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগেও কমিশনের অসম্মত ছিল। দলীয় সরকারের নিয়োগ করা একটি কমিশনের মেয়াদ পূর্ণ করার ইতিহাস যেমন তাঁরা রচনা করেছেন, তেমনি তাঁরা এটাও প্রমাণ করেছেন যে ক্ষমতাসীনরা না চাইলে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন করা অসম্ভব।

দলীয় সরকারের অধীনে যেসব নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে চারটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছিল-রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ব্যবহার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যথাযথ সক্রিয় উপস্থিতি। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল (দেখুন আমার নিবন্ধ, 'নির্বাচন কমিশন কেন আগে পারেনি?', প্রথম আলো, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬)। আমাদের মনে রাখতে হবে যে নির্বাচন যেমন এক দিনের ঘটনা নয়, তা একটি প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়, তেমনি কমিশন একা কখনোই নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারে না। নির্বাচনের সময় যে হাজার হাজার কর্মকর্তা নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা আসলে সরকারি কর্মচারী। দলীয়করণের বিবেচনা বাদ দিলেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রশাসনের 'অভিশাপ' থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা ছাড়া তাঁদের পক্ষে নির্ভয়ে দায়িত্ব পালন কতটা সম্ভব, সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারি। রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রথম ধাপ হচ্ছে সরকার ও সরকারি দলের আচরণ। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনের কথা বলার পাশাপাশি যখন একটি প্রধান দলের প্রধানের রাজনৈতিক দপ্তরে রহস্যময় 'তল্লাশি' চালানো হয় এবং তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তখন এই সদিচ্ছা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। সংবিধানে যদিও বলা হয়েছে যে ক্ষমতাসীন দলের অধীনেই নির্বাচন হবে, সেখানে সেই সরকারের কাঠামো ও দায়িত্ব যে অন্য যেকোনো সময়ের মতো হতে পারে না, সেটা নিশ্চয় সরকার স্বীকার করে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে, যখন বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জানিয়ে আন্দোলন করেছিল, তখন প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সরকার ও নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করার প্রস্তাব প্রমাণ করে যে নীতিগতভাবে আওয়ামী লীগও মনে করে যে নির্বাচনকালীন সরকারের সঙ্গে অন্য সময়ের সরকারের একটা পার্থক্য থাকা দরকার। সেই

নীতির ভিত্তিতেই আগামী নির্বাচনের সময় সরকার গঠিত হবে কি না, সেটা আমরা জানি না। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা দরকার, বিএনপি ইতিমধ্যেই তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, দলটি এখন 'নির্বাচন সহায়ক' সরকারের দাবি জানিয়েছে। সেটা তাদের ব্যর্থতা, না বাস্তবতা মেনে নেওয়া, তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এতে করে ওই বাস্তবতা বদল হয় না যে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক হয়নি। নির্বাচন কমিশনের প্রশ্নে এসব আলোচনা অবতারণার অর্থ এই নয় যে সরকারের ধরন কী হবে, সেটা কমিশন নির্ধারণ করতে পারবে। সাংবিধানিকভাবে সেই অধিকার নির্বাচন কমিশনের নেই। কিন্তু জুলাই থেকে নভেম্বরে রাজনৈতিক দল ও অন্যদের সঙ্গে আলোচনার পর কমিশন কি এ কথা বলতে পারে যে নির্বাচনের একটি অংশীদার হিসেবে তারা সরকারের কাছ থেকে কী চায়? সেটি সরকারকে জানানোর পাশাপাশি নাগরিকদেরও অবগত করতে পারে? এই ধরনের অনুরোধ তারা পাঠায় নির্বাচনের অব্যবহিত আগে, কিন্তু নির্বাচনপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যদি আলোচনা শুরু করা যায়, তবে এই বিষয়ে একটি ধারণাপত্র কেনা জগেই উপস্থাপন করা যাবে না? এটার জন্য আলাদা করে আইনের অপেক্ষা না করে স্বচ্ছতার প্রমাণ হিসেবে এবং কমিশনের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের এই পদক্ষেপ ইতিবাচক বলেই বিবেচিত হবে বলে আমার ধারণা। নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে যে জাতীয় নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠেয় চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই যথেষ্ট, তাহলে তারা ভুল করবে, কেননা রকিব কমিশনের স্মৃতি কেউ ভুলেছেন বলে মনে করার কারণ নেই। ২০১৪ সালে নির্বাচনে যেসব দল অংশগ্রহণ করেনি, তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব বর্তেছে। সেই দায়িত্ব কোনো একক দলের নয়।

আলাদা করেই তাদের উচিত হবে এখনই এটা স্পষ্ট করা, যে কী ধরনের পদক্ষেপ তারা প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আশা করে। অনুমান করা যায় যে তারা এসব বিষয় কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় জানাবে। কিন্তু কমিশনকে জানানোর আগেই দলগুলো কি সাধারণ ভোটারদের কাছে তাদের ধারণাপত্র তুলে ধরতে পারে? এসব আলোচনার বদলে সরকারের ধরন কী হবে আর বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে কি না, সেই আলোচনার বৃত্তে ঘুরপাক খেলে ২০১৪ সালের চেয়ে তিনু কোনো ধরনের নির্বাচন তারা আশা করতে পারে না। কিন্তু এটাও ঠিক যে একেবারে ২০১৪ সালের পুনরাবৃত্তি হবে না, কেননা সেটা এমনকি ক্ষমতাসীনরাও চায় না। ফলে তিন ধরনের সম্ভাবনা বা তিনটি সম্ভাব্য দৃশ্যপট আমরা অনুমান করতে পারি। প্রথমটি হচ্ছে সব দলের অংশগ্রহণে একটি নির্বাচন, যাতে বিএনপিও অংশ নেবে; দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মিত্ররা ছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন, যাতে বিএনপি অংশ নেবে না; তৃতীয়টি হচ্ছে বিএনপি এবং অধিকাংশ দলকে বাইরে রেখে ২০১৪ সালের মতো, কিন্তু তুলনামূলকভাবে সংগঠিত নির্বাচন। এই তিনটি সম্ভাব্য দৃশ্যপট নিয়ে চূড়ান্ত কথা বলার সময় আসেনি, কেননা রাজনীতিতে কখনো কখনো এক দিন অনেক দীর্ঘ, আর নির্বাচনের নির্ধারিত সময়ের এখনো বাকি অল্পতপক্ষে দেড় বছর। ফলে সামনে আরও অনেক ঘটনাই বাকি। কিন্তু নির্বাচনের ধরন নির্ধারণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে ক্ষমতাসীন দল। কিন্তু নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের মনে রাখা দরকার, কী ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, সেটা নির্ধারণ করে দেবে পরের সময়টা কেমন যাবে।

আলী রীয়াজ: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের অধ্যাপক।



# ওবায়দুল কাদেরের টাকার খনি

## ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

আওয়ামী লীগের আকস্মিক সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এখন বেশ টেনে টেনে কথা বলেন, ক্রিকেটের ধারাত্মক শরাফতের মতো ভাষায়। বেশ মজারই মনে হয়। শেখ হাসিনা প্রবীণ রাজনীতিক মরহুম জিল্লুর রহমানকে অনেক বয়স পর্যন্ত দলের সাধারণ সম্পাদক করে রেখেছিলেন। পরে ‘পুরস্কার’ হিসেবে তিনি তাকে দেশের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত করেছেন। সে তুলনায় ওবায়দুল কাদের অনেক তরুণ। তার আগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, স্বাধীনতায়ুদ্ধের অন্যতম স্থপতি মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলামের ছেলে। শেখ মুজিবুর রহমানের স্থলে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল। তিনি ছিলেন একান্তই একজন নিলৌভ ব্যক্তি; সজ্জন মানুষ। তার ছেলে সৈয়দ আশরাফ সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ছিল। কিন্তু কোনো দুর্নীতির অভিযোগ ছিল না। তিনিও নিপাট ভদ্রলোক। এত দিনের রাজনীতিতে কখনো কাউকে গালিগালাজ করেননি, কটু কথা বলেননি। দলের দৃষ্টিতে সেটা তার দোষ হয়ে থাকতে পারে। এখনো মন্ত্রিসভায় আছেন, তবে না থাকার মতো। সে হিসেবে দলকে চাপা করতে শেখ হাসিনা একজন তরুণ নেতাকে দলের সাধারণ সম্পাদক করতে চেয়েছিলেন। আর সে কারণেই বোধকরি ওবায়দুল কাদেরকে এ পদে নিয়োগ দিয়েছেন। সাধারণ বিবেচনায় দেখলে বলা যায়, দলের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার দাবিদার ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। ১৯৬৯ সাল থেকে তোফায়েল আহমেদ আওয়ামী রাজনীতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। শেখ মুজিবুর রহমানও তাকে যথার্থ মূল্যায়ন করেছিলেন। তিনি হয়েছিলেন শেখ মুজিবের প্রথমে রাজনৈতিক সচিব, পরে বিশেষ সহকারী। কিন্তু রাজনীতির দাবায় একটা ভুল চাল বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তোফায়েল তেমন চালের শিকার। তিনি সেনাসমর্থিত সরকারের আমলে আওয়ামী রাজনীতিতে সংস্কার আনতে চেয়েছিলেন। সেই অসাংবিধানিক সরকার বিএনপিকে টুকরো টুকরো করে আওয়ামী লীগে সংস্কার আনতে চেয়েছিল। সে সংস্কার প্রস্তাব ছিল দুই টার্মের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট বা দলের প্রধান থাকতে পারবেন না। আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম আবদুর রাজ্জাক, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সেনাসমর্থিত সরকারের এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। সংক্ষেপে আদ্যক্ষর মিলিয়ে এই চার নেতাকে বলা হতো ‘র্যাটস’। সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতায় বসে এই চারজনকে প্রেসিডিয়াম থেকে বাদ দিয়ে উপদেষ্টামণ্ডলীতে ঠেলে দেন শেখ হাসিনা। বিদায় করে দেন আবদুর রাজ্জাককে। পরে বাকি তিনজনকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিলেও স্পষ্ট করেই তাদের জানিয়ে দেন যে, ‘তিনি তাদের

ফরগিত করেছেন, ফরগেট করেননি।’ ফলে কপাল পোড়ে তোফায়েল আহমেদের। অপর দিকে, কপাল খোলে ওবায়দুল কাদেরের। আওয়ামী লীগের কাউন্সিল শেষে অনেক জল্পনা-কল্পনা ছিল— কে হচ্ছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক? সৈয়দ আশরাফই থাকবেন, নাকি ওবায়দুল কাদের হবেন? তবে শেষ পর্যন্ত ওবায়দুলেরই জয় হয়। সড়ক-সেতুমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই তার কথার ধরন বদলে গিয়েছিল। তিনি টেনে টেনে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। এক দিকে মন্ত্রিত্বের ক্ষমতা, অন্য দিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দাপট— এই দুটি মিলে তিনি তালছাড়া হয়ে গেছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। এমপিকে চড় মারেন, অফিসারকে খাপ্পড় মারেন, ড্রাইভারকে রাস্তার ওপর কান ধরে উঠবোস করান— এমন সব কাণ্ড করে তিনি ‘ফাটা কেঁস্ট’ নাম পেলে দুর্মুখদের থেকে। ‘ফাটা কেঁস্ট’ ভারতীয় সিনেমার এক মাস্তানের নাম। তিনি এক দিনের জন্য মন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। মন্ত্রী হয়ে সব কিছু সোজা করে দিতে চেয়েছিলেন। ঘুষ, দুর্নীতি, অন্যায, অত্যাচার, উৎখাত করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজে রাস্তায় নেমে অন্যায অবিচারের প্রতিবাদ হাতেনাতে করতে শুরু করেছিলেন। দিন শেষে আবার যথারীতি ‘ফাটা কেঁস্ট’ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ওবায়দুল কাদেরের এমন অভিধা পছন্দ হয়নি। তিনি বারবার বিভিন্ন স্থানে বলেছেন, আমি ‘ফাটা কেঁস্ট’ নই। অবশ্য তার ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে যথারীতি নানা প্রশ্ন বহাল আছে। বিরোধী দলকে নানা রকম শ্রেষাঙ্ক ভাষায় আক্রমণ করা তার যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তার নেত্রী ও সম্ভবত এই কারণে তাকে খুব পছন্দ করেন। বড় বড় কথাবার্তা বলে কাজ যদি হয়ও, তবু তার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে বলেন। এ দিকে, দু-চারটা রাস্তা বকবক হলেও সারা দেশের বেশির ভাগ সড়ক বেহাল। লুণ্ঠন এ খাতে নিত্যদিনের ঘটনা। ফলে সড়ক মেরামতের মাসখানেক যেতে না যেতেই সেগুলো মুখ ব্যাদান করে খানাখন্দে পরিণত হয়ে যায়। তার সচিত্র প্রতিবেদন প্রতিনিয়তই মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু মন্ত্রীর কথার ভুবড়ি বন্ধ হচ্ছে না। তিনি একই গীত বারবার গেয়ে চলেছেন। তিনি কথার বাহাদুরে পরিণত হচ্ছেন। আর এমন সব কথা বলছেন, যাতে চমকে উঠতে হয়। গত ১১ জুন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে ছাত্রলীগের বর্ধিত সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘তোমরা অপকর্মে লিপ্ত হবে না। টাকার দরকার হলে আমার কাছে এসো। যখন ছাত্রত্ব শেষ করবে, চাকরি দরকার, আমার কাছে আসবে। কিন্তু এমন কিছু করবে না, যাতে সংগঠনের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। ক্ষমতাসীন দল করলেই যে চাকরি হবে, সে নিশ্চয়তা নেই। রিটেনে (লিখিত পরীক্ষায়) টিকবে, তারপর। নিয়ম মতো প্রত্যেকের জন্য চেষ্টা করব।’ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি যে কথা বলেছেন তার সুদূরপ্রসারী অর্থ খুবই বিপজ্জনক। তবে কি ওবায়দুল কাদের টাকার খনির সন্ধান পেয়েছেন যে, ছাত্রলীগের যেকোনো কর্মী গেলেই তিনি পর্যাপ্ত টাকা দিয়ে দিতে পারবেন

তাকে? তার কাছে এত টাকা কোথা থেকে এলো? সেটা কি দুর্নীতির মাধ্যমে তার হস্তগত হয়েছে, নাকি এর পেছনে ভিন্ন কোনো কৌশল আছে? সে কৌশল আর কী হতে পারে— বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, কন্ট্রাক্টরি, এসব হওয়াই সম্ভব। ছাত্রলীগ সর্বত্র এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত আছে, লিপ্ত নিয়োগ বাণিজ্যেও। অধিকাংশ ছাত্র নাম বহাল রেখে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ও নিয়োগবাণিজ্য করে থাকে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক থেকে পিয়ন নিয়োগের ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি সর্বজনবিদিত। তা নিয়ে মারামারি হানাহানি কম হয় না। কখনো বা হত্যাকাণ্ডের মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটে। কিন্তু সে সময় ওবায়দুল কাদেরকে সর্ব হতে দেখি না। টাকা দেয়ার আরেক কৌশল হলো, কন্ট্রাক্টরি। যোগাযোগমন্ত্রী হিসেবে ওবায়দুল কাদেরের কাছে অনেক কাজ, তাহলে সেসব কাজ তিনি কি বিনা টেন্ডারেই ছাত্রলীগ নেতাদের দিয়ে দিতে চান? এর পরিণতি কী হয়, সেটা আমরা সড়কে দেখছি, ভবনেও দেখছি। নির্মাণকাজ হতে না হতেই সড়কের খোয়া বেরিয়ে পড়ে, সেতু-কালভার্ট ভেঙে পড়ে। তা নিয়ে এই মন্ত্রী মুখ খুলতে দেখি না। আরো বিপজ্জনক বিষয় দেখছি ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে। সেখানে রডের বদলে ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ নেতারা ব্যবহার করেছেন বাঁশ। ফলে এসব ভবন ভেঙে পড়তে দেরি হয় না। কিন্তু ওবায়দুল কাদেরকে এসব বিষয়ে একটি কথাও বলতে শুনি নি। এর অর্থ তিনি যদি ছাত্রলীগকে টাকা দিতে চান, তাহলে এ সব বেপথেই তাকে দিতে হবে। সম্ভবত তারা টাকা পাচ্ছে— যার পরিণতিতে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগারদের পকেটে ঢুকছে। আগে যে নেতা হেঁটে চলত, এখন সে নেতাই চড়ে লেটেস্ট মডেলের গাড়িতে। ছাত্রলীগের নেতারা বিয়ে করতে যায় হেলিকপ্টারে চড়ে। একইভাবে, কাদের চাকরির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ছাত্রলীগারদের যদি চাকরির দরকার হয়, তাহলে যেন তার কাছে যায়। অর্থাৎ যা কিছু চাকরি আছে, তা মেধাবীদের জন্য নির্ধারিত নয়— ছাত্রলীগের ক্যাডারদের জন্য রিজার্ভ করা আছে। তিনি অবশ্য বলেছেন, রিটেন পরীক্ষায় পাস করতে হবে, কিন্তু সে তো জলবৎ ভরলং। কারণ এসব প্রশ্ন যেখানে তৈরি হয়, সেটাও হয় সরকারি নিয়ন্ত্রণে। আর এমন কোনো প্রশ্ন কি আছে, যা ফাঁস হয় না? সুতরাং ছাত্রলীগারদের ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দিয়ে রিটেনে পাস করানো সম্ভব, তা হচ্ছেও। আর তাই বঞ্চিত অসহায় মেধাবী ছাত্ররা রাস্তায় রাস্তায় মানববন্ধন করছে, প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। মেধা অবিরাম পরাভূত হচ্ছে। এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়। ওবায়দুল কাদের যে কথা ছাত্রলীগের উদ্দেশ্যে একবারও বলেন না, তা হলো— ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগের আদর্শের কথা। তাহলে কি আদর্শ বিষয়টা আওয়ামী লীগের অভিধান থেকে মুছে গেছে? আসলে আদর্শ মানে টাকা, এখন আদর্শ হলো, মেধাহীন সন্ত্রাসী অস্ত্রবাজ ছাত্রলীগারদের জন্য সরকারি চাকরির ব্যবস্থা। ওরা হবে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র পরিচালনার কর্ণধার। কিন্তু এত অধপতিত এই

দল একসময় ছিল না। তাদের সামনে আমরা মানি বা না মানি, একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল— হোক সেটা স্বায়ত্তশাসন বা জনমানুষের কল্যাণ। এখন সে আদর্শ ধুলায় মিশে গেছে। তাদের একমাত্র আদর্শ হয়ে উঠেছে টাকা এবং সব লীগ মিলে লুট করে নিচ্ছে বাংলাদেশ। ওবায়দুল কাদের উপলব্ধি করেছেন যে, অনিয়ন্ত্রিত লুটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী এমপি নেতা পাতি-নেতা এমন কি কর্মীরা পর্যন্ত বিপুল বিত্তের মালিক হয়ে গেছেন। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাই তিনি চিন্তিত। আর তাই তাদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন, ‘অবৈধভাবে উপার্জন করা অর্থ দিয়ে কী করবেন, দল যদি ক্ষমতায় না থাকে? দলকে ক্ষমতায় রাখতে এবং আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যাতে আবারও জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসতে পারে, সে জন্য সব অর্থ দেশের জন্য, জনগণের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করুন। সরকার ক্ষমতা হারালে টাকা-পয়সা নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। কারণ সেই অর্থ (অবৈধভাবে উপার্জন করা) ভোগ করতে হলে আপনাকে ক্ষমতায় থাকতে হবে।’ তাহলে ওপেন সিক্রেটটা দাঁড়াল যে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আওয়ামী লীগাররা অবৈধ পথে বিপুল বিত্তের মালিক হয়েছেন। ওবায়দুল কাদের এতে দোষের কিছু দেখেননি, বরং এই টাকা ছড়িয়ে আবারও নির্বাচনে জিতে দেশে থেকে কার্যত আরো অবৈধ বিত্ত বানিয়ে ভোগ করতে বলেছেন। কিন্তু এর রকম তো হওয়ার কথা ছিল না। কেউ যদি অবৈধ পথে বিত্তের মালিক হয়, তবে তাকে দুর্নীতির দায়ে আদালতে সোপর্দ করার কথা। সেটা যে একেবারে করা হচ্ছে না, তাও নয়। কিন্তু আওয়ামী লীগারদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সাত খুন মাফ। তাদের অবৈধ সম্পদ ভোগ করার পথ বাতলে দিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক। এটা দুর্নীতিতে মদদ দেয়ার নামান্তর। গত ১২ জুন তিনি তার দলের লোকদের জন্য আরো এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে আওয়ামী লীগ নেতাদের জন্য বিভীষিকাময় দিন আসবে। তিনি বলেন, ‘আপনাদের মনে আছে সেই ২০০১ সালের কথা। তারা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বাড়ি পুড়িয়েছে, পুকুরের মাছ ধরে নিয়েছে, গবাদিপশু নিয়ে গেছে। আর এখন বিএনপি নেত্রী বলছেন, ক্ষমতায় এলে এক কাপড়ে বের করে দেবেন।’ বুঝতে পেরেছেন, বিএনপি আবার ক্ষমতায় এলে তারা কত ভয়ঙ্কর হবে।’ তবুও ওবায়দুল কাদেরের এই উপলব্ধি ভালো যে, তিনি নিজেদের অপকর্মে সম্পর্কে আতঙ্কে অস্থির হয়ে গেছেন। গত ৯ বছরে এই সরকার জনগণের ওপর যে নির্যাতন করেছে, গুম, খুন, ধর্ষণের যে তাণ্ডব চালানো হয়েছে, হাজার পরিবারকে যেভাবে উদ্ধাস্ত বানানো হয়েছে, তাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে এর পরিণতি ভোগের জন্য।

লেখক : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

# আমেরিকা পিছু হাঁটছে, এগিয়ে যাচ্ছে ইউরোপ

## সিলভি কাউফম্যান

ব্রিটেনের রক্ষণশীলরা যখন গত সপ্তাহে ক্ষত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে ও ফরাসি ভোটাররা শত শত অল্প বয়সী ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁর হাত শক্তিশালী করতে পারলো, ইউক্রেনের মানুষ উৎসব করার একটা উপলক্ষ পেয়ে গেছে। ইউক্রেনিয়ানদের বিনা ভিসায় ইউরোপ ভ্রমণের অধিকারের লালিত স্বপ্নটি পূরণ হয়েছে গত ১১ জুন। দেশটির একটি ম্যাগাজিন এ খবরের শিরোনাম করেছে : ‘ইউক্রেন-স বার্লিন ওয়াল মোমেন্ট’। ইউক্রেনের এই অগ্রগতি অসংখ্য রাজনৈতিক টানা পড়েনের ভিড়ে বিশ্বের অনেকেরই চোখে পড়েনি। তবে এ ঘটনা বড় তাৎপর্যবাহী। এর মধ্য দিয়ে নতুন করে এই বার্তা মিলছে যে ইউরোপ এগিয়ে যাচ্ছে। ইউক্রেনের চার কোটি ৫০ লাখ মানুষ বিনা ভিসায় শেনজেন অঞ্চলের ২৬ দেশ ভ্রমণ করার অধিকার পেয়েছে। তাদের এই অর্জন এমন এক সময় এসেছে যখন ইউরোপীয় ইউনিয়নজুড়ে ‘ইমিগ্রেশন’ শব্দটিও নির্বাচনী বিপর্যয়ের রেসিপি মতো হয়ে গেছে। এ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা গর্ব ব্যক্ত করবেন, এ আবার আশা করতে যাবেন না। এ কাজে তাঁরা আদৌ পটু নন। তবে আজকাল ব্রাসেলস ও আরো কিছু ইউরোপীয়

রাজধানীতে একটি নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে; আশা ও স্বপ্নের এমন সুবাস এ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়নি গত দুই দশকেও। অনেক সংকটের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিশ্বাসীরা হঠাৎই উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে ইউরোপ মৃত্যু ঘনিয়ে আসার ভবিষ্যদ্বাণীটিতে আসলে বাড়াবাড়ি ছিল। ইউরোজোন এখনো ধসে পড়েনি। এক বছর আগে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার খবর যেখানে সবাইকে ভীতসন্ত্রস্তই শুধু নয়, ইউনিয়নকে অস্থির করে তুলেছিল, সেখানে সেই ঘটনাকে বিদ্যমান ২৭ সদস্য দেশ দেখছে নতুন এক সম্ভাবনার জায়গা হিসেবে। কারো কি মনে আছে যে ব্রিটেনের মতো ফ্রেঙ্কিটও (ফ্রান্সের বেরিয়ে যাওয়া) কেউ কেউ আসন্ন মনে করেছিল! বিরাপ এক আবহাওয়ার মধ্যেই ফ্রান্স এমন এক ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছে, যাঁর প্রতিশ্রুতিই হচ্ছে এক অখণ্ড, সংহত ইউরোপ গড়ে তোলা। ব্রিটেনের অগ্রিম ভোটের জুয়ায় টেরেসা মে হেরে যাওয়ার ঘটনায়ও কেউ কেউ দেশটির ব্রিঙ্কিট থেকে পিছুটানের স্বপ্ন হয়তো দেখেছেন। তবে ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা এখন বলছেন, বিচ্ছেদ যেহেতু হবেই, তা যত দ্রুত হয় ততই মঙ্গল। ইউরোপের বহু মানুষ যদিও এখনো ব্রিঙ্কিটের আঘাত মনে পুষে রেখেছেন; এ ঘটনার আঘাত এর মধ্যেই সহ্য করা হয়ে গেছে। এখন ব্রিটেনকে বাদ দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এগিয়ে যাওয়ার পালা।

ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানিতে অভিযাসন সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে; দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের কৌশল উদ্ভাবন যদিও এখনো বাকি। বেশ কিছু সন্ত্রাসী হামলার পরও সাধারণ মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে তাদের অবস্থান ব্যক্ত করছে। সবচেয়ে বড় কথা, অর্থনীতি দীর্ঘদিনের স্থবিরতার পর শক্তির জানান দিচ্ছে একটু একটু করে। হারিয়ে ফেলা দশক নয়, সামনের ‘স্বপ্নের দশক’-এর সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ কথা বলছে। সম্প্রতি ব্রুমবার্গের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই ‘গোয়ে ন ডিকেড’ টার্মটি ব্যবহার করেছেন ব্ল্যাকবেরের ভাইস চেয়ারম্যান ফিলিপ হিলডেব্রান্ড। ইউরোপের এই ঘুরে দাঁড়ানোর শুরুটা ইউরোর শক্তিশালী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে হয়নি। ফ্রান্সের নির্বাচনে ইমানুয়েল ম্যাখোঁর বিজয় ও সর্বশেষ পার্লামেন্ট নির্বাচনে তাঁর দল ‘লা রিপাবলিক অঁ মারশে’র নিরঙ্কুশ বিজয়ই আসলে বড় স্বপ্ন নিয়ে এসেছে। ইউরোপের এই পুনর্জাগরণের জন্য আর কোনো ফ্যাক্টর যদি থেকে থাকে তা হচ্ছে : ডোনা ট্রাম্প। ন্যাটো ধারণার বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ও প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে নিয়ে গেছেন। গত ৯ জুন তিনি ন্যাটোর পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রতি আস্থা যদিও ব্যক্ত করেছেন, আগের ক্ষত তিনি সারাতে পারবেন না। ফ্রান্সের একজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা আমাকে বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাদের সঙ্গে পথ চলতে না-ই চায় তাদের বাদ দিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। অ্যাঙ্গেলা মার্কেল ঠিক বলেছেন।

আসলেই ইউরোপীয় ইউনিয়নকে সংস্কার করার সময় এসেছে।’ ফরাসি কর্মকর্তারা আরো বলছেন যে ট্রাম্প যত কথাই বলুন, আটলান্টিকের দুই পারের অংশীদাররা নানা অর্থেই পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল এবং সন্ত্রাসবাদসহ নানা ইস্যুতে তারা এক সঙ্গেই কাজ করে যাবে। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতেও হোয়াইট হাউসকে পাশ কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য ও নগরীর সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক অটুট রাখা হবে। ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গোলার্ড গত ৩ জুন সিঙ্গাপুরে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের পরিচিত বিকল্প কিছু শক্তি আছেই, যাদের ওপর আমরা ভরসা করতে পারব এবং এই শক্তিগুলো শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।’ নতুন এই বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন বেশির ভাগ ইউরোপীয় নেতাই। ‘বড়রা ঘরে আছে, আস্তে কথা বলো’ নীতি আর তাঁদের বিশ্বাস হচ্ছে না। তাঁরা মনে করছেন, এমন একসময় আসন্ন যে আমেরিকার নেতরাই ইউরোপের নতুন বাস্তবতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হবেন।

লেখক : ফ্রান্সের লা মঁদে প্রতিকার সাবেক প্রধান সম্পাদক ও বর্তমানে তিনি এর এডিটোরিয়াল ডিরেক্টর। লেখাটি তিনি লিখেছেন নিউ ইয়র্ক টাইমসে।



# Weekly Desh

- Britain's largest circulation Bengali newspaper
- Out every Friday • Free • 50p where sold



Page 34  
**'Hero' imam praises group that saved Finsbury Park suspect from angry crowd**



Page 37  
**Three young siblings chose to STAY inside burning Grenfell Tower**

## Finsbury Park Media demonisation and Islamophobia

Local Muslims say attack is a consequence of long-held anti-Islamic sentiment, particularly among media outlets.

London, UK - On the surface, the scene inside Finsbury Park Mosque in North London is as it would be at mid-afternoon on any other day in Ramadan.

The British capital is in the midst of a heatwave and worshippers inside take siestas and play with their smartphones to whittle away the hours before their fasts end.

But this day isn't like any other. Just an hour earlier both the British Prime Minister Theresa May and the leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn, were on the scene in a show of support for the local Muslim community.

The night before, as worshippers finished their taraweeh prayers, a man driving a rental van mounted the pavement and drove into a crowd of people leaving the Muslim Welfare House, which is a two-minute walk from

At least one person at the scene died, three others were critically injured and several more suffered non-life-threatening wounds.

The suspect, named as Darren Osborne from Cardiff, is alleged by those present to have declared his intent to "kill all Muslims".

He was saved from being beaten by survivors only by the intervention of an imam and local youths, who protected him until the police arrived. Images later emerged of the suspect sporting two black eyes while being held upright by officers.

Police are treating the attack as a potential terrorist incident and politicians from all sides have responded accordingly.

May called it an "attack on British values" and Corbyn, who is also the local MP, described it as "horrific and cruel".

Outside Finsbury Park Mosque, the scene is one of frenzy as TV crews set up for live broadcasts, photographers hustle for the best vantage spots, and reporters pursue local people for interviews.

Londoners, with fresh memories of the Grenfell Tower disaster last week

and the recent London Bridge and Westminster attacks, arrive to pay respects and lay flowers at the mosque's walls.

confidence of the far-right and their thinly veiled calls for action against Muslims.

"You have the rise of the far-right, you



The gestures of solidarity are welcomed by local Muslims but also present is a sense that the attack was the culmination of years of hardening sentiment against the community.

Fatima, a student and regular worshipper at the mosque, tells Al Jazeera that the area has experienced Islamophobic violence before.

"In 2015 Finsbury Park Mosque had an arson attack against it and someone tried to throw a fire bomb to the women's section," she says, adding: "There's actually a metal roof now installed over the women's section to protect that."

For Fatima, it's important that the condemnation by politicians is matched with political action to protect Muslims from further attacks.

"We have to come together and ensure that the government tackles far-right extremism and introduces legislation that specifically targets Islamophobic attacks and hate crime against Muslims in this country."

Incitement

Ali Habib, who lives a few minutes away from the scene of Monday morning's attack, has also noted a sharp rise in Islamophobia in the past two years, which he says has been brought on by the growing

have [Islamophobic] people on social media, you have columnists like Katie Hopkins writing things like "we need a final solution" and this [attack] has happened now," he says.

Hopkins, a Daily Mail columnist, was sacked from her show on the London Broadcasting Company (LBC) for a tweet she made after the Manchester concert bombing, which evoked the Nazi euphemism for the extermination of the Jewish people or "final solution".

The role of the media plays in fomenting Islamophobic sentiment and providing a platform for anti-Muslim ideology is the subject of intense scrutiny on social media after the attack.

In one widely retweeted post, a user named Russell Simpson facetiously asks: "If only we knew how Darren Osborne was radicalised" over a collage of British tabloid front-page headlines about Muslims.

Among the headlines are frequent claims that Muslims are trying to enforce their own customs on the country, one story about Muslim schoolchildren attacking a "British" child, and one by the Daily Express that simply reads "Muslims tell British: Go to hell!"

MiqdaadVersi, the assistant secretary general of the Muslim Council of Britain, says the problem is not limited to right-wing newspapers.

"Not only do you see it in the tabloid press, which you see a lot of, but also within mainstream organisations, mainstream broadcasters, spreading this hatred."

He recalls a recent BBC appearance by the Spectator columnist Douglas Murray, in which he argued "less Islam" would help to counter terrorism.

"That type of hate speech is something that clearly radicalises certain people, clearly is a problem, clearly is something that causes hate in society, and guess what, it needs to be tackled," Versi says.

According to TallhaAbdulrazaq, a researcher at the University of Exeter's Strategy and Security Institute, the entire Muslim community is subject to levels of scrutiny that are rarely applicable to other groups.

"Had a Muslim committed the same kind of atrocity, we would already have several dozen opinion pieces, commentaries and analyses, and the pundits would be talking about exactly how the attacker was radicalised," he says referring to the Finsbury attack.

"That entire discourse is missing from the terrorism we saw at Finsbury Park, or even from the discussion over the terrorist murder of Jo Cox last year."

For Abdulrazaq, violent acts committed by white perpetrators go through a process which detaches the act from political motivation.

That idea has some subscribers on social media.

The front page for The Times newspaper on Tuesday reads "Jobless 'lone wolf' held over attack on mosque" with a subheading that carries a claim by the suspect's family that he suffered from mental health issues.

"This is definitely 100 [percent] how The Times would portray an Islamist terrorist attack," wrote Guardian columnist Owen Jones, in a tweet responding to the front page.

## Muslim girl, 17, killed on way home from Virginia mosque

A Muslim teenager was assaulted and killed in the early hours of Sunday as she walked home after prayers at a mosque near Washington.

The death of NabraHassanen, 17, of Reston, northern Virginia, stunned the local community. Police have charged 22-year-old Darwin Martinez Torres with her murder.

A potential hate crime is one of the possible motives under investigation, the Washington Post reported. Nabra's mother, SawsanGazzar, told the paper: "I think it had to do with the way she was dressed and the fact that she's Muslim. Why would you kill a kid? What did my daughter do to deserve this?"

The All Dulles Area Muslim Society (Adams)mosque in Sterling, the biggest in northern Virginia, holds extra late-night prayers during the last 10 days of Ramadan. Nabra was reportedly among four or five teenagers who had left the mosque in the early hours of Sunday. It was not unusual for worshippers to walk after nightfall in what is usually a safe neighbourhood.

A Fairfax county police statement said: "An investigation determined she was walking outside with a group of friends when they got into a dispute with a man in a car. It appears the suspect, Darwin A Martinez Torres, 22, of Sterling, got out of his car and assaulted the victim. Her friends could not find her and police were called to help."

Nabra was reported missing about 4am. A police helicopter, patrol officers and search and rescue teams joined the hunt. "While searching, one officer saw a car driving suspiciously in the area and stopped it," the statement added. "The driver, later identified as Martinez Torres, was taken into custody as a suspect."

About 3pm the body of a girl believed to be Nabra was found in a pond in Sterling. A baseball bat was discovered nearby, police said. Detectives later obtained a murder warrant against Martinez Torres.

ArsalanIftikhar, a human rights lawyer and author, told the



Washington Post that he and his wife were at the mosque at about the same time as Nabra and that her death has struck fear into the local Islamic community. "People are petrified, especially people who have young Muslim daughters," he was quoted as saying.

A local congresswoman, Barbara Comstock, said: "We are heartbroken and horrified by the news of the brutal murder of a beautiful 17-year old girl. We know there is no greater pain for any parent and Chip and I extend our prayers to her family and loved ones at this difficult time and the entire Adams Center community."

A statement from the Adams mosque said: "We are devastated and heartbroken as our community undergoes and processes this traumatic event. It is a time for us to come together to pray and care for our youth. Adams has licensed counselors on site to assist anyone in need of counseling during these difficult times."

On a crowdfunding page to support Nabra's family, donations surged to more than \$55,000 by midnight.

A report by the Council on American-Islamic Relations found that anti-Muslim hate crime incidents rose sharply in 2015 and increased a further 44%, from 180 to 260, in 2016. Human rights groups have called on Donald Trump to be more forceful in speaking out against acts of violent intolerance.



# News

## 'Hero' imam praises group that saved Finsbury Park suspect from angry crowd

Imam Mohammed Mahmoud with Prince Charles, who visited the Mosque after the attack.

In the chaos and terror of the moment, events might have taken an even darker turn.

Outside the Muslim Welfare Centre, three men wrestled to the ground the driver of a van which had ploughed into people leaving the mosque.

Amid confusion, distress and anger, a crowd gathered. Fists and feet struck out. Suddenly a voice shouted: "No one touch him – no one! No one!"

It came from Mohammed Mahmoud, the mosque's imam, later hailed as the hero of the day. He urged the crowd to be calm and restrained until the police arrived.

Speaking to reporters on Monday afternoon, Mahmoud said he had not been the only one urging restraint. "It wasn't me alone, there were a group of brothers. They were calm and collected and managed to calm people down and to extinguish any flames of anger or mob rule that would have taken charge had this group of mature brothers not stepped in."

He said he had just finished leading prayers in the mosque when "a brother came in, quite panicked, and said that somebody had run over a group of people and tried to kill them". He added: "We arrived at the scene within



minutes and we found the assailant on the floor. He had been restrained by around three people.

"We found a group of people quickly started to collect around the assailant. And some tried to hit him, either kicks or punches. By God's grace we manage to surround him and to protect him from any harm. We stopped all forms of attack and abuse towards him that were coming from every angle.

"A police van drove past so we flagged them down and we told them the situation. There's a man, he's restrained. He mowed down a

group of people and there's a mob attempting to hurt him. If you don't take him, God forbid he might be seriously hurt."

He added: "There was a mob attempt to hurt him, so we pushed people away from him until he was safely taken by police."

The man was unscathed, he said.

He added: "This community of ours is a calm community, not known for their violence. Our mosques are incredibly peaceful. I can assure you we will do our utmost to calm down ill intentions."

In a statement Toufik Kacimi, the mosque and welfare centre's chief executive, praised Mahmoud's bravery and courage, which he said "helped calm the immediate situation after the incident and prevented further injuries and potential loss of life". He later said he was "the hero of the day".

Mahmoud had told him that others had helped to calm people down. "The crowd was extremely angry, unhappy, so some people started acting violently too," said Kacimi.

One of the men who held the suspect on the ground, 29-year-old cafe owner Mohammed, said: "The imam came from the mosque and he said, 'Listen, we are fasting, this is Ramadan, we are not supposed to do these kinds of things, so please step back.'"

"For that reason this guy is still alive today. This is the only reason. If the imam was not there, he wouldn't be there today."

Adil Rana, 24, who was outside the mosque when the van drove towards the crowd, said some people had initially attacked the suspect.

"The driver jumped out and then he was pinned down to the floor and people were punching him and beating him, which was reasonable because of what he's done. And then the imam of the mosque actually came out and said, 'Don't hit him, hand him over to

the police, pin him down.'"

Hussain Ali, 28, said: "The leader of the mosque said, 'you do not touch him'."

The three men, who were sitting outside a cafe at the time of the incident, described their effort to subdue the suspected attacker and his reaction. "There was no regret, no emotion, he was just there smiling and blowing kisses. He said, 'I've done what I'm supposed to do,'" said Mohammed.

Sadiq Khan, the mayor of London, praised Mahmoud's actions.

"When things were getting very heated, and we can understand why, Imam Mohammed did a really good job in calming things down and making sure that justice can be done as it should be done via due process, rather than anyone taking the law into their own hands," he told Sky News.

"This is a good community. They pull together, they work closely with each other and the actions of Imam Mohammed are what I would expect from a good faith leader and a good Muslim leader."

Mahmoud condemned the "tragic and barbaric terrorist attack", adding: "All life is sacred."

He hoped those who try to demonise the Muslim community and to divide the country would not win.

## Policing 'at risk' as officers deal with terror

Policing in England and Wales could be at "significant" risk if resources are diverted to fight terrorism, the UK's top counter-terrorism officer has said.

Counter-terrorism policing has been placed on an "emergency footing" after recent attacks, the BBC understands.

Assistant Commissioner Mark Rowley has asked ministers to reassure officers that funding will not be diverted from mainstream policing as a result.

The Home Office said counter-terrorism funding would increase by 30% by 2022.

'Difficult choices'

The BBC understands that Mr Rowley has written to Home Secretary Amber Rudd warning that the counter-terrorism policing network was not able to operate at "full strength".

"The demand for increasing numbers of detectives in areas such as child abuse has prevented this," he wrote.

He suggested that prioritising counter-terrorism work would involve "difficult choices" about where to put resources.

"It will inevitably push risk to other areas of policing, potentially with significant impact," he said.

The letter, which was sent a week ago, before the Finsbury Park attack, included a plea to avoid "uncertainty over funding" so that chief constables did not "shy away" from important operational changes.

Separately, the Metropolitan Police has begun talks with the government about securing more funding.

The three-month emergency plan, known as Operation Roset, was put in place after the first three attacks this year - at Westminster, Manchester Arena and London Bridge.

The operation is designed to intensify counter-terrorism activity - in particular the capacity of police to investigate plots - following a four-fold increase in the number of leads they were following up with security service MI5.

But with more than 700 officers and staff dealing with inquiries relating to the London and Manchester attacks, police must find resources for counter-terrorism work from elsewhere.

It is understood some staff will be temporarily removed from the ongoing public



inquiry into undercover policing.

Various war crimes investigations will also be suspended and officers will be transferred from regional organised crime units.

Staff will be diverted from other counter-terrorism functions, which BBC News has decided not to specify to avoid compromising national security.

In the letter, Mr Rowley said police and crime commissioners, though supportive of Operation Roset, were concerned about the implications for other policing areas.

"They want reassurance that financial resources will not be diverted from mainstream policing," he wrote.

'Magic police tree'

The UK has had an "exceptional" style of policing at a local level for almost 200 years but a former head of the national counter terrorism office said this had changed.

Speaking on Radio 4's Today, Chris Phillips said: "I don't remember anyone telling us that that style of policing was going to disappear.

"Well I can tell you in reality it has pretty much already disappeared and I don't think the public are really happy with that... they won't be happy with that if they knew."

Mr Phillips told the programme every day hundreds of officers were being deployed to deal with different inquiries and as a result policing was "absolutely at breaking point".

"Those officers have not just come from some magic police tree with officers available

for deployment they've come from the boroughs, they're coming from local policing."

'Extremely challenging'

The National Police Chiefs' Council (NPCC) confirmed that plans were being implemented to deal with the heightened terror risk.

It said the service was facing an "extremely challenging period", with some officers having to work overtime to fill gaps.

A spokeswoman said: "We are facing an unprecedented terror threat and it is no surprise that our resources are currently tested against what is now four terrorist attacks and five thwarted plots in very short succession."

Mr Rowley's letter, which was copied to leading figures in security and law enforcement, also contains a list of measures to bolster physical security, make more use of de-radicalisation programmes and improve preparedness for an attack.

But he said these measures were "no more than an immediate patch".

He added: "In themselves they will not be enough. They are also unsustainable."

Second letter

The BBC understands that a second letter with more detailed points was sent to Ms Rudd - this time signed by Mr Rowley, Cressida Dick, the Met Police Commissioner, Lynne Owens, head of the National Crime Agency, and Sara Thornton, who leads the NPCC.

Jack Dromey MP, Labour's shadow police minister for three years, said: "Britain is facing the most serious threat of terrorism in a generation and revelations from Britain's top police officers show that the thin blue line is being stretched to breaking point."

He added that police did not have the "numbers and resources necessary to keep the public safe".

The Home Office said it had agreed in 2015 that overall police funding would be protected in real terms - and that cross-government spending on counter-terrorism would rise from £11.7bn to £15.1bn.

A spokesperson said: "Keeping families, communities and our country safe is this government's priority."

"After the recent horrific attacks the government and police are in complete agreement that we must review our counter-terrorism strategy to tackle the changing threat."



# Zakat: The Ultimate Goal to build poverty - free World

## Mohammad Hasan

After creating the man, The Merciful Allah (swt) has ordained them to worship Him so that he can earn the satisfaction of his Lord and can lead a happy life in this world, and enjoy an eternal life in the Jannah which is the ultimate aim and objective to be achieved.

To facilitate this attainment, Allah (swt) introduces some special worships for His servants of which Zakat is one of them. Allah the Beneficial has made Zakat, which is a financial worship, compulsory for the able and rich Muslims to pay so that the unable and poor human being can fulfil their fundamental necessities. Zakat is an annual expenditure for the benefit of the Muslim community required of those Muslims who have excess wealth. There are numerous proofs in the Quran and Hadith in support of this Zakat for being an unavoidable and basic worship. The word 'Zakat' is mentioned with Salat as a phrase many times in the Quran.

The Verses (ayats) revealed in the Quran on Zakat are mentioned here.

Allah (swt) says:

"And establish prayer and give zakat and bow with those who bow (in worship and obedience)." (2:43)

"And establish prayer and give Zakat. Then you turned away, except a few of you, and you were refusing". (2:83)

"And establish prayer and give Zakat and whatever good you put forward for yourselves -

you will find it with Allah. Indeed Allah, of what you do, is Seeing." (2:110)

"O you who have believed, spend from the good things which you have earned and from that which We have produced for you from the earth." (2:267)

"[And who] establishes prayer and gives Zakat". (2:177)

"Indeed, those who believe and do righteous deeds and establish prayer and give Zakat will have their reward with their Lord, and there will be no fear concerning them, nor will they grieve." (2:277)

"And establish prayer and give Zakat and obey Allah and His Messenger". (33:33)

"Take [O Muhammad], from their wealth a charity by which you purify them and cause them increase, and invoke [Allah's blessings] upon them. Indeed, your invocations are reassurance for them. And Allah is Hearing and Knowing" (9:103)

"Zakat expenditures are only for the poor and for the needy and for those employed for it and for bringing hearts together [for Islam] and for freeing captives [or slaves] and for those in debt and for the cause of Allah and for the [stranded] traveller - an obligation [imposed] by Allah. And Allah is Knowing and Wise". (9:60)

"Have you not seen those who were told, 'Restrain your hands [from fighting] and establish prayer and give Zakat?' (4:77)

"If you establish prayer and give Zakat and believe in My messengers and support them and loan Allah a goodly loan, I will surely remove from you your misdeeds and admit you to gardens beneath which rivers flow". (5:12)

"Your ally is none but Allah [therefore] His Messenger and those who have believed - those who establish prayer and give Zakat, and they bow [in worship]". (5:55)

"And He it is who causes gardens to grow, [both] tilled and untillied, and palm trees and crops of different [kind of] food and olives and pomegranates, similar and dissimilar. Eat of [each of] its fruit when it yields and give its due [Zakat] on the day of harvest. And be not excessive. Indeed, He does not like those who commit excess. (6:141)

"And decree for us in this world [that which is] good and [also] in the hereafter; indeed we have turned back to you." [Allah] said, "My punishment - I afflict with it whom I will, but My mercy encompasses all things." So I will decree it [especially] for those who fear Me and give Zakat and those who believe in Our verses." (7:156)

"But if they should repent, establish prayer, and give Zakat, let them [go] on their way. Indeed Allah is Forgiving and Merciful. (9:5)

"But if they repent, establish prayer, and give Zakat, then they are your brothers in religion; and We detail the verses for a people who know." (9:11)

"The mosques of Allah are only to be maintained by those who believe in Allah and the Last Day and establish prayer and give Zakat and do not fear except

Allah, for it is expected that those will be of the [rightly] guided." (9:18)

"The believing men and believing women are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong and establish prayer and give Zakat and obey Allah and His Messenger. Those - Allah will have mercy upon them. Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise. (9:71)

"And He has made me blessed wherever I am and has enjoined upon me prayer and Zakat as long as I remain alive". (19:31)

"And he used to enjoin on his people prayer and Zakat and was to his Lord pleasing [i.e., accepted by Him]. (19:55)

"And We made them leaders guiding by Our command. And We inspired to them the doing of good deeds, establishment of prayer, and giving of Zakat; and they were worshippers of Us." (21:73)

"[And they are] those who, if We give them authority in the land, establish prayer and give Zakat and enjoin what is right and forbid what is wrong. And to Allah belongs the outcome of [all] matters." (22:41)

"So establish prayer and give Zakat and hold fast to Allah. He is your protector, and excellent is the protector, and excellent is the helper." (22:78)

"And they who are observant of Zakat". (23:4)

"[Are] men whom neither commerce nor sale distracts from the performance of prayer and giving of Zakat. They fear a Day in which the hearts and eyes will [fearfully] turn about - (24:37)

"And establish prayer and give Zakat and obey the Messenger - that you may receive mercy." (24:56)

"Who establish prayer and give Zakat, and of the hereafter they are certain [in faith]". (27:3)

"And whatever you give for interest [i.e., advantage] to increase within the wealth of people will not increase with Allah. But what you give in Zakat desiring the face [i.e., approval] of Allah - those are the multipliers. (30:39)

"Who establish prayer and give Zakat, and they, of the Hereafter, are certain [in faith]". (31:4)

"And abide in your houses and do not display yourselves as [was] the display of the former times of ignorance. And establish prayer and give Zakat and obey Allah and His Messenger. Allah intends only to remove from you the impurity [of sin], O people of the [Prophet's] household and to purify you with [extensive] purification. (33:33)

"Those who do not give Zakat, and in the Hereafter they are disbelievers." (41:7)

"Have you feared to present before your consultation charities? Then when you do not and Allah has forgiven you, then [at least] establish prayer and give Zakat and obey Allah and His Messenger. And Allah is Aware of what you do. (58:13)

"So recite what is easy from it and establish prayer and give Zakat and loan Allah a goodly loan. And whatever good you put forward for yourselves - you will find it with Allah. It is better and greater in reward. And seek forgiveness of Allah. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful." (73:20)

"And they were not commanded except to worship Allah, [being] sincere to Him in religion, inclining to truth, and to establish prayer and to give Zakat. And that is the correct religion." (98:5)

There are plentiful Hadiths on Zakat. Some of them are as follows:

Narrated Ibn 'Umar (RA): Allah's Messenger (PBUH) said: Islam is based on five principles: To testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad (PBUH) is the messenger of Allah. To offer the compulsory prayers; To pay Zakat; to perform Hajj (pilgrimage to Makkah); and to observe Saum (fasts) during the month of Ramadhan. (Bukhari and Muslim)

Narrated Ibn Abbas (RA): The Prophet (PBUH) sent Mu'adh (RA) to Yemen and said: Invite the people to testify that none has the right to be worshipped but Allah and I am Allah's Messenger, and if they obey you to do so, then inform them that Allah has enjoined on them five prayers in every day and night, and if they obey you to do so, then inform them that Allah has made it obligatory for them to pay Sadaqah (Zakat) from their properties and it is to be taken from the wealthy among them and given to the poor among them. (Bukhari and Muslim)

Narrated Abu Hurairah (RA): When Allah's Messenger (PBUH) died and Abu Bakr (RA) became the caliph some Arab renegades (Abu Bakr (RA) decided to declare war against them), Umar (RA) said to Abu Bakr (RA), "How can you fight with these people although Allah's Messenger (PBUH) said, I have been ordered (by Allah) to fight the people till they say: none has the right to be worshipped but Allah and whoever said it then he will save his life and property from me except on trespassing the law, and his accounts will be with Allah." Abu Bakr (RA) said,

"By Allah! I will fight those who differentiate between the Prayer and the Zakat, As Zakat is the compulsory right to be taken from the property (according to Allah's order). By Allah! If they refuse to pay me even a she-kid which they used to pay at the time of Allah's Messenger (PBUH), I would fight with them for withholding it." Then Umar said (RA) said, "By Allah, it was nothing, but Allah opened Abu Bakr's (RA) chest towards the decision (to fight) and I came to know that his decision was right." (Bukhari)

Narrated Abu Hurairah (RA): The Prophet (PBUH) said, "On the Day of Resurrection camels will come to their owner in the best state of health they have ever had (in the world), and if he had not paid their Zakat (in the world) then they would tread him with their feet; and similarly, sheep will come to their owner in the best state of health they have ever had in the world, and if he had not paid their Zakat, then they would tread him with their hooves and would butt him with their horns." (Bukhari)

Narrated Abu Hurairah (RA): Allah's Messenger (PBUH) said: "Whoever is made wealthy by Allah and does not pay the Zakat of his wealth, then on the Day of Resurrection his wealth will be made like a bald-headed poisonous male snake with two black spots over the eyes (or two poisonous glands in its mouths). The snake will encircle his neck and bite his cheeks and say, 'I am your wealth, I am your treasure.' Then the Prophet (PBUH) recited holy Verse: "And let not those who (greedily) withhold what Allah has given them of His bounty ever think that it is better for them. Rather, it is worse for them. Their necks will be encircled by what they withheld on the Day of Resurrection. And to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth. And Allah, of what you do, is fully aware." (3:180)

The Prophet (PBUH) said: there is no possessor of gold and silver who does not pay the due (Zakat) on them except that on the Day of Judgement, the gold and silver will be beaten into sheets of the fire which will be further heated in the fire of Hell, then his flanks and forehead and back will be branded with them; every time they cool down they will be replaced with heated sheets. That will go on for a day which will last fifty thousand years, until all the slaves have been judged. (Muslim)

Narrated Abu Sa'id Al-Khudri (RA): Allah's Messenger (PBUH) said: "No Zakat is due on property amounting to less than five Udiyah (for silver) and no Zakat is due on less than five camels, and there is no Zakat on less than five Wasq. (Bukhari)

Zakat is compulsory upon any Muslim having Nisab amount of property. Anybody denying it after being informed it as Fard or compulsory will be a Kafir, or simply speaking will go away out of the boundary of Islam.

Zakat as a whole is a unique system Allah (swt) has enforced upon the Muslims for a just, fair, happy and poverty-free society. As human being, we are awfully worried for the existing economic predicaments leading the situation to more disastrous level. The common people are earning less and the poor are becoming poorer. The numbers of the underprivileged are mounting up ceaselessly which causes huge tension and anxieties.

There are no responsible persons in the state, that are not trying to get rid of this situation with their own plans, strategies and strength as they do have a lot to do. I hope they will give due attention to the poverty alleviation system ordained by the Quran.

It is a sincere request and call upon all the heads of the State, predominantly the Muslim ones, to take effective measures on State level to implement the Zakat system as offered in the Quran and Hadith.

Zakat proves to be a very effective and successful tool to drive out hunger and poverty if it is taken and then distributed with appropriate plan and policy. But the problem is Zakat is never considered and valued as a basic worship like five times prayer in a day. A lot of people do pray but never pay Zakat properly and they are very indifferent to it. People pay Zakat but there is no change in the poverty level rather the state of the poor is getting worse because, in most cases, the Zakat payers never have any plan and follow any system.

It is worth noticing that there are, in the Muslim majority countries, many and long queue of the beggars on special Islamic days like Fridays, Eid days, Shab-e-Qadr, Shab-e-Barat, Eid-e-Miladunabi and so on. It is painful, sad and a shame for the Muslims, which is never expected. Zakat is not working though there are many Muslims paying Zakat every year here.

Starvation, homelessness and illiteracy are a daily phenomenon for a vast number of

Muslims in these countries though effective Zakat system could have been a successful tool to save them from these curses.

It will be a mistake to take Zakat as an economic worship merely rather it should be taken, as such, as a social movement to change the society from the have-nots to the haves. It is predicted that it will take only 20 years to root out

hunger and poverty from the world if Zakat system is established properly.

For example, despite being a very potential country, Bangladesh has 45% of the whole population, who are living under poverty level. Of them, again, 35% are very poor. It means almost 20 million people are living in a very miserable condition. There are a lot of people paying Zakat in Bangladesh every year but there is no change rather people are taking life risk to migrate in the developed countries and floating over the seas in boat in starvation over months. Zakat is given as T-shirt, Shari (long cloth for women) and lungi (loin cloth for men). It is also given as a form of some cash money to shop for the Eid day to buy some food and clothes-which meet merely some occasional problems. There is no plan for employment, no plan to remove this poverty from them permanently. Consequently, the Zakat payees remain the same Zakat payees every year.

There are two opinions on paying the Zakat.

Firstly, if someone is to give Zakat, his/her all necessities have to be fulfilled in a way that he/she does have to beg any more. More clearly, it has to be an amount that helps the Zakat payee to come out of the poverty completely and reach in the state of a position of a rich man. Hazrat Umar (RA), in this regard, says: Make the poor (miskeen) rich by Zakat.

Secondly, the Zakat payee should be given the expenses or livelihood of one whole year so that he/she can run his family smoothly.

According to some scholars of Hanbali Madhab, Zakat payee should be given trade or engineering equipments to get him/her established permanently, which is a proven way of wiping out the poverty from the society.

One of the many reasons for the failure of taking out poverty is that most of the Zakat money is paid personally. There is no collective or shared effort and thus the same persons are benefitted cyclically on temporary basis. It impedes to enjoy the fruit of this unique ruling of Islam because Zakat does not work as a social institution for all rather it is as a personal dealing or effort limited to a narrow and particular area. Therefore, there should be some people responsible and accountable for this great work. If we, in the Quran, carefully notice the third area for the Zakat to be used, we see this payment is for the people employed to collect and distribute Zakat officially. It clarifies that Zakat has to be established as an institution with proper management system. Zakat is so important in Islam that Hazrat Abu Bakar (RA), the first guided Khalif of Islam declared war (Jihad) against the people denying paying Zakat.

It is learnt that if Zakat money, in Bangladesh, is collected following due process, there will be an amount of about 20 thousand million pounds every year which can eradicate poverty and hunger by less than 20 years. After that this money can be used for other poor countries for the same inshaAllah. Allah the most Kind has ordered prayer and Zakat together 28 times in the Quran. Prayer has been established and institutionalised in the non-muslim countries along with the Muslim ones but we the Muslims hardly follow the same process for Zakat. For every mosque around the world, there is a building, plan and good management system but there is nothing for Zakat like this.

However, these mosques can be used as centres for collecting and distributing Zakat. There are more than enough books, publications and research related to the masala-masayel (Fatwa) on Zakat by the learned Ulama (Islamic Scholars) but a very little effort and research work is seen on how a government can practically reduce and root out poverty by using Zakat mentioned in the Quran and Hadith. It still remains as a paper-based theory to many because there is no effective infra-structure by any Muslim government conspicuous to us. On the contrary, the State institutions in the Muslim countries deal with interest and are directly involved in interest-based economy though Allah (swt) has made it prohibited (Haram) and His messenger Muhammad (PBUH) has prohibited (Haram) interest forever in his Last Pilgrimage Speech. According to the Quran, to be involved in interest means to fight with Allah and His messenger while in fact the maximum of the Ummah have engaged themselves in this sin directly or indirectly. To save the whole nations (Ummah) from this disastrous interest and the aforementioned poverty, Zakat-based economy is the most or perhaps the only important choice that beckoning us to accept.

What is needed to do on Zakat money? It is time to focus on effective and efficient management of Zakat that can be a successful tool for a hunger and Poverty-free World.

The following programmes can run by Zakat money that can play an effective role to make the Zakat management system a success:

- To build up income generating sector for poor and needy people by giving sewing machine, handicrafts, home-made food, and furniture, etc.

- Purchase manufacturing equipment, trade tools and pass them to the Zakat payees;



## Feature

# Call to boost children's writing for pleasure

Children who write for pleasure achieve significantly better results in the subject in the classroom, National Literacy Trust research suggests.

Those who like writing outside class are seven times more likely to write above the expected level for their age.

While the proportion of children writing for fun has risen, the trust warns many are still not keen on it. It says more attention must be focused on writing for fun, as has already been done on reading for pleasure.

The study, published to mark the first National Writing Day, questioned 39,411 eight to 18-year-olds across the UK.

The survey found almost a quarter (23%) of those who said they enjoyed writing were above their expected level, compared with 3% of those who said they did not like the activity.

While the proportion of young people who do enjoy writing has risen - from 45% in 2015 to 51% in 2016 - the NLT study suggests about half (49%) do not enjoy



writing outside of the classroom.

Focus on writing

NLT director Jonathan Douglas said: "Our research consistently finds that children who enjoy writing do much better at school, but it also shows that far too many pupils still don't enjoy writing and this could be holding them back from reaching their full potential. "For the past 20 years, we've seen a real focus on reading for enjoyment initiatives across the UK, which have reaped fantastic benefits for children. "It's now time to give writing for enjoyment the focus it deserves."

The results suggest girls are more likely than boys to enjoy writing,

and this gap widens the older children get.

The pupils aged eight to 11 were more likely to enjoy the activity very much compared with those aged 14-16, suggesting enjoyment of writing decreases as children grow up.

The pupils from white backgrounds were less likely to enjoy writing than were those from mixed, Asian and black backgrounds, the study found.

While more children from less privileged backgrounds - those eligible for free school meals (FSM) - enjoyed writing very much or quite a lot compared with their richer peers.

Overall, 54% of the FSM pupils said they enjoyed writing either very much or quite a lot, compared with 50% of the non-FSM pupils.

The NLT said there were a number of obstacles that stopped youngsters putting their thoughts down on paper.

About 44% of those who said they enjoyed the activity and 56% of those who did not like it struggled with deciding what to write.

And 30% of those who liked writing and 35% of those who did not said that they had trouble with spelling and grammar.

Comedian and author Charlie Higson, who is supporting National Writing Day, said: "There's been a big focus on reading as an aid to literacy, and there are no end of events, festivals and initiatives promoting it.

"It's fantastic to have something that actively encourages writing." Earlier this month, the NLT published research suggesting just a third of teenage boys in the UK enjoyed reading.

The trust found a significant drop in boys' reading enjoyment between the ages of eight and 16.

## Grenfell Tower is a terrible betrayal of human rights

Leilani Farha

In 2013 my predecessor, Raquel Rolnik, the UN-appointed special rapporteur on the right to housing, visited the UK and warned that the government's roll-back on investment in social housing and its emphasis instead on investment in the private rental market was having a deleterious effect on the availability and adequacy of social housing stock.

Last April, alongside several colleagues, I communicated human rights concerns(pdf) to the UK government about the impact of austerity measures on housing standards. And after that a UN committee of independent human rights experts expressed similar concerns and recommended that the government "take corrective measures to address bad housing or sub-standard housing conditions ...". We were all echoing the voices of thousands of residents who had been systematically and repeatedly raising their concerns with their councils and the government.

But the UK government rejected both the message and the messengers. This was based in part on the its unswerving determination to spurn government-led housing solutions in exchange for those that are market and profit driven. And despite having committed itself to a slew of internationally recognised human rights, including the right to adequate housing and the right to life, successive governments have more or less sworn-off the international human rights system as one that better applies to developing countries than to higher kingdoms.

Perhaps in the wake of the Grenfell tragedy that killed at least 79 people - a devastating illustration of the impact of substandard housing on the lives of poor people - local councils and central government will begin to recognise that international human rights standards regarding adequate housing are not hogwash, but are in place precisely to preserve human life.

From my vantage point, Grenfell Tower is also emblematic of a global phenomenon where rich and poor live side by side on starkly unequal terms and where housing is rarely viewed as a right, but instead promoted as a commodity.

Grenfell Tower is located in the Royal Borough of Kensington and Chelsea. Not only is it the most expensive borough in the country by some estimates, it is considered prime real estate for foreign investors, many of whom don't live in the borough. While more than 1,200 properties sit vacant in the borough, the residents of Grenfell lived on top of each other in a densely populated, 24-storey building. The exterior was refurbished to make it less of an eyesore for more affluent onlookers using a cheap material banned in a number of countries including, reportedly, in the UK for its flammability. The management of Grenfell Tower was handed over to the private sector. Kensington Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO) is responsible for managing the tower block as well as 10,000 other units [pdf] and it is paid handsomely to do so. Apparently, KCTMO's responsibilities did not include heeding the concerns of the UN, let alone those of the tenant association, which for more than four years had expressed distress about fire safety in the building.

As horrific and singular as the Grenfell Tower fire was, it represents the new world order. The idea of housing as a social good for which governments are responsible has largely been abandoned. There is an ever-growing list of cities where governments prop up the financialisation of residential real estate, promoting the idea that housing is a place to safely park huge amounts of capital and grow wealth without any investment in local communities. This is despite the fact that it pushes up the cost of housing and drives out low-income residents in cities around the world, including Hong Kong, Singapore, San Francisco, New York, Sydney, Melbourne and Vancouver.

Allowing big corporations to manage the needs of tenants is also not unique to Grenfell Tower. The Blackstone Group - the world's largest real estate private equity firm - spent \$10bn to purchase repossessed properties in the US after the 2008 financial crisis, and emerged as the largest rental landlord in the country. Tenants in their units complain that their needs and concerns regarding the adequacy of their housing fall on deaf ears, with management companies accountable to investors rather than to them.

If failing to uphold human rights was, at least in part, the cause of the Grenfell Tower disaster, then surely upholding internationally recognised human rights is the way forward. Only a human rights approach lays out universal standards of what constitutes "adequate" housing, such as protecting against physical threats like fire and floods.

Only a human rights approach lays out what's required after a disaster like Grenfell - that tenants must be provided immediate alternate accommodation in their existing community. Only a human rights approach is crystal clear that it is governments that are responsible to low-income and marginalised populations, and that this will require regulating tenant management companies and other third parties to ensure they are not jeopardising the state's human rights obligations.

## Zakat: The Ultimate Goal to build poverty - free World

Continued from page 35 ...

- To start distribution projects like car, bus, taxi, boat, tractor, rickshaw and rickshaw van, etc. for destitute and needy people;

- Providing funds for employment of the destitute; poor and needy;

- To provide funds for skill development such as radio, TV, fridge, air-condition, driving, computer, car mechanics, security guards, etc.

- Rehabilitation facilities for poor and needy;

- To rehabilitate the (poor) orphan and miskeen;

- To rehabilitate the destitute and homeless;

- To rehabilitate the beggars;

To help the disable on permanent basis, introduce regular help scheme and income generating source;

- To help and rehabilitate the people affected by natural calamities, sudden disaster, war, accident, earthquake, cyclones, etc.

To give education grant and medical facilities for the destitute and needy.

It is most important that how Zakat should be institutionalised? Now I would like to discuss how Muslim can make structure that can make Zakat to be institutionalised in Muslim country as well as other countries where Muslims lives as minority.

Central Office Structure:

Central Masjid can work as a Central Office.

The following structure can help make Zakat to be institutionalised-

Central Office Staff:

i) Chief Executive Officer (Imam);

ii) Assistant officer (Muazzin);

iii) One or more persons from the Masjid Committee or local resident (only to gain the praise of Allah);

iv) Extra officer (if needed);

In Muslim country, Central Masjid of the country will play main roles. Central Masjid will be central office for collecting and distributing Zakat according to Islamic principles. Khatib and other employee of Masjid will work for collecting and distributing Zakat money. Their responsibilities will be as follows:

1. To make the list of rich person those who are entitle for paying Zakat and collecting Zakat from them. (List of Zakat payers and collect Zakat from them)

2. To make the list of poor and needy person those who are entitle for receiving Zakat. (List the Zakat payees and determine their amount);

3. To make the practical plans, policies, proposals on how to collect and pay Zakat. (How to provide Zakat money to those who are entitle for receiving Zakat. Main focus will be how to make rich person those are receiving zakat.

4. To work as a Zakat collector;

5. To work as an active worker to establish Zakat based economy;

6. To inform and make the people aware about the importance and responsibilities regarding Zakat;

7. To make new projects to reduce the rate of Zakat payees into zero and create new employment;

8. To make a list of the commercial and trade organizations, inform them and then calculate and collect their Zakat;

9. To make all other masjid as branches office and to provide all support and help and to communicate;

10. To inform all the information to branches office and give necessary instructions/directions advices to them;

To institute Zakat as an economic and social worship;

12. To be well-versed with the masla-masayel (Fatwa) related to Zakat and then to inform these to the Zakat payers and payees;

13. To arrange meeting with the Zakat payers and payees, submit the plans and show the income and expenditure to bring transparency and trust among them;

14. The member of the Masjid committee will help the Imam and Muazzin to communicate the Zakat payers and convince them to pay their dues.

Branch Structure:

Local Big Masjid can work as a Branch Office.

The following structure can help make Zakat to be institutionalised-

Branch Office Staff:

v) Officer (Imam);

vi) Assistant officer (Muazzin);

vii) One or more persons from the Masjid Committee or local resident (only to gain the praise of Allah);

viii) Extra officer (if needed);

ix) A teacher of the Maktab or somebody with Dhakil or SSC, GCSE or Mishkat and good in Bengali and English can be employed as Zakat collector. Besides, along with Taqwa, it is necessary for him to recite the Quran correctly.

Responsibilities will be as follows:

1. To make the list of rich person those who are entitle for paying Zakat and collecting Zakat from them. (List of Zakat payers and collect Zakat from them)

2. To make the list of poor and needy person those who are entitle for receiving Zakat. (List the Zakat

payees and determine their amount);

3. To make the practical plans, policies, proposals on how to collect and pay Zakat. (How to provide Zakat money to those who are entitle for receiving Zakat. Main focus will be how to make rich person those are receiving zakat.

4. To work as a Zakat collector;

5. To work as an active worker to establish Zakat based economy;

6. To inform and make the people aware about the importance and responsibilities regarding Zakat;

7. To make new projects to reduce the rate of Zakat payees into zero and create new employment;

8. To make a list of the commercial and trade organizations, inform them and then calculate and collect their Zakat;

9. To inform all the information to the Central office and take necessary instructions/directions/advices from it;

10. To institute Zakat as an economic and social worship;

11. To be well-versed with the masla-masayel (Fatwa) related to Zakat and then to inform these to the Zakat payers and payees;

12. To arrange meeting with the Zakat payers and payees, submit the plans and show the income and expenditure to bring transparency and trust among them;

The member of the Masjid committee will help the Imam and Muazzin to communicate the Zakat payers and convince them to pay their dues.

Email: mohammadhasan@hotmail.co.uk



## Reducing baby deaths and brain injuries during childbirth



Failure to monitor properly baby heart rates during labour is one reason why some newborns are dying on UK maternity wards, an investigation has found.

The Each Baby Counts inquiry, by the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, looked at more than 700 recent neonatal deaths and injuries.

It says three in every four of the babies may have had a different outcome had they received different care.

The detailed report outlines how to prevent such tragedies in future.

"Although the UK remains one of the safest places to give birth, serious incidents do occur, some of which could be prevented if different care were given," says the report.

The findings

The report looked at all 1,136 stillbirths, neonatal deaths and brain injuries that occurred on UK maternity units during 2015:

- 126 babies were stillborn
- 156 died within the first seven days after birth
- 854 babies had severe brain injury (based on information available within the first seven days after birth. It is not known how many might have significant long-term disability)

Local investigations into a quarter of the cases were not thorough enough to allow the report authors to do a full assessment of what might have gone wrong.

In many of the 727 cases that could be reviewed in-depth, problems with accurate assessment of foetal wellbeing during labour and consistent issues with staff understanding and processing of complex situations, including interpreting baby heart-rate patterns (on traces from CTG machines), were cited as significant factors.

Parents were invited to be involved in only a third of the local reviews, the report found.

Making wards safer

The Each Baby Counts report recommends:

- all low-risk women are assessed

on admission in labour to see what foetal monitoring is needed

- staff get annual training on interpreting baby heart-rate traces (CTGs)

- a senior member of staff must maintain oversight of the activity on the delivery suite

- all trusts and health boards should inform the parents of any local review taking place and invite them to contribute

Co-principal investigator, Prof Zarko Alfirevic, consultant obstetrician at Liverpool Women's Hospital, said: "We urge everyone working in maternity care to ensure the report's recommendations are followed at all times."

Prof Lesley Regan, president of the RCOG, added: "The fact that a quarter of reports are still of such poor quality that we are unable to draw conclusions about the quality of the care provided is unacceptable and must be improved as a matter of urgency."

Janet Scott, from the stillbirth and neonatal death charity Sands, said the report findings were deeply concerning.

"We urge trusts, health boards and governments across the UK to ensure the levels of support and resourcing needed to bring this about urgently."

## Three young siblings chose to STAY inside burning Grenfell Tower with elderly parents rather than let them die alone



Father Kamru Miah, 82, his wife, Rabeya Begum, and their son Hamid, 29

Three young siblings chose to stay and die with their parents in the Grenfell Tower fire - rather than leave them to die alone on the 17th floor, it's emerged.



As smoke and flames engulfed the building, bride-to-be Husna Begum, 22, and her brothers,

Hanif, 26, and Hamid, 29, spoke to relatives on the phone and explained their decision to stay.

In an emotional conversation more than two hours after the blaze began, the children told them that there was no way they could leave their mother, Rabeya,

their relatives not to grieve for them as they were 'going to a better place'.

It's been claimed they had an 'opportunity' of almost an hour after the fire began at around 12.50am to make their way to safety - until about 1.45pm - and



were last heard of on the phone at 3.10am. Komru Miah, 82, and daughter

Husna Begum, 22

Their cousin, Samir Ahmad, 18, told The Times: "Their dad could barely walk anyway."

"What were they going to do? Abandon him?"

Mr Ahmad said he believed "until around 1.45am they could have left their parents, but they didn't."

Of their final conversation, he said: "My auntie spoke to Hanif. He was very calm."

"He said his time had come, and not to mourn for them, but be happy for them because they would be in a better place."

Husna Begum, 22, who was due to marry next month, and brother Hanif, 26

"Hats off to them. They didn't show cowardice. They stayed with their mum and dad."

"Family was so important to them. They lived together and they died together."

Mr Ahmad said he believed the children would have been haunted for the rest of their lives.

Ms Begum was due to get married in Leicester next month - and her distraught fiancé and extended family are expected to remember them in a public prayer ceremony at 6pm today.

One brother Mohammed Hakim, who had been at the home earlier in the evening but left before the blaze, is known to have survived.

## Trump's silence after the London mosque attack speaks volumes

When something terrible happens in the world, we turn to those we respect to hear sage words of advice. To give us level-headed analyses. To blow away the fog of bias and provide a sense of clarity. These individuals act as our moral, ethical and intellectual compasses.

And, just as we have those in our lives who show us the right direction, we have the inverse: those who, without fail, manage to show us the wrong direction. The trick, of course, is to be able to find out who these people are, recognize their ineptitude and bigotry for what it is ... and then do the opposite.

Donald Trump didn't send out a tweet after the terrorist attack in Finsbury Park in London that killed one and injured many more. His silence after this attack was markedly different from his immediate, fevered tweeting after numerous other terrorist attacks in Europe - and that matters.

For Trump, it's clear that this wasn't the right kind of attacker and these weren't the right kind of victims.

Decades ago, Edward Herman and Noam Chomsky coined the term "worthy and unworthy victims" to differentiate between

those whose suffering benefits a particular ideological or political agenda, and those whose suffering does not.

In the case of Finsbury Park, Muslims injured by a white Christian man are not "worthy" of attention because they do not serve Trump's larger project of the demonization of Muslims, refugees and immigrants: an indistinguishable human mass in the eyes of the US president. Nor do they serve the interests of portraying white Christian Europe (and, by association, white Christian America) as the bastion of all that is decent and good.

An immediate tweet or public statement by Trump condemning the terrorism in London would have served an important purpose: it would have forced many in the United States (and beyond) to address the fact that the systemic use of violence in the service of a political or ideological aim is not confined to Muslims. It would also force many to consider what we mean, precisely, when we point at the "Other" and talk about their "cultures of violence".

If in doubt, ask the families of the hundreds of thousands of innocent Iraqi civilians killed in the aftermath of the 2003 US invasion if they have any doubt that US violence was systemic or

political in nature, or that US indifference to their plight symbolized the embrace of violence.

Ask the citizens of Nicaragua, Colombia and El Salvador who suffered at the hands of death squads backed by the US. Ask anyone who lived in Britain in the 1970s and 80s when the IRA campaigns were in full swing. Ask Muslim women imprisoned in Serbian rape camps. Ask those who lived under the brutality of European colonialism. Ask Holocaust survivors. Ask African Americans terrorized by the very white, very Christian and very organized KKK.

And, in case I am accused of whataboutism - deflecting criticism of X by talking about the crimes of Y - let us remind ourselves that pointing out double standards in how we react to (and report on) similar crimes is not a justification for any of those crimes.

It's about hypocrisy, stones and glass houses. It's also an exercise in encouraging intellectual consistency: a supposed hallmark of the enlightened society about which many in Europe and the US regularly pontificate to the rest of the world.



## মোহাম্মদ বিন সালমান সৌদির নতুন যুবরাজ

উঠেছেন ৩১ বছর বয়সী মোহাম্মদ বিন সালমান।

২১ জুন বুধবার তাঁকে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স (যুবরাজ) ঘোষণা করেছেন বাদশাহ সালমান।

মোহাম্মদ বিন সালমানের জন্ম ১৯৮৫ সালের ৩১ আগস্ট। বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের তৃতীয় স্ত্রী ফাহদা বিনতে ফালাহ বিন সুলতানের সন্তান মোহাম্মদ বিন সালমান। রাজধানী রিয়াদের কিং সৌদি ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করার পর বিভিন্ন রাষ্ট্র সংস্থায় কাজ করেছেন।

২০০৯ সালে তার বাবার বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান মোহাম্মদ বিন সালমান। সেই সময়ে রিয়াদের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ।

২০১৩ সালে মোহাম্মদ বিন সালমানকে যখন মন্ত্রী মর্যাদাসহ সৌদি রয়্যাল কোর্টের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয় তখন থেকেই ক্ষমতায় তার উত্থান শুরু হয়।

সং ভাই বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজের মৃত্যুর পর ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাদশাহ হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন বর্তমান বাদশাহ সালমান, তখন তার বয়স ছিল ৭৯ বছর। তখনই ক্ষমতায় এসে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাদশাহ সালমান, যা বিশ্লেষকদের কিছুটা অবাকও করেছিল।

ক্ষমতায় এসে বাদশাহ সালমান তার ছেলেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং ভাতিজা মোহাম্মদ বিন নায়েফকে ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স ঘোষণা করেছিলেন।

২০১৫ সালের মার্চ মাসে ইয়েমেনে সামরিক অভিযান শুরুর পিছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের।

ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট। যদিও দু বছর ধরে চলা এই লড়াইয়ে অগ্রগতি খুব কমই হয়েছে। বরং সৌদি আরব ও মিত্র জোটের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ উঠেছে এবং আরব বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে মানব সংকট তৈরির জন্যও তাদের দায়ী করা হচ্ছে।

২০১৫ সালের এপ্রিল মাসেই বাদশাহ সালমানের আরেক দফা রদবদলের সিদ্ধান্ত বিশ্ববাসীকে অবাক করে, ওই মাসে তিনি তার ছেলেকে ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স ঘোষণা করেন এবং তার ভাতিজা মোহাম্মদ বিন নায়েফকে ক্রাউন প্রিন্স ঘোষণা করেন।

ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স হলেও মোহাম্মদ বিন সালমান সৌদি আরবের তেল নীতি বাস্তবায়ন ও ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছিলেন। পাশাপাশি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ অস্ত্র আমদানিকারক এই দেশের বিপুল প্রতিরক্ষা বাজেটও ছিল তার নিয়ন্ত্রণে।

মোহাম্মদ বিন সালমান সৌদি আরবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্যও তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও প্রকাশ করেছেন, যা ভিশন ২০৩০ নামে পরিচিত।

তিনি অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বেশ কিছু সংস্কার প্রস্তাবও আনেন।

এমনকি তেল খাতে ভর্তুকি কাঁচছাঁটের কথা উল্লেখ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত তেল কোম্পানি 'সৌদি আরামকো'র কিছু অংশ বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে একটি সার্বভৌম বিনিয়োগ তহবিল

তৈরির পরিকল্পনাও দেন তিনি।

এছাড়া বাদশাহ সালমানের প্রতিনিধি হিসেবেও বেশ কয়েকটি দেশে সফর করেছেন মোহাম্মদ বিন সালমান। বৈজিৎ, মস্কোসহ ওয়াশিংটনেও গিয়েছেন তিনি। মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেও সাক্ষাত করেন মোহাম্মদ বিন সালমান। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তেল রফতানিকারক দেশ সৌদি আরবের রাজনীতিতে মোহাম্মদ বিন সালমানের অতি দ্রুত উত্থান বেশ চমক সৃষ্টি করেছে।

মোহাম্মদ বিন সালমানকে আজ ক্রাউন প্রিন্স ঘোষণা করার পর সৌদি বাদশাহ নতুন যুবরাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

মোহাম্মদ বিন নায়েফ পদ হারিয়ে নতুন যুবরাজের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করেছেন বলেও দাবি করছে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম।

নতুন যুবরাজ ঘোষণার মাধ্যমে সৌদি আরবের ক্ষমতা কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনলেন বাদশাহ সালমান। কারণ সৌদি আরবে যুবরাজই দেশটির সর্বোচ্চ পদটির উত্তরসূরী। ভাতিজা মোহাম্মদ বিন নায়েফকে সরিয়ে নিজ পুত্র মোহাম্মদ বিন সালমানকে ক্রাউন প্রিন্স বা যুবরাজ বানালেন বাদশাহ।

মাত্র ৩১ বছর বয়সী মোহাম্মদ বিন সালমান একই সাথে উপপ্রধানমন্ত্রী হবেন এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীরও দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

সৌদি রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো কোন বাদশাহ নিজ ছেলেকে যুবরাজ বানালেন। বর্তমান বাদশাহ'র পর যুবরাজই পরে দেশটির বাদশাহ হবেন।

## নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বাংলাদেশি কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

গৃহকর্মীকে ঠকানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। ২১ জুন বুধবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া জাতিসংঘ কর্মকর্তার নাম হামিদুর রশিদ (৫০)। তিনি একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি জাতিসংঘের ডেভেলপমেন্ট অব ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্সে কর্মরত।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিকেলে ম্যানহাটন ফেডারেল কোর্টে হামিদুরকে হাজির করা হয়। তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান।

## গ্লেনফিল টাওয়ারে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে ধূমজাল

বিষয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চারদিন আগে গ্লেনফিল টাওয়ারে লাগা আগুনে ৭৯ নিহত হয়েছে।

মিরর বলছে, আগুন লাগা টাওয়ারে নিহতের সংখ্যা কমিয়ে দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ অনেকের। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে বলেছেন, আগুন লাগার ঘটনাটি ভালোভাবে দেখভাল করা হয়নি। যারা বেঁচে গেছেন তাঁরা ঠিকভাবে নিবন্ধন করেছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়।

## বেক্সিট-বিচ্ছেদ নিয়ে সন্তোষজনক আলোচনা

বিষয়গুলো নিয়ে ব্রিটিশ বেক্সিটবিষয়ক মন্ত্রী ডেভিড ডেভিস ও ইইউর পক্ষে মিশেল ব্রানিয়ার আলোচনায় অংশ নেন।

আলোচনায় উভয় পক্ষই দ্রুত জটিল বিষয়গুলো নিয়ে আগামী ১৯ জুলাই এবং আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সোমবারের আলোচনার পর ইইউর পক্ষের মিশেল ব্রানিয়ার বলেছেন, 'আমাদের আলোচনা বিফল হয়ে যাওয়ার চেয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি ন্যায্য সমাধান বের করাটাই জরুরি। ইইউ জোটের পক্ষে কোনো দেশই যুক্তরাজ্যের সঙ্গে অবদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আচরণ করবে না। এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো বেক্সিটের কারণে যেসব ইউরোপীয় নাগরিকের বিভিন্ন দেশে থাকার অধিকার ও আইনগত সমস্যা হতে পারে, তার সমাধান, যুক্তরাজ্যের কাছে পাওনার বিষয় ও বিচ্ছেদ-সম্পর্কিত অন্য বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি।'

বেক্সিট-বিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা শুরুর পর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন, 'আমাদের বিশ্বাস, উভয় পক্ষই একটি সম্মানজনক সমাধান খুঁজে বের করতে পারবে, যা যুক্তরাজ্য ও অবশিষ্ট ইউরোপের মধ্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করবে।' সোমবারের আলোচনায় মূল তিনটি বিষয় নিয়ে সমাধান করতে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে। বিষয়গুলো হলো যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ইইউভুক্ত নাগরিক এবং ব্রিটিশ নাগরিক যারা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে বসবাস করছেন, তাঁদের আইনগত অধিকার। ইইউ সদস্য হিসেবে যুক্তরাজ্যের কাছে পাওনা প্রায় ১০০ বিলিয়ন ইউরো এবং ইইউ সদস্য হিসেবে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে উত্তর আয়ারল্যান্ডের সীমান্ত ভবিষ্যতেও মুক্ত থাকবে কি না।

পূর্ববেক্ষক মহল মনে করছে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার কারণে বেক্সিট-বিচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় যুক্তরাজ্যের যতটা অনমনীয় মনোভাব দেখানোর কথা ছিল, বস্তুত তা থেকে তারা সরে এসেছে।

## মাইল এন্ড স্টেডিয়ামে ঈদ জামাত সাড়ে ৯টায়

সোমবার ব্রিটেনে পবিত্র ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে নামাজ শুরুর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

এদিকে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস স্থানীয় বাসিন্দাদের ঈদের জামাতে অংশ নেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, ঈদ মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উসব এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খোলা মাঠে ঈদের জামাত আয়োজনের ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্যকে আমাদের রায়ী সম্মুত করতে পেরে মেয়র হিসাবে আমি গর্বিত।

বিবৃতিতে মেয়র, ঈদের জামাত আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য হিউম্যান আপীল, ঈদ ইন দ্যা পার্ক কমিটি, রেডকোট রেসিডেন্ট ফোরাম এবং স্টেপনী ফুটবল ক্লাবকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। ঈদ ইন দ্যা পার্কের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক কাউন্সিলার আদাল উল্লাহ তৃতীয়বারের মতো ঈদের জামাত আয়োজনে সহযোগিতার জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র জন বিগসকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমি আশা করছি স্থানীয় বাসিন্দারা ঐতিহ্যবাহী এই নামাজে শরীক হয়ে একে সফল করবেন।

আদাল উল্লাহ নামাজ আয়োজনে সহযোগিতার জন্য হিউম্যান আপীল ও ঈদ ইন দ্যা পার্ক কমিটিসহ সবাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

# CURRENCY WORLD

Fast and Reliable

১ লাখে  
ফি মাত্র £9.99

সর্বোচ্চ রেইট

- সস্তায় বিমান টিকেট
- কম খরচে ওমরাহ ও হজ্জ
- পিনে সেইম ডে
- একাউন্টে দুই দিনে
- ফি কম ও রেইট বেশী
- DHL (£23) ও কার্গো
- হলিডে প্যাকেজ

UMRAH  
£850  
&  
£750

ঘরে বসেই  
টাকা পাঠান  
আপনজনের  
কাছে

Passport Service Available

LOW COST HAJJ, UMRAH & AIR TICKET  
Send Money Worldwide / Send Money Bangladesh

117 Whitechapel Road London E1 1DT

T : 020 3561 0265

M : 079 8473 0960

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম  
সাধনের পর আবার ফিরে  
এলো পবিত্র ঈদুল ফিতর।  
সবাইকে ঈদুল ফিতরে  
শুভেচ্ছা।

ঈদ  
মোবারক

আব্দুল আহাদ  
কমিউনিটি এন্টিভিউ



## টাওয়ার হ্যামলেটসে অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ

৯ মাসে টাওয়ার হ্যামলেটস হোমস এর মোট ৯০০ হাউজিং ব্লকের সবগুলোর অগ্নি ঝুঁকি মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অভিজ্ঞ অগ্নি ঝুঁকি নিরূপনকারীরা সবগুলো বিস্তারিতের অগ্নি নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেছেন। এছাড়া অধিকাংশ ফ্ল্যাটে স্মোক এলার্ম লাগানো আছে এবং অনেক ঘরে নতুন অগ্নিরোধক দরোজা (ফ্রন্ট ডোর) লাগানো হয়েছে। চলতি বছরের শেষ নাগাদ আরো ঘরের সামনের দরজাকে অগ্নিরোধক করা হবে। কাউন্সিলের কোন টেনেন্ট যদি তার ঘরে স্মোক এলার্ম না থাকে, তাহলে কোথায় গিয়ে তা সংগ্রহ করতে পারবেন, তাও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ০২০ ৭৩৬৪ ৫০১৫ নাম্বারে ফোন করে স্মোক এলার্ম সম্পর্কে সব তথ্য জানা যাবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া বাসিন্দাদেরকে লন্ডন ফায়ার ব্রিগেডের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে –

- আপনার ঘরের স্মোক এলার্ম কাজ করছে কি না – তা নিশ্চিত করুন।
- ঘরের ব্যালকনিকে পরিষ্কার ও বামেলামুক্ত রাখুন।
- সর্বসাধারণের চলাচলের পথে আবর্জনা বা সাইকেল রাখবেন না এবং বের হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না।
- আপনি যে বিহিংয়ে বসবাস করছেন, তার সকল প্রবেশ নির্গমন পথ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখুন।
- যদি আপনি ধূমপায়ী হন, তাহলে দয়া করে কমিউনাল এলাকা অর্থাৎ সর্বসাধারণের চলাচলের স্থানে ধূমপান থেকে বিরত থাকুন।
- ঘরের ভিতর ধূমপান করলে সিগারেটের শেষাংশ ভালো করে নিভান এবং সতর্কতা ও নিরাপত্তার সাথে তা ডাস্টবিনে ফেলুন।

মেয়র জন বিগস তার বিবৃতিতে গ্লেনফেল টাওয়ার অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে আরো বলেন, বাসিন্দাদের নিরাপত্তা বিধান আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। গ্রীণফেল টাওয়ার ট্র্যাজেডি থেকে আমরা কী শিক্ষা নিতে পারি সেটা কাউন্সিল অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যালোচনা করছে। তিনি বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস হোমস গত ৯ মাসে ৯০০ টি এইচএইচই ব্লকের সবগুলোর অগ্নি ঝুঁকি মূল্যায়ন করেছে এবং এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে চিহ্নিত ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা এখন কাজ করছি।

মেয়র আরো বলেন, অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কাউন্সিল টিএইচএইচ, অন্যান্য ল্যান্ডলর্ড এবং বাসিন্দাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে। বারার সকল আবাসিক বিহিং, বিশেষ করে উঁচু ভবনগুলো, যেখানে ফ্রেডিং লাগানো হয়েছে তা আমরা পর্যালোচনা করছি এবং রেজিস্টার্ড হাউজিং এসোসিয়েশনগুলোকেও অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অনুপ্রাণিত করছি। এই ভয়াবহ ঘটনার প্রেক্ষিতে সর্বস্তরের জনসাধারণকে নিজ নিজ ঘরের অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্যও মেয়র অনুরোধ জানান। মেয়র সবার ঘরের স্মোক এলার্মটি কাজ করছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার অনুরোধ করেন। মেয়র এব্যাপারে বারার বাসিন্দাদের সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

## সিলেটের ডাক'র ডিক্লেয়ারেশন বাতিল

বাতিল করেন। বিকালে তিনি সাংবাদিকদের প্রকাশনা বাতিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর ফলে আজ থেকে আর প্রকাশিত হচ্ছে না দৈনিক সিলেটের ডাক। সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. শহিদুল ইসলাম চৌধুরী জানিয়েছেন- সিলেটের ডাক পত্রিকার প্রকাশক রাগিব আলী সাজাপ্রাণ্ড হওয়ায় পত্রিকাটির ডিক্লেয়ারেশন বাতিল করা হয়েছে। প্রকাশক সাজাপ্রাণ্ড হলে পত্রিকার ডিক্লেয়ারেশন বাতিল হয়ে যায়। ডিক্লেয়ারেশন বাতিলের বিষয়টি সিলেটের ডাক পত্রিকার কার্যালয়ে জানানো হয়েছে। রাগিব আলী সিলেটের বিশিষ্ট শিল্পপতি। দেবোত্তর সম্পত্তি বন্দোবস্তের নামে ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক জালিয়াতি মামলার রায়ে গত ২রা ফেব্রুয়ারি রাগিব আলী ও তার ছেলেকে ১৪ বছরের কারাদণ্ডদেশ দেয় আদালত। প্রতারণার আরেক মামলায় গত ৬ এপ্রিল রাগিব আলীর ১৪ বছর, ছেলে আবদুল হাই, জামাতা আবদুল কাদির, মেয়ে রঞ্জনা কাদির ও নিকটাত্মীয় দেওয়ান মোস্তাক মজিদকে ১৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। এদিকে- পরোয়ানা জারির পর পলাতক থাকা অবস্থায় পত্রিকা প্রকাশের কারণে রাগিব আলী ও তার ছেলের বিরুদ্ধে দায়ের আরেক মামলায় তাদের এক বছর করে কারাদণ্ডও দেয়া হয়েছে।

২০ জুন সন্ধ্যায় পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক আবদুল হামিদ মানিক জানিয়েছেন- পত্রিকা কর্তৃপক্ষ গতকাল জেলা প্রশাসকের চিঠি পেয়েছেন। তারা এ বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বৈঠক করার চেষ্টা করছেন। তিনি জানান- ইতোমধ্যে পত্রিকার ডিক্লেয়ারেশন বর্তমান ইনচার্জ আবদুল হান্নানের নামে দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর নিয়ম মতো একটি আবেদন করা হয়েছে। মধুবন মার্কেট থেকে প্রকাশিত সিলেটের ডাক সিলেটে স্থানীয় দৈনিকগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত এবং জনপ্রিয় দৈনিক। রাগিব আলী গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে পত্রিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা চলছিল। এ নিয়ে পত্রিকাটির কর্মীরাও আতঙ্কে ছিলেন।

### লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ক্ষোভ

দৈনিক সিলেটের ডাক জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্ধ করে দেয়ার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব। ক্লাব সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জুবায়ের এক বিবৃতিতে বলেন, প্রকাশক জটিলতার অজুহাতে দৈনিক সিলেটের ডাক-এর মতো একটি জনপ্রিয় দলনিরপেক্ষ পত্রিকার ডিক্লেয়ারেশন বাতিল করে দেয়াটা হতাশাজনকই নয়, উদ্বেগজনকও বটে। এসব কারণেই বাংলাদেশে স্বাধীন সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ সবধরনের জটিলতা নিরসন করে অবিলম্বে দৈনিক সিলেটের ডাক এর প্রকাশপাঠকে স্বাভাবিক করতে রাষ্ট্রই উদ্যোগী ভূমিকা নেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন, সিলেটের ডাকের ডিক্লেয়ারেশন বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ আমরা প্রত্যাশা করছি। আইনের মারপ্যাচ নয়, শতাধিক সাংবাদিক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বিপন্ন কর্মীর রুটি রুজির বিষয়টি মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনায় নেয়ার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার স্বার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৈনিক সিলেটের ডাক এর দ্রুত পূণঃপ্রকাশে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেবেন বলে বৃটিশ বাংলাদেশী সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীরা আশা করছেন।

## কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে হারুন- শহীদ-মিসবাহ প্যানেলের মতবিনিময়

পারে বলে উল্লেখ করেছেন বেথনাল গ্রীন ও বো আসনের এমপি সাবেক শ্যাডো মিনিষ্টার রুশনারা আলী।

গত ১৯ জুন সোমবার লন্ডনে ওসমানী সেন্টার অডিটোরিয়ামে গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল (জিএসসি) সাউথ ইস্ট রিজিওনের আগামী ৯ জুলাইর নির্বাচনে হারুন-শহীদ-মিসবাহ দোয়াত কলম প্যানেলের উদ্যোগে বিলেতের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিক, পেশাজীবী ও জিএসসি সদস্যবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভা ও ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের পূর্বসূরীরা সুন্দর একটি কমিউনিটি বিনির্মাণ করে গেছেন। আমাদের কমিউনিটিকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলকে সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধে উঠে কাজ করার পাশাপাশি বিলেতে উগ্রপন্থা প্রতিরোধে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

আসফোর্ড মুসলিম এসোসিয়েশন কেবল্ট এর সভাপতি হারুনার রশিদের সভাপতিত্বে এবং জিএসসি'র সেন্ট্রাল জয়েন্ট সেক্রেটারি উস্তর এম মুজিবুর রহমানের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলা বিশেষ করে সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, ওসমানীনগর, নবীগঞ্জ, চুনারুঘাট, রাজনগর, কুলাউড়া, বড়লেখা, জগন্নাথপুর, ছাতকসহ বৃহত্তর সিলেটের বিপুল সংখ্যক অতিথির উপস্থিতিতে এক মিলন মেলায় পরিণত হয়। সভায় প্রবাসী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিক ও পেশাজীবীরা উপস্থিত হয়ে প্রবাসীদের দাবি দাওয়া আদায়ে গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল'র গতি ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন।

সম্প্রতি ম্যানচেস্টার, লন্ডন ব্রিজ, ফিন্সবারি পার্কসহ সকল সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করে সভায় একটি প্রচারা গৃহীত হয়। সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ও আহত সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া গ্রেনফেল টাওয়ারে আশু

নিহত ও আহত শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জোর দাবি জানানো হয়। গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকে গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আগামী দিনে জিএসসি'র কার্যক্রমের গতি ত্বরান্বিত করতে অতিথিবৃন্দ পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন।

সভায় হারুন শহীদ মিসবাহ প্যানেলের সদস্যবৃন্দ প্রবাসীদের দাবি দাওয়া আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা রাখার জন্য এবং গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল এর সাংগঠনিক গতি ত্বরান্বিত করতে আগামী নির্বাচনে দোয়াত কলম মার্কায়ে ভোট দেওয়ার জন্য সকল সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানান। হারুন-শহীদ-মিসবাহ প্যানেল সদস্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ শহীদ, ট্রেজারার পদপ্রার্থী সৈয়দ মিসবাহুল করিম সায়েম। এক্সিকিউটিভ মেম্বার পদপ্রার্থী জিএসসি পোর্টসমাউথ ব্রাঞ্চের সভাপতি মসুদ আহমদ, গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের ট্রাস্টি জামাল হোসেন, কমিউনিটি সংগঠক ফারুক মিয়া, বেলাল হোসেন, এমদাদ আহমেদ, আব্দুর রাহিম রনজু, জিএসসি পোর্টসমাউথ ব্রাঞ্চের সেক্রেটারি মাসুম আহমেদ, মিডলসেক্স ব্রাঞ্চের সেক্রেটারি রাকিব এইচ রুহেল, বেডফোর্ড ব্রাঞ্চের ট্রেজারার এ এস এম আতাউর রহমান তালুকদার, কমিউনিটি সংগঠক মোঃ গিয়াস উদ্দিন, ইসলাম উদ্দিন, মোঃ আলা উদ্দিন, মজমিল আলী, হেলেন ইসলাম, মানিক মিয়া, আব্দুল বাসিত রফি, কদর উদ্দিন, মোঃ আবুল হাসনাত, ওলিউর রহমান শাহীন, এডঃ লিয়াকত আলী, তারেক আহমেদ চৌধুরী, শেখ মনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

সভার সভাপতি হারুনার রশিদ পবিত্র রমজান মাসে কষ্ট করে ইফতারে শরিক হওয়ার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি জিএসসি সাউথ ইস্ট রিজিওনের সকল সম্মানিত সদস্যকে আগামী ৯ জুলাই লন্ডনের অট্রিয়াম হলে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান।


# Mini cab DRIVERS

TAXI-PRIVATE HIRE

## Had an accident that wasn't your fault?

WE HAVE PCO LICENSED AND  
INSURED REPLACEMENT  
VEHICLES AVAILABLE  
IMMEDIATELY

PRESTIGE HAS A VEHICLE SUITABLE  
FOR YOU WHETHER IT'S A VW  
SHARAN, A ZAFIRA, A VECTRA OR A  
MERCEDES BENZ SALOON  
INCLUDING C, E AND S CLASS ALL  
COME FULLY INSURED AND PCO  
REGISTERED.



# PRESTIGE

DON'T DELAY CALL US NOW ON  
**020 8523 1555**



# টাওয়ার হ্যামলেটসে অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস বলেছেন, আগুনের হাত থেকে বাসিন্দাদের নিরাপত্তা বিধানের কাউন্সিলের পক্ষে যা যা করা সম্ভব তার সবই করা হচ্ছে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ঘর বাড়িকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার লক্ষ্যে উর্ধ্বতন হাউজিং ও সেফটি অফিসারদের সাথে জরুরী সভা শেষে এক বিবৃতিতে তিনি এই কথা বলেন। গত ১৪ জুন কেনজিংটনের গ্লেনফেল টাওয়ারের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর



শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে তার এই জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে মেয়রের সাথে বৈঠক শেষে

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সকল বাড়ি-ঘরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত টাওয়ার হ্যামলেটস হোমস (টিএইচএইচ) এর প্রধান নির্বাহী বাসিন্দাদের লিখিতভাবে আশ্বস্ত করেছেন যে কাউন্সিলের কাছে এখন এক নতুন অগ্রাধিকার হচ্ছে আগুন তথা বাসিন্দাদের সার্বিক নিরাপত্তা। আগুনের ঝুঁকি থেকে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার কথাও চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে। এই চিঠিতে জানানো হয়েছে যে, গত

পৃষ্ঠা ৩৯

# সিলেটের ডাক'র ডিক্লেয়ারেশন বাতিল

## লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ক্ষোভ

সিলেট, ২৩ জুন : সিলেটে সর্বাধিক প্রচারিত স্থানীয় দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকার প্রকাশনা অনুমতি বাতিল করায় তা বন্ধ হয়ে গেছে। তিন মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত শিল্পপতি রাগিব আলীর মালিকানাধীন ছিল এই পত্রিকা। ২০ জুন সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. রাহাত আনোয়ার এক আদেশে পত্রিকাটির ডিক্লেয়ারেশন

পৃষ্ঠা ৩৯

# মির্জা ফখরুলের ওপর সশস্ত্র হামলা, নিন্দা-প্রতিবাদের ঝড়



দশ ডেক, ১৯ জুন : ভয়াবহ পাহাড়ধসে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করতে রাঙ্গামাটি যাওয়ার পথে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের গাড়িবহরে সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে মির্জা ফখরুলসহ কেন্দ্রীয় নেতারা আহত হন। হামলার ঘটনায় রাজধানীতে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ করেছে বিএনপি। বিএনপি চেয়ারপারসন বলেছেন, এ ন্যাকারজনক হামলার পরিণতি শুভ হবে না। এ ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। ২০ জুন সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের রাঙ্গুনিয়া ইছাখালি এলাকায় ৩০-৪০ জনের সশস্ত্র এক

দল দুর্বৃত্ত এই হামলা চালায়। হামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান রুহুল আলম চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান শামীম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. মীর ফাওরাজ হোসেন শুভ, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বকরসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ভাঙচুর করা হয়েছে বহরের সাতটি গাড়ি। ফলে রাঙ্গামাটি যেতে পারেনি বিএনপির প্রতিনিধি দল। রাঙ্গুনিয়া থেকে ফিরে যান বিএনপি নেতারা। পরে তারা চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে

পৃষ্ঠা ২৯

# মাইল এন্ড স্টেডিয়ামে ঈদ জামাত সাড়ে ৯টায়

মাইল এন্ড স্টেডিয়ামে এবারো ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সহযোগিতায় চ্যারেটি সংস্থা হিউম্যান আপীল এই ঈদের জামাতের আয়োজন করেছে। উল্লেখ্য, চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২৫ জুন রোববার অথবা ২৬ জুন

পৃষ্ঠা ৩৮

# বেস্বিট-বিচ্ছেদ নিয়ে সন্তোষজনক আলোচনা



দেশ ডেক, ২০ জুন : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে যুক্তরাজ্যের চলে যাওয়ার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা গত সোমবার সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সমাপ্ত হয়েছে। তবে এটি কেবল আলোচনার সূচনা পর্ব। বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ইইউ সদর দপ্তরে জোট ত্যাগ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক

পৃষ্ঠা ৩৮

# জিএসসি সাউথ ইস্ট রিজিওনের নির্বাচন ৯ জুলাই কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে হারুন-শহীদ-মিসবাহ প্যানেলের মতবিনিময়



বিলেতে কটুরপন্থী গ্রুপের উচ্চনিম্নমূলক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কমিউনিটির সকল সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে একযোগে কাজ করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে হেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকে'র দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক বিশেষ ভূমিকা রাখতে

পৃষ্ঠা ৩৯

**আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য একাউন্টেন্ট প্রয়োজন?**

একাউন্টিং জগতে আপনার বিশ্বস্ত ও নির্ভরতার প্রতীক ট্যাক্সহুইজ একাউন্টেন্ট

**Our Popular Services:**

- Restaurant & Take Away
- Accounts for LTD Company
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

We are registered licence holder in public practice

CIPFA the people in public finance

ifa Institute of Financial Accountant Member of the IFA Group

AIA

আপনার যে কোন একাউন্টিং কাজের জন্য আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন। আমরা ট্যাক্স সংক্রান্ত কাজে বিশেষ পারদর্শী

**Tax Whiz** International Accountant

**Md Sulaman Ahmed**  
BSc (OBU), M Com, AFA/MIPA, AAIA, CIPFA (Afili)  
M: 07400 818 184, T: 0203 105 9358, F: 0207 183 2131  
E: taxwhizltd@gmail.com W: www.taxwhiz.co.uk  
2nd Floor, 218-220 Whitechapel Road, London E1 1BJ

**AUTOMEC**  
VEHICLE MANAGEMENT  
www.automecvehiclemanagement.co.uk

We can manage your whole claim and this service is FREE to you!

- Vehicle recovery and storage
- Vehicle Repair or total loss
- Replacement vehicle
- PCO licenced vehicles for mini cabs
- Personal injury representation by specialist No Win - No fee solicitors

**Had an accident, fault or non-fault?**

Either way, let us help to get you back on the road and you could receive a bonus payment of up to £500!\*

CALL US on 020 8983 2088 or 0845 838 1185

\*Terms & Conditions apply. Automec Vehicle Management Ltd is regulated by the Financial Conduct Authority. Our details can be checked on www.fca.gov.uk